বাংলার বোমা

(ডিটেকটিভ নাটক)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয়—শুক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর—১৯৩৮।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

(বভ্রুবাহন, মোগল মসনদ, শিবার্জ্জুন, মারাঠা মোগল
প্রভৃতি নাটক প্রণেতা)

প্রকাশক—
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
কোন্নগর (হুগলী)

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীশিশিরকুমার বসু
ভগ্নদূত প্রেস
১৯৮/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

দৈনন্দিন অভিনয় ও সুলভ দর্শনীর প্রবর্ত্তন দ্বারা—বাণীচিত্রের
প্রতিযোগিতায় অবসন্ন বঙ্গরঙ্গালয়ের ম্রিয়মান ধমনীতে
যিনি নবজীবনের অমৃতপ্রবাহ সঞ্চার করিয়াছেন—
নাট্য-ভারতীর বরপুত্র সেই প্রতিভাধর প্রযোজক
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ, বি, এস্-সি
মহাশয়ের করকমলে এই নাটকখানি
শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার
নিদর্শনস্বরূপ সাদরে
উপহার দিলাম।

নাট্যকার!

—ব'লবার কথা—

ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ, অভিনেতৃসঙ্ঘ ও কর্ম্মীবৃন্দ— যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই নাটকের সুষ্ঠু মঞ্চাভিনয় সম্ভব হয়েছিল—তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রছি।

নাট্যকার।

চরিত্র পরিচয়।

অশনি (অসীম)	...	দস্যুদলের নায়ক।
	...	ঐ সহকারী।
শঙ্করপ্রসাদ	...	ডিটেকটিভ।
সমরনাথ	...	ঐ সহকারী।
সুধাকর	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র (সখের ডিটেকটিভ)
বাসুদেব	...	কাঞ্চনীর জমিদার (অশনির মাতুল)।
তারণ	...	গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী
অজিত	...	ঐ পুত্র।
নকুড়	...	সুধাকরের ভৃত্য (দাগী চোর)।
গোপাল	...	অশনির ভৃত্য।
নিধি	...	শঙ্করপ্রসাদের ভৃত্য।
কেষ্ট	...	বাসুদেবের ভৃত্য।

প্রতিবেশীগণ, পুলিসকর্ম্মচারীগণ, যুবকগণ ইত্যাদি।

তড়িতা	...	অশনির সহকারিণী।
নীলা	...	শঙ্করপ্রসাদের কন্যা।
মহামায়া	...	বাসুদেবের স্ত্রী।
মালতী	...	তারণের স্ত্রী।
হীরেমন	...	নকুড়ের প্রণয়িনী।

বৈষ্ণবী, ভদ্রমহিলাগণ ইত্যাদি।

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুত সলিলকুমার মিত্র বি, কম্
অধ্যক্ষ	...	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রযোজক	...	„ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি
সুরশিল্পী	...	„ কৃষ্ণচন্দ্র দে (সঙ্গীতাচার্য্য)
মঞ্চশিল্পী	...	„ পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
নৃত্যাচার্য্য	...	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক	...	„ ভক্তিবিনোদ বিমলচন্দ্র ঘোষ
ঐ সহকারী	...	„ সুকুমার কাঞ্জিলাল
হারমোনিয়মবাদক	...	„ বিদ্যাভূষণ পাল
বংশীবাদক	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিয়ানোবাদক	...	„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য
বেহালাবাদক	....	„ ললিতমোহন বসাক
সঙ্গতকারী	...	„ সতীশচন্দ্র বসাক
আড়বাঁশীবাদক	...	„ বিষ্ণুপদ মিত্র
আলোক-পরিচালক	...	„ মন্মথ নাথ ঘোষ
রূপসজ্জাকর	...	„ নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়
এম্প্লিফায়ার-বাদক	...	„ দুলালচাঁদ মল্লিক

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

শঙ্করপ্রসাদ	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সমরনাথ	...	„ সুশীলকুমার ঘোষ
সুধাকর	...	„ বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
অশনিকুমার	...	„ জীবন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
করালী	...	„ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
বাসুদেব	...	„ প্রফুল্লকুমার দাস
তারণকৃষ্ণ	...	„ সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
অজিত	...	„ রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
নকুড়চাঁদ	...	„ রণজিৎকুমার রায়
রেমো	...	„ কুসুম গোস্বামী
প্রতিবেশীগণ	...	„ পঞ্চানন চট্টো, বাণী চট্টো, উমাপদ বসু ভোলানাথ চৌধুরী
নিধে	...	„ অমূল্য মুখোপাধ্যায়
গোপাল	...	„ গোপাল ভট্টাচার্য্য
কেষ্টো	...	„ নলিন বাগ
মাধা	...	„ বিষ্ণু সেন
জমাদার	...	„ সদানন্দ ঘোষ
কনেষ্টবলগণ	...	„ অনিল, শিবশঙ্কর, মণি চট্টোঃ

মহামায়া	...	শ্রীমতী নিভাননী
তড়িতা	...	মিস্ লাইট
নীলা	...	শ্রীমতী তারকবালা (ছোট)
মালতী	...	„ রাধারাণী
চপলা	...	„ রাজলক্ষ্মী
হীরেমন	...	„ দুনিয়াবালা
বৈষ্ণবী	...	শ্রীমতী তরঙ্গিণী।
মহিলাগণ	...	„ মুকুলজ্যোতিঃ, বকুল, সরসী, বীণা ১নং বীণা ২নং, বীণা ৩নং, রাধারাণী ২নং, প্রভাবতী, আন্নাকালী, পরীরাণী, আশালতা, লতিকা, তারা, দুর্গা, ইরা, মীনা, নন্দরাণী, রাণীবালা, হাসি, লীলাবতী, সুশীলাবালা।

বাংলার বোমা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অশনির কলিকাতার বাটী

অশনি ও তড়িতা

তড়িতা। তা হ'লে খবর ঠিক ?

অশনি। হ্যাঁ খবর ঠিক—শঙ্কর প্রসাদের উপরই স্পেশাল ডিউটী পড়েছে !

তড়িতা। স্পেশাল ডিউটী মানে ?

অশনি। হেঃ হেঃ হেঃ—স্পেশাল ডিউটী মানে—অগ্নিচক্রের প্রধান পাণ্ডা বাংলার ত্রাস এই অশনিকে ধরবার ভার।

তড়িতা। তুমি হাসছ ?

অশনি। হাসব না? এর চেয়ে হাসবার ব্যাপার আর কি হ'তে পারে বল ত? বাড়ীর গায়ে বাড়ী—যাতায়াত মেলামেশা—বন্ধুত্ব—তারি মাঝে একজন ডাকাত—একজন ডিটেক্‌টিভ—একজন শিকার—আর একজন শিকারী!

তড়িতা। শিকার বায়েল হয় কি শিকারী ঘায়েল হয় দেখা যাবে। শিকার যে—সেও ত খরগোস জাতীয় জীব নয়।—দাঁতে নখে ধার আছে তার!

অশনি। এইটুকু বুদ্ধি নিয়ে এরা পুলিশের চাকরী করে—দেশে শান্তিরক্ষার মালিক বলে অহঙ্কার করে! আমি জানি সে ডিটেক্‌টিভ—অথচ সে জানে না যে আমি কি! যদি আজই তাকে সাবড়ে দি?

তড়িতা। দলে অসংখ্য লোক রয়েছে—যে কোন একজনকে ইসারা করে দেবার ওয়াস্তা!

অশনি। তবে সে ইসারা করব না! কারণ—শঙ্করপ্রসাদ আমার খপ্পরে। তাকে সরিয়ে দিলে তার জায়গায় যে স্পেশাল ডিউটি পাবে—তাকে খপ্পরে পোরা সোজা না হতে পারে!

তড়িতা। শঙ্করপ্রসাদ খপ্পরে কিসে? নীলার দরুণ?

অশনি। তুমি যে গম্ভীর হয়ে উঠলে হঠাৎ? হিংসে হল নাকি?

তড়িতা। একটু!

অশনি। ভুল! বরং গর্ব্ব হওয়া উচিত। এই মনে করে গর্ব্ব যে—সমস্ত তরুণীর মনোচোরা যে কলির নটবর অশনিকুমার—সে তোমার দাস।

তড়িতা। বয়েস ত কম হল না—এখন আর ও সব কেন?

অশনি। বয়েস বেশী নয়—সবে চল্লিশ! কিন্তু রূপ আছে—যৌবনও নেই বলে ধরা যায় না।

তড়িতা। তুমি নিত্যি নতুন প্রেয়সী নিয়ে বৃন্দাবন লীলা করবে—এ আমি সহ্য করব ভেবেছ? নীলাকে তোমার ছাড়তে হবে।

অশনি। হাঃ হাঃ হাঃ—লীলায় দোষ নেই তড়িতা। নীলার ব্যাপারটা শুধুই লীলা—আর কিছু নয়। যে মাঠেই চরি—তোমার গোষ্ঠে ফিরে আসবই! ভয় নেই!

তড়িতা। ভয় নয়—সন্দেহ। তোমাকে ত চিনি! নারী সম্বন্ধে তোমার উদারতা—

অশনি। আর কখনও দেখেছ নাকি?

তড়িতা। এরি মধ্যে ভুলে গেলে! জলজ্যান্ত সাক্ষী আমিই ত একটা বর্ত্তমান রয়েছি।

অশনি। ওঃ—তুমি? তুমি আর সে? তোমাকে না পেলে ত আমার চলত না! এত বড় দলটাকে বেঁধে রেখেছ ত ধরতে গেলে তুমিই! মধুচক্রের মক্ষীরাণী আর কি! রাণী না থাকলে চক্র অচল। নকুল সহদেব বৈমাত্রেয় ভাই হয়েও সারা জীবনটা যে যুধিষ্ঠিরের বশ হয়ে রইল—সে ত দ্রৌপদীরই মোহে! হাঃ হাঃ হাঃ—

তড়িতা। আবার?

অশনি। তুমি চট্‌ছ যে! বেশ বলব না।

তড়িতা। দরকার মত শাস্ত্রের অনুকূল অর্থ আবিষ্কারের ক্ষমতা তোমার আছে—তা আমি জানি—

অশনি। দলে এতগুলো হিন্দুর ছেলে, শাস্ত্র না জানলে তাদের ভক্তির উদ্রেক করব কি করে?

তড়িতা। হুঁ—কিন্তু একটু বেচাল হলে তুমিই দল ভাঙ্গবে—সেটা ভুলে যেওনা।

অশনি। বেচাল কোথায় দেখ্‌লে?

তড়িতা। নীল।—

অশনি। হুঁ—হিংসে! ঐ তোমাদের মেয়ে জাতের দোষ। যে পোষাকেই থাক না কেন—তোমরা যে মেয়ে তা কিছুতেই ভুলতে পার না। আছ বেশ—কিন্তু অপর স্ত্রীলোকের গন্ধ সইতে পার না।

তড়িতা। নীলাকে নিয়ে কি কর্ত্তে চাও তুমি?

অশনি। আমি? আমি করতে চাই দলের কাজ।

তড়িতা। আর সে করতে চায়—

অশনি। আমার কাজ। ধরেছ ঠিক—তোমারও যা হয়েছিল এরও তাই আর কি—ফুলশর!

তড়িতা। হুঁ—গন্ধর্ব্ব মতেই তো?

অশনি। ঐটেই একটু গোল হয়েছে! সে করতে চায় বিয়ে—নিতান্তই!

তড়িতা। অন্যায় আবদার!

অশনি। বল কেন? তোমার মত বুদ্ধি বিবেচনা যদি সব মেয়ের থাকত—দুনিয়া হত স্বর্গ! এক একটা এতটুকু মেয়ে যা দিক্‌ করে তোলে—কহতব্য নয়।

তড়িতা। শুধু দিক্ করা! প্যাঁজ পয়জার দুইই হয়ে যায় এক এক সময়!

অশনি। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) প্যাঁজ এবং পয়জার? মনে ত পড়ে না!

তড়িতা। মনে পড়বে না তা জানি—(গুণ গুণ করিয়া সুরে) 'মালতী বেঢ়ল তমাল তরু—'

অশনি। ওঃ—মামার বাড়ীর সেই আদিম কথা! এতও মনে করে রাখতে পার তুমি!

তড়িতা। (গান)　মালতী বেঢ়ল তমাল তরু—
　　পেট তার নাদা পানা গলাটা সরু।

অশনি। হাঃ হাঃ হাঃ—তারু শালার জ্যান্ত ছবি! সত্যি—অমন পদ্মফুল একটা গোবর গাদায় পড়ে নষ্ট হ'ল! "পেট তার নাদা পানা গলাটা সরু!" শুদ্ধু শোনা কথার উপর এমন বর্ণনা—তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল তড়িতা।

তড়িতা। তোমার সঙ্গে না ভিড়লে হয় ত হতাম!

অশনি। আমিই তাহলে বাংলা দেশকে একজন মডার্ণ সাফো থেকে বঞ্চিত করেছি বল!

তড়িতা। বাংলা দেশ চুলোয় যাক—আমায় যদি এমন করে বঞ্চিত তুমি না করতে—

অশনি। অ্যাঁ—

তড়িতা। ঘর সংসার—মেয়ে মানুষ যা কিছু চায়—যা কিছু ভালবাসে, সব থেকে সব দিক দিয়ে যদি আমায় বঞ্চিত না করতে—

অশনি। এ কি শ্মশান বৈরাগ্য নাকি? বুঝেছি—নীলা! ছিঃ তড়িতা—

তড়িতা। তুমি শয়তান—প্রতারক—লম্পট! উঃ—আমি তোমায় ঘৃণা করি—ঘৃণা করি!

অশনি। ঘৃণা—একেবারে ঘৃণা! তা ঘৃণা আমায় করতে পার তুমি হয়ত—কিন্তু ঘৃণা যদি থাকে ছয় আনা—বাকী দশ আনা আছে ভালবাসা!

তড়িতা। ভালবাসা—তোমায় ভাল বাসতাম বটে একদিন—

অশনি। যেদিন আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এসেছিলে!

তড়িতা। যেদিন তুমি তোমার দেশপ্রেমের আদর্শ নিয়ে আমার চোখে দেবতার মত ফুটে উঠেছিলে—

অশনি। আর আজ আমি—

তড়িতা। পতিত—আদর্শচ্যুত—শয়তান! দেশের শত্রু—সমাজের শত্রু—বাংলার বিভীষিকা!

অশনি। সে আমার দোষ নয় তড়িতা! নিয়তি! পুলিশ যদি অমন ভাবে পেছু লেগে—

তড়িতা। পুলিশ তোমাদের আড্ডাই ভেঙ্গেছিল—ডাকাতের দল গড়তে বলেনি!

অশনি। নিয়তি! আত্মরক্ষা! আত্মরক্ষার জন্য কোন কিছুতেই দোষ সেই তড়িতা! গীতায় আছে—

তড়িতা। থা'ক—আর গীতা দেখিয়ো না! আত্মরক্ষা? একে বল তুমি আত্মরক্ষা? দেশের শত্রুতা করে,সমাজের শত্রুতা করে, দেশ হিতৈষণার কতকগুলি ভুয়ো বুলি আউড়ে কতকগুলি

দেশপ্রাণ অল্পবুদ্ধি বালককে তোমার কূটবুদ্ধির জালে ফেলে, তাদের নিয়ে ডাকাতের দল গড়েছ—তাদেরই দিয়ে খুন ডাকাতির—নৃশংসতার চরম করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছ—এ যদি আত্মরক্ষা—তবে আত্মধ্বংস কি ? এর চেয়ে তুমি সত্যই আত্মহত্যা করলে না কেন ? পুলিশে ধরা দিলে না কেন ? অথবা কৃত কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করে পুনরায় বিপ্লবী দলে নাম লেখালে না কেন ?

অশনি। বিপ্লবীদের দলে ফিরে যাওয়া যে এখন আমাদের অসম্ভব—তা তুমিও জান আমিও জানি ! বিপ্লবীরা—আমাদের কর্ম্ম পদ্ধতিকে সুচক্ষে দেখে না। তাদের বিচারে আমাদের হবে কোর্ট মার্শ্যাল !

তড়িতা। ওঃ—তুমি—কি ভাবে আমায় নরকের মধ্যে নামিয়েছ তুমি !

অশনি। অনুতাপ হচ্ছে নাকি ?

তড়িতা। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল—এ শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেল—

অশনি। পারবে ? ভয় পাবে না ?

তড়িতা। না—না—আমি মরতেও ভয় পাই না।

অশনি। যদি আমার সঙ্গে মরতে পার—কেমন ?

তড়িতা। ওঃ—

অশনি। বড্ড সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছ তড়িতা ! শৃঙ্খল এখনি ভাঙ্গবার প্রয়োজন কি ? সে তো আছেই হাতে—যখন ইচ্ছা ভাঙ্গা যাবে। তার চেয়ে খেলতে এসেছি—

দিন কতক খেলে নিই! কে বলতে পারে জীবনের গতি কোন পথে?

তড়িতা। তোমার ফিলজপি তোমারই থাক্—

অশনি। আমার ফিলজপি তোমারও।

তড়িতা। না।

অশনি। না ত এই নরক কুণ্ডে তুমি এখনও পড়ে আছ কেন তড়িতা?

তড়িতা। কেন—তাই সব সময়ে বুঝে উঠতে পারি না!

অশনি। খুব সোজা কথা—তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের বুঝতে এতটুকু দেরী হওয়া উচিত নয়!

তড়িতা। অর্থাৎ—

অশনি। অর্থাৎ—তুমি আমায় ভালবাস!

তড়িতা। এখনো?

অশনি। হ্যাঁ! ভীষণ ভাবে! বলছিলে না তুমি আমায় ভাল বেসেছিলে একদিন—আমার আদর্শের জন্য? ভুল! স্ত্রী-লোকের ভালবাসা আদর্শের তোয়াক্কা রাখে না—সে তার প্রেমাস্পদকে ভালবাসবেই চিরদিন—আদর্শ থা'ক বা না থাক্!

তড়িতা। তোমায় ভালবাসব—চিরদিন?

অশনি। হ্যাঁ—একদিন যেমন বেসেছিলে—তেমনি ভাল বাসবে চিরদিন—

তড়িতা। তুমি যদি নীলাকে বিয়ে কর—তবুও?

অশনি। তবুও!

তড়িতা। একটু বেশী আশা করছ !

অশনি। মোটেই নয়। নীলাকে চোখের উপর আদর করতে দেখলে রেগে হয়ত আমায় খুনও কর্ত্তে পার তুমি—কিন্তু খুন করবার মুহূর্ত্তেও আমায় তুমি ভাল বাসবে !

তড়িতা। মেলোড্রামা হয়ে যাচ্ছে !

অশনি। তড়িতা ! (হাত ধরিল)

তড়িতা। চমৎকার অভিনয় ! (গলা কাঁপিল)

অশনি। লেখাপড়া যথেষ্টই শিখেছিলে—টুইন সোল কাকে বলে—নিশ্চয়ই ভোল নি !

তড়িতা। আমি যাই—

অশনি। নীলা কে ? A passing breeze ! তুমি আমার—আমি তোমার—চিরদিন !

তড়িতা। যদি—না—তুমি ঠিকই বলেছ ! আমি তোমায় এখনো ভাল বাসি—ভাল বাসব চিরদিন—না বেসে গতি নেই !

(দ্রুত প্রস্থান)

(অশনি তড়িতার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার মুখে জয় গৌরবের হাসি ফুটিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শঙ্কর প্রসাদের গৃহোদ্যান—সম্মুখস্থ রাজপথ

(রাজপথে অন্ধ ভিখারীর ছদ্মবেশে করালীর প্রবেশ)

করালী। অন্ধকে দয়া করে একটা পয়সা দাও বাবা! অন্ধকে দয়া করে একটা পয়সা দাও বাবা!

(রাজপথে একদল ভদ্র নরনারীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

ভিক্ষা কে দিবি আয়!
ভাইবোন মরে নগরে নগরে—হাহাকার উঠে উভরায়!
প্রলয় ডমরু বাজে বাংলায়—অশনি গরজে ঝঞ্ঝাবায়—
বন্যার জলে সর্ব্বহারার হতাশ অশ্রু মিশিয়া যায়!
নগ্ন দেহের বস্ত্র কে দিবি—ক্ষুধার অন্ন কে দিবি আয়!

(গৃহোদ্যানে শঙ্করপ্রসাদ ও নীলার প্রবেশ—শঙ্করপ্রসাদের পরিধানে সরকারী পোষাক)

নীলা। শুনছ বাবা—এরা বন্যা রিলিফের জন্য ভিক্ষা চাইছেন!

শঙ্কর। আপনারা সাহায্য পেলে কোথায় নিয়ে জমা দেবেন?

১জন মহিলা। আচার্য্য রায়ের ভাণ্ডারে—

নীলা। কি দেব বাবা?

শঙ্কর। তোমার যা খুসী মা!

নীলা। আমার হাতে ত বেশী কিছু নেই বাবা—

শঙ্কর। যা আছে দাও!

নীলা। তুমি দেবে না?

শঙ্কর। আমার যা দেবার—তা ত আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি মা! দু'বার করে দেবার মত বড় মানুষ ত তোমার বাবা নয়!

নীলা। আমার কাছে আছে মোটে গোটা পাঁচেক টাকা।

শঙ্কর। যা আছে দাও।

নীলা। যা আছে দেব? আমার গায়ের এই গয়না গুলো—

শঙ্কর। ইচ্ছে হয় দাও।

নীলা। তবে আর কি! এই নিন, আপনারা এই গয়না কখানা ধরুন—(প্রসারিত বস্ত্রখণ্ডের উপর গয়নাগুলি খুলিয়া দিল) আর—একটু দাঁড়ান—আমার টাকা পাঁচটা আপনাদের এনে দিই! (ছুটিয়া ভিতরে গেল)

শঙ্কর। -আপনাদের পার্টির নেতা বা নেত্রী কে? সেইটে শুধু আমার জানবার আছে।

১জন মহিলা। নেত্রী আমি—এই আমার কার্ড— (কার্ড প্রদান)

১জন যুবক। পুলিশের অফিসার - সর্ব্বদা সতর্ক! (সকলের হাস্য)

শঙ্কর। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই মহৎ—তবে দুনিয়ায় অসতের অভাব নেই তা অবশ্য আপনারা স্বীকার করবেন! মেয়ের দান করবার ইচ্ছাকে উৎসাহ দেব বই কি—কিন্তু দানের উদ্দেশ্য সার্থক হয়—সেটাও দেখা আমার কর্ত্তব্য। আমি

একটিবার শুধু খবর নেব জিনিষগুলি ঠিকমত আচার্য্য-দেবের ভাণ্ডারে পৌছায় কিনা !

১জন মহিলা। (হাসিয়া) তা নেবেন—আমাদের আপত্তি নেই !

(নীলা ফিরিয়া আসিয়া পাঁচটি টাকা বস্ত্র খণ্ডের উপর দিল)

নীলা। আপনারা আস্‌ছে মাসে আবার যদি আসেন—আমি বাবার কাছে হাত খরচা যা পাব—তা দিয়ে দেব !

মহিলা। তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে দিদি !

(সকলে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

করালী। অন্ধকে দয়া করে একটি পয়সা দাও বাবা !

শঙ্কর। আহা বেচারী—এই নাও – (একটি আধুলি দিলেন) চেঁচিয়ে গলাটা ভেঙ্গে ফেলেছ—আজ আর চেঁচিও না ! যা দিলাম—আজকের মত তোমার চলে যাবে।

করালী। রাজা বাবা—ভগবান তোমার ভাল করুন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক !

শঙ্কর। নীলা—তুমি ভেতরে যাও—আমি ঘুরে আসি—

নীলা। চট্ করে এস কিন্তু বাবা—

(নীলার ভিতরে ও শঙ্করের বাহিরে প্রস্থান)

করালী। অন্ধকে দয়া করে একটি পয়সা দাও বাবা—

(অশনির প্রবেশ)

অশনি। এই যে এই নাও ! ঐ যাঃ—খুচরো পয়সা তো নেই—দোয়ানীর পয়সা হবে বাবা ?

করালী। হবে বাবা! (পয়সা বাহির করিতে করিতে নিম্নস্বরে) অনেকগুলো টাকার গয়না বন্যা রিলিফওয়ালারা নিয়ে গেল অশনি দা!

অশনি। (নিম্নস্বরে) এঃ হেঃ হেঃ—নীলার গয়নাগুলো বুঝি? এঃ হেঃ হেঃ—সেগুলো কোথায় আমার কাজে লাগবে ভেবেছিলাম! এঃ হেঃ হেঃ—

করালী। তোমার আর জাল গুটিয়ে তুলতে কত দেরী বল দেখি? এ চীৎকার ত আর রোজ রোজ বরদাস্ত হয় না—শঙ্কর প্রসাদ পুলিশ মানুষ—সে পর্য্যন্ত বলে গেল—অত চেঁচিও না বাবা! গলাটা ভেঙ্গে গেছে।

অশনি। আর দেরী নেই—এই দু' একদিনের ভেতরই। শঙ্করপ্রসাদ বেরিয়েছে?

করালী। এই তো সে যাচ্ছে কেবল! একটা আধুলি দিয়ে গেল আমায়!

অশনি। হেঃ—হেঃ—হেঃ—আদ্ধেক বখরা আমার কিন্তু! কেমন ফন্দী বাৎলে দিয়েছি! (উচ্চস্বরে) আরে তোমার যে আটটা পয়সা গুনতে বছর ঘুরে গেল!

করালী। কাণা মানুষ বাবা—চোখে ত দেখিনে—এই নাও! দোয়ানী?

অশনি। আরে এ যে মোটে ছয় পয়সা!

করালী। তাই নাকি? দেখি আর একটা পয়সা—তাইত—(কাপড়ের ভেতর খুঁজিবার ভাণ) (নিম্নস্বরে) আমি কিন্তু এইবার পালাব অশনি দা—

অশনি। (নিম্নস্বরে) আরে না না—বরং ও ধারের ঐ কলতলাটার কাছে গিয়ে চুপ চাপ শুয়ে ঘুমো! কেবল শঙ্করা ব্যাটাকে আসতে দেখলেই একটিবার চেঁচিয়ে উঠবি "অন্ধকে একটি পয়সা দাও" ব'লে! শালা শঙ্করা সর্ব্বক্ষণ মেয়েটিকে আগলেই থাকতে চায় যেন!

করালী। মেয়েটির চেহারা বেশ কিন্তু অশনি দা! আমাদের বরাত ভাল!

অশনি। চোপরাও—ঐ কলতলায় গিয়ে চোখ চেয়ে চেয়ে ঘুমো।

করালী। (উচ্চস্বরে) আর পয়সা নেই বাবু! অন্ধ মানুষকে দুটো পয়সাই খয়রাত ধরে নাও না বাবা!

অশনি। এঃ—বড্ড ঠকালে ত! ভিখিরীদের মত জোচ্চোর ভুভারতে আর আছে? পয়সা ত দিলেই না—ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখলে দু' ঘণ্টা!

(বাগানে প্রবেশ)

করালী। অন্ধকে একটি পয়সা দাও বাবা! (রাস্তা দিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শঙ্কর প্রসাদের বাটী—সুধাকরের মহল

সুধাকর ও চপলা

সুধা। ওগো—শুনছ ?

চপলা। কি ?

সুধা। ক্রিমিনালদের একটা লক্ষণ হচ্ছে—

চপলা। এই দিন রাত্তির "ওগো শুনছ—ওগো শুনছ" বলে জ্বালাতন করা !

সুধা। জ্বালাতন ?

চপলা। নয় ? একে ওই ক্রিমিনলজী—ক্রিমিনলজী — ক'রে তো অতিষ্ঠ করে তুলেছ ! তার ওপর আবার কোথেকে এক জেলফেরৎ আসামীকে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ—কিনা —ক্রিমিনলজীর লক্ষণ অনুসারে ও মোটেই দোষী নয়—সাধু ! গবর্ণমেণ্ট ওকে ভুল করে জেল দিয়েছিল ! গবর্ণমেণ্ট ভুল করুক না করুক—তোমার খেয়ালের ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত ! সর্ব্বদা সশঙ্কিত হয়ে আছি—কখন তোমার বাছাধন নকুড়চন্দ্র আমাদের গলায় ছুরি মেরে সর্ব্বস্ব নিয়ে পালান !

সুধা। এ তোমার অন্যায় কিন্তু –

চপলা। অন্যায় আমার না তোমার? ফের যদি তুমি—

(কোমরে কাপড় জড়াইল)

সুধা। (পিছাইয়া) এই! এই! তুমি ওরকম ক'রে গাছ কোমর বেঁধো না! ওতে কী হয় জানো? তোমার চেহারায় এমন একটা হিংস্র বেপরোয়া ভাব ফুটে ওঠে—যা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর একটী প্রসিদ্ধ নারী ক্রিমিন্যালের নিজস্ব বিশেষত্ব! তাকে শেষকালে গিলোটিন করা হয়!

চপলা। আমি ত একটা জ্যান্ত গিলোটিনের খপ্পরে দিনরাতই পড়ে আছি। ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন দুর্গতিটা আমার না হচ্ছে শুনি?

সুধা। দেখেছ—দেখেছ? জিভ জোরে নড়বার সময় ওই যে ভ্রূ কুঁচকে ওঠা, আর দু' গালে দুটো লাল ছোপের উৎপত্তি—ওটা হচ্ছে তাদেরই অকাট্য বিশেষত্ব—যারা ক্রিমিন্যালিটির সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। তোমার হাতে যদি একদিন আমায় খুন হতে হয়—তাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হবার কারণ নেই!

চপলা। তা নেই! কারণ তোমার মত ক্রিমিনলজিষ্টের হাতে পড়লে যে কোন মেয়েরই মাথায় খুন চেপে যাওয়া সম্ভব।

সুধা। তুমি স্বীকার করছ তা হলে—

চপলা। আমার হাড় কালি হয়ে গেল। আমি চোখ মেলে চাইলে তুমি আমার চাউনীতে দেখো ক্রিমিন্যালিটী—চোখ বুজে থাকলে ভাবো—

সুধা। বিশেষ কিছুই ভাবি না—কেবল কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম যে যারা ঘুমোয় না অথচ চোখ বুজে থাকে—তারা অতিরিক্ত চিন্তাশীল—আর অতিরিক্ত চিন্তাশীল লোক যদি তপস্বী না হয়—তাহলে হয় ক্রিমিন্যাল।

চপলা। অর্থাৎ—আমি তপস্বী ত নই যখন—তখন—

সুধা। ক্রিমিন্যাল!

চপলা। (তাড়া করিল) ফের!

সুধা। ওরে বাপরে— (পলায়ন)

চপলা। হাঃ হাঃ—

(নকুড়ের প্রবেশ)

নকুড়। হেই মা ঠাক্‌রাণ!

চপলা। কে রে—কে রে—তুই আবার এখানে কেন?

নকুড়। হুই—মা ঠাকরাণ—

চপলা। মুখপোড়ার রকম দেখ! কী চা'স্ এখানে?

নকুড়। বাবু মোশা কোই গেলান?

চপলা। জানিনে—তুই এখানে কেন? এটা অন্দর মহল—তুই কখনো এখানে আসবি না। বুঝলি?

নকুড়। বোঝলান মা ঠাক্‌রাণ! এ্যাও জ্যালখানারই নাহান দ্যাখলান · এক নম্বর থনে দুই নম্বরে যাবান না—তিন নম্বর থনে চা'র নম্বরে আসবান না!—অ্যাতো ভালো ভালো চীজ চাইরো ধারে ছড়াইছ ক্যান্ মা ঠাক্‌রাণ—হুই ঘড়িডা—হুই শালডা—চুরি গ্যালে শ্যাষে কইবান—হুই নকুড়চন্দ্র

জ্যাল ফেরৎ—হুই চুরি করলান! বাবু মোশার ক্যাতাবে কিস্তন কোইলান যে নকুড়চন্দ্র চোর লন!

চপলা। হঁ্যা হঁ্যা—জানি—জানি—কেতাবে ক্রিমিন্যালদের যে যে লক্ষণ পাওয়া যায়—তোর ভেতর না কি তা নেই—কাজেই তুই সাধু! তোকে জেল দেওয়া হয়েছিল যে—সেটা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভুল! তুই এখন যা বাপু—তোর বাবুমোশা হয়ত আবার জেলের ফটকে গেছে—তোর মত আরও কোন সাধু পুরুষকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে!

নকুড়। আবার সাধু পুরুষ আন্‌বান্! যে কয়ডা জিনিষ এ বাড়ী দেখলান তা ত একা নকুড় চন্দ্রেরি কুলাইবান না—আবার দোসরা সাধু পুরুষ আন্‌বান্ ফিসের লাইগ্যা?

(প্রস্থান)

চপলা। উঃ—পুরুষ মানুষটার কি অসাধারণ বুদ্ধি—ঘরের স্ত্রীর মাঝে ক্রিমিনালিটির চিহ্ন পদে পদে দেখতে পান—আর দাগী কয়েদীদের ভেতর মোটেই তা খুঁজে পান না! হায় আমার বরাত! নকুড়কে কাল এনে বাড়ীতে ঢুকিয়েছে অবধি এক মিনিটের আমি সোয়াস্তি পাই নি! নকুড় চন্দ্র সাংঘাতিক কিছু যে করবে শাগ্‌গীর—এ আমি তামা তুলসী হাতে করে বলতে পারি!

(ক্যামেরা লইয়া সুধাকরের প্রবেশ—ক্যামেরা ফিট করিল)

চপলা। ও কি—কার ফটো তুলবে?

সুধা। নকুড়ের তুলেছি—এইবার তোমার একটা।

চপলা। নকুড়ের তুলেছ—এইবার আমার একটা—চাকরের হয়েছে—এইবার চাকরাণীর একটা! শুনলে কথার ছিরি?

সুধা। কথার অর্থ না বুঝে গোলযোগ কর কেন? নকুড়কে দেশের পুলিশ ক্রিমিন্যাল নাম দিয়েছে—অথচ তার ভেতর আমি ক্রিমিন্যালের কোন লক্ষণ খুঁজে পাইনে!

চপলা। আর দেশের পুলিশ আমায় ক্রিমিন্যাল নাম দেয়নি—অথচ তুমি আমার ভেতর—

সুধা। হাঁ—সেইজন্যই দু'জনের দু'খানা ফটো নিয়ে আমি আমেরিকায় পাঠাচ্ছি—যাতে করে—

চপলা। ওরে আমার ফটোরে! ক্যামেরা গুঁড়িয়ে ফেলব না?

(ছুটিয়া আসিল)

সুধা। Grand expose! এইরকম হিংস্র ভাবে ছুটে আসা—Thank you for the pose!—এই! এই! সত্যিই ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলবে যে! Dont deprive Science of the opportunity for an extraordinary experiment!

চতুর্থ দৃশ্য

শঙ্করপ্রসাদের গৃহোদ্যান

(নীলা বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছিল)

(গীত)

বাজে বাঁশী কোন্ কাননে !
কেঁপে কেঁপে উঠি কেন—কেন সই—এমন পুলক শিহরণে !
ওরে তোরা কেউ বলে আয় তারে যমুনা কূলের ফুলবনে—
জাতি কুল গেল—উদাসিনী ভেল বিবশা গোপিনী আনমনে !
বাঁশী বাজে তবু ক্ষণে ক্ষণে—
কি করি কি করি বল সখী বল আজি এ সাঁঝের লগনে !

(অশনির প্রবেশ)

অশনি। নীলা !—

নীলা। ও—আপনি ?—বাবা কিন্তু বাড়ীতে নেই !

অশনি। (হাসিয়া) চলে যাব ?

নীলা। না—যাবেন কেন ?

অশনি। যদি বা না যেতাম—তুমি আবার আমায় আপনি বলছ বলে যাব !

নীলা। সে ত বলেছি !

অশনি। কি বলেছ নীলা ?

নীলা। বাঃ—এত ভুল!

অশনি। তোমায় দেখলে যে সবই ভুল হয়ে যায় নীলা !

নীলা। তবে ত না দেখাই ভাল !

অশনি। না দেখাই ভাল নীলা ? বলতে বা'ধল না ?

নীলা। ব'সবেন না ?

অশনি। এই যে—(উপবেশন) কিন্তু কথা চাপা পড়ে গেল যে ! কি কথা বলেছিলে তুমি আমায় ?

নীলা। ঐ যে—সেই ! থা'ক না সে কথা !

অশনি। বলবে না ? (হাত ধরিল)

নীলা। ঐ যে—সেই 'আপনি' না বলার কথা—আমি বলেছিলাম—

অশনি। কি ?

নীলা। আপনার সব মনে আছে—দুষ্টুমি কেবল !

অশনি। না—না—সত্যি সত্যি আমার কিছু মনে নেই—বল না—বল-না !

নীলা। আমি বলেছিলাম—ও "আপনি" আমি বলবই—যতদিন না—

অশনি। যতদিন না—

নীলা। যতদিন না—(হাসিয়া) এই আপনার মাথার চুলগুলি ছোট করে ছেঁটে ফেলেন।

অশনি। অ্যাঁ—তাই নাকি ? দাও ত—দাও ত এক জোড়া কাঁচি—এখুনি নিজের হাতেই—(লাফাইয়া উঠিল)

নীলা। না—না—না—না! আমি তা বলিনি। অমন সুন্দর চুল ছাঁটে?

অশনি। তুমি বললে—চুল ছাঁটলেই—

নীলা। মিছে কথা আমি তা বলিনি!

অশনি। মিছে কথা? তুমি মিছে কথা বল? অ্যাঁ—প্রথম ভাগে পড়নি—মিথ্যে কথা বলার মত পাপ আর নেই!

নীলা। বলিলে কি হয়?

অশনি। বলিলে সাজা পাইতে হয়! দোব সাজা?

(নীলার মুখ দুই হাতে উঁচু করিয়া ধরিল)

নীলা। ছিঃ—ও কি ও? (সরিয়া গেল)

অশনি। (গাঢ়স্বরে) নীলা!

নীলা। কি?

অশনি। নীলা!

নীলা। পাগলামী হচ্ছে?

অশনি। আমি ভুলিনি নীলা! তুমি বলেছিলে—যে দিন বিয়ে হবে—সেইদিন আমায় 'তুমি' বলবে।

নীলা। (সলজ্জভাবে) তবে নাকি সব ভুল হয়ে যায়?

অশনি। সে কথা কি ভোলবার?

নীলা। তবে আর আমায় পীড়ন করা কেন? বাবার সঙ্গে বোঝা পড়া করলেই হয়!

অশনি। কেমন যে ভয় করছে নীলা!

নীলা। ভয়?

অশনি। যদি—যদি—

নীলা। 　যদি তিনি অমত করেন ?

অশনি। 　সত্যিই যদি করেন ?

নীলা। 　কেন করবেন ?

অশনি। 　আমি কি তোমার যোগ্য ?

নীলা। 　কথাটা উল্টে বললেই ঠিক হ'ত না ?

অশনি। 　না নীলা—আমায় ভালবাস বলে ও রকম ভাবছ! নইলে আমার আছে কি ?

নীলা। 　কি থাকা দরকার ?

অশনি। 　মেয়ের বাবা অনেক কিছুই দরকার মনে করে। বর বিদ্যেয় হবে আশু মুখুজ্যে—পয়সায় হবে হৃষিকেশ লা'—পদগৌরবে হবে লর্ড সিংহ —

নীলা। 　হিঃ হিঃ হিঃ—

অশনি। 　হাসছ ?

নীলা। 　বাবা অতটা চাইবেন না—

অশনি। 　যদিই চান ?

নীলা। 　আমি বলব !

অশনি। 　বলবে ? বলতে পারবে ত ?

নীলা। 　কেন পারব না ?

অশনি। 　লজ্জা করবে না ?

নীলা। 　লজ্জা ? তা করবে! কিন্তু তা বলে ত আর—

অশনি। 　বুঝেছি! কিন্তু বললেও যদি তিনি না শোনেন—ও কি! মুখখানা কালো হয়ে গেল নীলা ?

নীলা। 　বাবা কি নিষ্ঠুর হবেন ?

অশনি। হতেও পারেন নীলা! বাপ চায় মেয়েকে সুপাত্রে দান কর্ত্তে। আমায় যদি তিনি সুপাত্র মনে না করেন—তবে নিষ্ঠুরই তিনি হবেন নীলা! ভাববেন তোমার ভালর জন্যেই তোমার উপর তাঁর নিষ্ঠুর হওয়া দরকার।

নীলা। তবে—তবে—

অশনি। তখন তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন—যাতে তোমায় আমায় আর দেখা না হয়।

(নীলা দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

অশনি। তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর আমার কি গতি থাকবে নীলা?

নীলা। না—না—

অশনি। লাঠি হাতে পেলে দশটা গুণ্ডাকে একা হটিয়ে দিতে পারি—কিন্তু বাপের কোল থেকে মেয়েকে ত ছিনিয়ে নিতে পারি না।

নীলা। আমায় কি করতে বল তুমি?

অশনি। এস—আমরা গোপনে বিয়েটা সেরে ফেলি! তারপর—তোমার বাবা বুদ্ধিমান লোক—রাগ যদিও বা একটু হয়ই প্রথমটায়—তোমায় ত আর ফেলে দিতে পারবেন না!

নীলা। তা কি আর পারেন?

অশনি। তবে তাই কর নীলা!

নীলা। বড় অন্যায় হয় যে!

অশনি। কিন্তু আমার আত্মহত্যা করবার ভয় থাকে না!

নীলা। দুটো দিন একটু ভাবি—

অশনি। ভাববে ?--তা ভাব ! আমি জোর করব কেন নীলা ?

নীলা। জোর কি নেই ?

অশনি। কই আর আছে ? থাকলে কি আর 'আপনি'র জায়গায় 'তুমি' বলাতে কষ্ট পেতে হয় ?

নীলা। সে হবে'খন ?

অশনি। হবে নয়—হয়েছে—

নীলা। সে কি ?

অশনি। এই ব'ললে না একটু আগে ?

নীলা। কখ্খনো না !

অশনি। আবার মিছে কথা ? বললে না—'আমায় কি কর্ত্তে বল তুমি ?'

নীলা। সত্যি ? (জিভ কাটিয়া) সর্ব্বনাশ !

অশনি। সর্ব্বনাশ কিসে নীলা ? তোমার কথাই ত রয়ে গেল ! বিয়ে ত হয়ে গেছে ! মনের বিয়েই বিয়ে, ছুটো মন্তর পড়া বাকী বই ত নয় !

নীলা। আমি চা নিয়ে আসি—আপনি বস্থন। (প্রস্থান)

করালী। (নেপথ্যে) অন্ধকে দয়া করে একটি পয়সা দাও বাবা।

অশনি। অ্যাঁ—শঙ্করা শালা নাকি ? (অন্তরালে প্রস্থান)

(শঙ্করপ্রসাদ ও সমরনাথের প্রবেশ)

সমর। বল কি শঙ্কর দা—অশনি ?

শঙ্কর। প্রমাণ যা পেয়েছি—তাতে আর সন্দেহ থাকে কি ? বুঝে দেখ।

সমর। আমি যে ভাবতে পারছি না শঙ্কর দা!

শঙ্কর। আর ভাববে কি? গত পাঁচ বছর ধরে বাংলার বুকের উপর স্বদেশী ডাকাতির যে ঢেউ উঠেছে—দেশের কাজের নামে দেশদ্রোহিতা, কল্যাণের নামে নৃশংসতা, সমাজ সেবার নামে নৃশংস পীড়ন,—সে সমস্তর মূল—অগ্নিচক্রের পাণ্ডা ঐ অশনি—উঃ! আমরা এতদিন কি ঘুরপথেই না চলছিলাম! জান সমর—মূল বিপ্লবীদলের সঙ্গে এ সব ডাকাতির সম্পর্ক বড়ই অল্প—এ সবের অধিকাংশেরই মূল ঐ অগ্নিচক্র আর ঐ অশনি!

সমর। অমন ভদ্রলোক—অমায়িক—তাক্ মেরে গেছি! সত্যই অশনি?

শঙ্কর। নামেও অশনি—কাজেও তাই। পোড়াতেই এসেছে, যেখানেই যাবে সেখানেই আগুণ ধরাবে, আগুণ তার সর্ব্বাঙ্গে, আবার—অহঙ্কার দেখ—নিজের নাম রেখেছে বাংলার বোমা!

সমর। এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এতদিন—

শঙ্কর। সেইটাই ওর বাহাদুরী। সব চেয়ে গেরো—মেয়েটা বোধ হয় তাকে—

সমর। অ্যাঁ—সর্ব্বনাশ!

শঙ্কর। আমি যতই অশনিকে দূরে রাখতে চেষ্টা করি—সে ততই ঘনিয়ে আসে—ঠেকাই কি করে বল! নিজে থাকি সর্ব্বক্ষণ বাইরে—ঘরে মেয়ের মা নেই!

সমর। তা- ত বটেই—

শঙ্কর। শেষে ভাবছিলামও—থাকগে—মেয়ের মন যদি পড়েই থাকে—বিয়েই দি না হয়। লেখা পড়া জানে—দেখতে শুনতেও ভাল, পয়সা কড়িও কিছু আছে বলে মনে হয়! তখন কি জানি—সেই অশনিই অগ্নিচক্রের পাণ্ডা—বাংলার বোমা—অশনিকুমার—যার খোঁজে আমি দুনিয়া উল্টে দিচ্ছি!

সমর। এখন তা হলে—

শঙ্কর। আর কালবিলম্ব নয়—তুমি লালবাজার গিয়ে ফোর্স নিয়ে এস—ওদের উল্টোডিঙ্গির আড্ডায় কত বদমাস আছে কে জানে—ভাল ভাবেই তৈরী হওয়া চাই!

সমর। আর তুমি?

শঙ্কর। একটু কিছু খেয়ে বেরুবো ভেবে বাড়ী ঢুকেছিলাম—তা থা'কগে—দেরী হয়ে যাবে এখন। আমি ততক্ষণ ফাঁড়ীর দারোগাকে বলে আসি—অশনির এই পাড়ার তের নম্বর বাড়ী আগলে থাকুক—চাই কি বৎসকে এখানেও পেয়ে যেতে পারি—চল! (উভয়ের প্রস্থান)

(অশনি ধীরে ধীরে লতাকুঞ্জান্তরাল হইতে বাহিরে আসিল—হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বাগান হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া ছুটিয়া গিয়া করালীকে টানিয়া লইয়া আসিল)

করালী। আস্তে—আস্তে বাবু—অন্ধ মানুষ—ভিক্ষে দেবে—এখানেই দাও—টেনে নিয়ে যাও কোথায়?

অশনি। আগে তেরো নম্বরে—তড়িতাকে বলবি উড়তে—তারপর

উল্‌টোডিঙ্গির আড্ডা ফাঁক করে দেওয়া চাই—পনেরো মিনিটের ভেতর। নইলে ঝাড়েবংশে নিপাত!

করালী। কী গেরো! ভিখীরির সাজ পরে ট্যাক্সি চাপি কি বলে?

অশনি। পনেরো মিনিটের এক মিনিট বেশী নয়! ছুট—ছুট—

(রাস্তায় ঠেলিয়া আগাইয়া দিল)

করালী। আর তুমি?

অশনি। আমি ঠিক আছি—মরণ কামড় কামড়ে দেখি আগে—

(বাগানের ভেতর প্রবেশ)

করালী। অন্ধকে একটী পয়সা দাও বাবা! (প্রস্থান)

(চা লইয়া নীলার প্রবেশ)

নীলা। এতক্ষণ একলাটী বসে বসে রাগ হয়েছে নিশ্চয়!

অশনি। একলাটী ত নয় নীলা! তোমার বাবা এসেছিলেন!

নীলা। সে কি—কই?

অশনি। চলে গেলেন আবার!

নীলা। তা আপনার মুখের অমন চেহারা কেন?

অশনি। ফাঁসীর হুকুম শুনে কয়েদীর মুখের চেহারা আর কি রকম হবে নীলা?

নীলা। অ্যাঁ—

অশনি। দাও—চা টুকু দাও নীলা! তোমার হাতের চা জন্মের মত খেয়ে নি!

নীলা। তার মানে? তুমি—তুমি—বাবাকে বলেছিলে?

অশনি। বলতে হয়নি—তিনি প্রকারান্তরে তোমার কাছে আমায় আসতেই বারণ করেছেন। (নীলা চমকিয়া উঠিল)

চতুর লোক—ইসারায় কথা কন ! কথা প্রসঙ্গেই বললেন— চালচুলোশূন্য ভুঁইফোড় পাত্রকে মেয়ে দেবেন না ! (নীলা দুইহাতে মুখ ঢাকিল)—(নীরবে চা খাইয়া) তবে নীলা—এই শেষ—কেমন ? (নীলা হতাশভাবে অশনির দিকে চাহিল)—বলেছি ত—আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর গতি নেই !

নীলা। তবে—তবে—

অশনি। কি তবে নীলা ?

নীলা। যা তুমি বলছিলে ?

অশনি। করবে নীলা ? করবে ? এখনো সন্ধ্যার দেরী আছে—আজই গোধূলিতে—

নীলা। আজই ?

অশনি। কাল হয়ত আর সময় থাকবে না নীলা ! ওঁর যখন সন্দেহ হয়েছে—কাল হয়ত তোমায় অন্যত্র পাঠিয়ে দেবেন—যেখানে আমি তোমার খোঁজই পাব না ! অথবা—পুলিশের বড় অফিসার—আমি আবার সময় অসময়ে দেশের কাজটাজ করি—একটা কিছু ছুতো করে আমায় প্রেসিডেন্সি জেলে জমা দিয়ে দিতে পারেন ! হয় এখুনি নীলা—নইলে এ জীবনে আর নয় !

নীলা। আজই ?—

অশনি। আমায় যদি আত্মঘাতী দেখতে না চাও নীলা ! আমায় কি এতটুকু বিশ্বাস হয় না তোমার ? আমি যে বুকের রক্ত ঢেলে তোমার পা ধুইয়ে দিতে পারি !

নীলা। না—তবে চল—

অশনি। এস—কোন ভয় নেই নীলা! তোমার বাবা ত তোমায় ছাড়তে পারবেন না! আর তোমার মুখ চেয়ে আমায়ও তাঁর ক্ষমা করতে হবে!

নীলা। চল—বাবাকে একটা চিঠি—

অশনি। এই যে—লেখ না—(পকেট বই হইতে ছিঁড়িয়া কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন দিল) লেখ—স্রেফ দুটী কথা—'বাবা—বিয়ে করতে যাচ্ছি—কিছু ভেবোনা—কালই আসব!' হয়েছে? দাও কাগজটা—(কাগজখানা ভাঁজ করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল)—এস তবে নীলা!

নীলা। চল—(দীর্ঘনিশ্বাস)

অশনি। ভয় কচ্ছে?

নীলা। না—তোমার সাথে যাব—তার ভয় কি?

(উভয়ে বাহির হইয়া গেল)

(একটু পরেই চাকর নিধিরাম বাড়ীর ভেতর হইতে বাহির হইয়া আসিল ও চিঠিখানি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইল)।

(শঙ্কর প্রসাদের প্রবেশ)

শঙ্কর। নিধে—আমায় এখুনি বেরুতে হবে—রা'তে না ফিরি যদি—ভাবিসনে! নীলাকে ডেকে দে—

নিধি। দিদিমণি অশনি বাবুর জন্যি চা নিয়ে বাইরেই এল—গেল কোথায়?

শঙ্কর। অশনি?

নিধি। আমি তারে খুঁজে দেখি—আপনি এই চিঠিডা নেন।

(শঙ্কর প্রসাদ কাগজ খানা খুলিয়া পড়িলেন—একটা চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন)

নিধি। ওকি বাবু—আপনি কাঁপতিছেন কেন?

শঙ্কর। (কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন)

নিধি। বাবু—বাবু—

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অশনির নূতন বাটী

গোপাল ও তড়িতার প্রবেশ।

তড়িতা। বাবু বাড়ী নেই ?

গোপাল। বাবুও নেই—মা ঠাকরুণও নেই !

তড়িতা। কোথায় গেছেন ?

গোপাল। ইডিন গার্ডেন !

তড়িতা। আমি বসছি তা হ'লে—এলে দেখা করে যাব।

গোপাল। একা একা আপনি—তাঁরা কখন আসেন —

তড়িতা। যখুনি আসুন—আমি আছি ! (উপবেশন) তোমার ভয় নেই—আমি বাবুর নেহাৎ আপন জন—কিছু চুরি করে পালাব না !

গোপাল। সে কি ! আমি সে কথা বলিনি ! এই জানেন তো—আমরা চাকর বইত নই—

তড়িতা। তুমি বাপু নীচের দোকান থেকে এক গেলাস ভাল সরবৎ আমায় এনে দাও—(পয়সা দিল)

গোপাল। দোকান থেকে কেন—বাড়ীতেই করে দিচ্ছি।

(করালীর প্রবেশ)

করালী। বাড়ীতে আর হাঙ্গামা ক'রনা -কিনেই নিয়ে এস—দু' গেলাস!

তড়িতা: কি—করালী যে –

করালী। হ্যাঁ—কি যাদু! থ' মেরে গেলে যে!

গোপাল। আপনাকে চিনি না যে বাবু!

করালী। ক্রমে চিন্‌বে।

গোপাল। আপনি বাড়ীতে ঢুকলেন কি করে?

করালী। দোর খুলে!

গোপাল। দোর খুললেন কি করে?

করালী। সে তোমায় একদিন দেখিয়ে দেব'খন। আপাতত সরবৎ দু' গেলাস—

গোপাল। আপনিও কি বাবুর আপন জন?

করালী। কি মনে হয় তোমার?

গোপাল। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) মনে যা হয়—

করালী। (সুরে) ডরো মৎ—সরবৎ—নিয়ে এস বৎস!

গোপাল। তাইত!　　　　(প্রস্থান)

তড়িতা। ওর সন্দেহ হোতেই পারে—কলকাতা জায়গা—চোর ডাকাত গুণ্ডা—

করালী। ও সন্দেহ করুক—আমরা ততক্ষণ গল্প করি ! তুমি এখানে যে ?

তড়িতা। কোথায় যাই ? তেরো নম্বর থেকে সুটকেশ সম্বল করে বেরিয়েছি—নতুন আড্ডা তো এখনো জোটেনি—

করালী। শালা শঙ্করপ্রসাদ কি শত্রুতাটাই সাধলে ! উল্টোডিঙ্গির এত কালের পুরোণো আশ্রয়টা ! বিলকুল দলটাই পথে ঘুরছে !

তড়িতা। তোমার আর কি—শঙ্কর প্রসাদ পুরোণো আশ্রয় ভেঙ্গেছে—শঙ্কর প্রসাদের মেয়ের কাছে নতুন আশ্রয় জুটিয়ে নাও !

করালী। আশ্রয় জুটুক বা না জুটুক—নিদেন একটা বৌ ভাতের ভোজ খাবারও প্রত্যাশা রাখি।

তড়িতা। বৌ ভাতের ভোজ খাওয়া আর এমন কি কথা—বৌটাকে খেয়ে ফেললেও তোমার অশনিদা তোমায় কিছু বলবেন না। তুমি হচ্ছ তাঁর সুবল সখা !

করালী। বৌটাকে ? রামঃ ! পরদারেষু—জানইত !

তড়িতা। জানি—আত্মবৎ—

করালী। তা বলশেভিকের যুগ—দশজনকে বঞ্চিত করে একজন আরাম বিরেম করবেই বা কেন ?

তড়িতা। সে দুর্ণাম তোমার অশনিদাকে দিতে পার না !

করালী। কথায় একটু ঝাঁজ টের পাচ্ছি যে !

তড়িতা। ঠাট্টা করছ ?

করালী। আমি ঠাট্টা করিনি—তুমিও রাগ ক'রনা! একটা দল বজায় রাখা সোজা নয় তড়িতা!

তড়িতা। দল বজায় রাখবার জন্য স্ত্রী বিলিয়ে দেওয়া!

করালী। স্ত্রী?

তড়িতা। আমিই না হয়—আমি না হয় স্ত্রী নই—কিন্তু এই নীলা?

করালী। নীলা—হঁ্যা—বিয়ে একটা হয়েছে! জাননা—অনেক আদিম-জাতি এখনো আছে—যাদের মধ্যে পরিবারের বড় ভাই বিয়ে করে আনে—বৌ কিন্তু বৌ হয় সব কয় ভায়েরই!

তড়িতা। তোমাদের নীতিজ্ঞান যে সেই আদিম জাতির মানুষের চেয়ে প্রবল নয়—তা ঠিক!

করালী। নীতি? আমাদের একমাত্র নীতি হচ্ছে আত্মপ্রীতি—

তড়িতা। তোমাদের মানে—তোমার আর তোমার অশনিদার—

করালী। সব্বার—সব্বার—এক তোমার ছাড়া!

তড়িতা। আমার ছাড়া?

করালী। (ব্যঙ্গ) হঁ্যা—তোমারই মাঝে মাঝে একজনের উপর অহেতুকী প্রীতি জেগে ওঠে!

তড়িতা। (ক্রুদ্ধভাবে) সেটা আমার অপরাধ?

করালী। (নম্রভাবে) মোটেই না! তুমিই অশনিদার শুভগ্রহ!

তড়িতা। কিন্তু এইবার আমার ছুটী!

করালী। ছুটী!

তড়িতা। শুভগ্রহ নূতন একটী উদয় হয়েছে!

করালী। সে একটা ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে মেয়ে—সতীসাধ্বী ক্লাসের। তার দ্বারায় কি দলের কাজ চলে ?

তড়িতা। চলুক না চলুক—আমার কি ?

করালী। রেগেছ দেখছি যে ?

তড়িতা। যার জন্য এত করলাম—সে—

করালী। সে তোমারই আছে! নীলা—ও তোমার ধর গিয়ে শঙ্কর-প্রসাদকে জব্দ করবার একটা চাল!

তড়িতা। হতেও পারে—কিন্তু নেশাও আছে করালী!

করালী। সেই নেশা কতটা গভীর তারই পরখ করতে বুঝি আজ হেথায় আগমন ?

তড়িতা। মেয়েটাকে একবার দেখতে এসেছিলাম—দেখা হবে কিনা কে জানে!

করালী। ব'সে কতক্ষণ থাকা যায়—গলির ভেতর থেকে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি টেনে আসি—তুমি ততক্ষণ নিরাশ প্রেমের অনুশোচনা কর—একলাটি— (প্রস্থান)

(তড়িতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া যেন অন্যমনস্ক ভাবেই পার্শ্বের হারমোনিয়মে স্বর দিল।)

—গান—

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব—কি করব বারিদ মেহে—
ইহ নব যৌবন বিফলে গোঙায়িনু—কি করব সো পিয়া লেহে!
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা!
সিন্ধু নিকটে যব কণ্ঠ শুকায়ব—কো দূর করব পিয়াসা ?

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব—শশধর বরিখব আগি—
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব—কিয়ে মোর করম অভাগী !
শাওণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব—সুরতরু বাঁজ-কি ছন্দে—
গিরিধর সেবি যব ঠাম নাহি পাওব—বিদ্যাপতি রহু ধন্দে।

(নীলার প্রবেশ)

নীলা। একি ! —কে আপনি ?

তড়িতা। ওঃ—তুমি নীলা !

নীলা। হ্যাঁ—আপনি ?

তড়িতা। আমি তড়িতা—কেউ কেউ আদর করে তড়িৎ বলেও ডাকে—

নীলা। আপনি—আপনি—

তড়িতা। আমি তোমার আপন জন ! তোমার স্বামী আসেন নি ?

নীলা। আমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে নীচে থেকেই একটু কাজে বেরিয়ে গেলেন ! আপনি দেখা করবেন তাঁর সাথে ?

তড়িতা। দরকার নেই—তোমার সাথেই দেখা করব বলে এসেছিলাম !—তুমি সুন্দরী !

নীলা। (সলজ্জ হাস্য) তিনি তাই বলেন !

তড়িতা। বলেন ? (ক্রূর হাস্য) আর কি বলেন ?

নীলা। আর কি বলবেন ?

তড়িতা। এই তাঁর কাজকর্ম্মের কথা—সহকর্ম্মীদের কথা—

নীলা। সহকর্ম্মী ?

তড়িতা। সে সব শোননি এখনো বুঝি ? তোমার বাবা সে সব কথা জানেন কিছু কিছু !

নীলা। বাবা জানেন ?

তড়িতা। তিনি—তোমার বাবা তোমার বিয়েতে মত দিয়েছিলেন ?

নীলা। (বিষণ্ণভাবে) তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি !

তড়িতা। (হাসিয়া) বিয়ে হয়েছে চা'র দিন—নয় ? বেশ বাড়ীটি !

নীলা। হুঁ ! তাড়াতাড়িতে ভাড়া নিয়ে চলে আসা হ'ল—এখনো গোছানো হয়নি !

তড়িতা। বাবার কাছে আর যাওনি বুঝি বিয়ের পর ?

নীলা। যাব যাব করে যাওয়া হয়নি—এইবার যেতেই হবে একবার !

তড়িতা। ওঃ—

নীলা। একবার কেন—মাঝে মাঝেই যাব ! একসাথে সবাই থাকতে পেলে ভালই হয়—(সলজ্জ হাস্যে) তা ত আর হবে না বোধ হয় !

তড়িতা। একসাথে থাকবার অনেককে পাবে নীলা !

নীলা। অ্যাঁ ? ওঁর ত সংসারে কেউ নেই শুনেছি !

তড়িতা। তা নেই—আমি উঠি—

নীলা। বসুন—বসুন—চা খেয়ে যাবেন—

তড়িতা। থাক—থাক—চা অনেককে খাওয়াতে হবে দিদি ! আমি না হয় নাই খেলাম !

নীলা। অনেককে ? (বিস্মিত জিজ্ঞাসুনেত্রে তড়িতার দিকে চাহিল)

তড়িতা। (ক্রুর হাস্য)

(সরবৎ লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। দোকানে বরফ ছিল না—আনিয়ে সরবৎ করতে দেরী হয়ে গেল।

তড়িতা। তাতে কিছু অসুবিধা হয়নি—কারণ আমার পিপাসা যেটুকু হয়েছিল তা বেমালুম চলে গেছে—দাও—তোমার মা ঠাকরুণকে দাও! সরবৎ খাওয়ার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে! (প্রস্থান)

ভৃত্য। ঠাকরুণটীর কথাবার্ত্তা যেন কেমন কেমন! সরবৎ এখন কি করি? সে বাবুটীই বা কোথায় গেলেন?

নীলা। বাবু? কোন বাবু?

(করালীর প্রবেশ)

করালী। বাবু—এই করালী বাবু—সশরীরে হাজির! তৈরী সরবৎ না খেয়ে পালাবে এমন বেকুব করালী চরণ নয়! দে সরবৎ—দে—(সরবৎ লইয়া পান)

নীলা। আপনি—

করালী। আমায় আপনি চেনেন না—এইত কথা? কিছু ক্ষতি হবেনা—অশনিদাকে চেনেন ত? তা হলেই হ'ল—

নীলা। আপনি একটু পরে আসবেন—উনি এলে :

করালী। একেবারে অর্দ্ধ-চন্দ্র! আমার নাম করালীচরণ—সুন্দরী! অশনিদা আমায় চেনে! বেয়াড়া গেয়োনা সুন্দরী!

এই—এক বোতল ভাল বিলিতী মদ কিনে নিয়ে আয় ত গলি থেকে! পকেটে টাকা থাকলে আমিই আনতে পারতাম—

নীলা। আপনি যান—এখুনি যান—

করালী। চোপরাও! তোমার হুকুম? খাতির নেই—যত্ন নেই—কেমন ধারা মেয়ে মানুষ হে তুমি? দলটা ভাঙ্গবে?

গোপাল। বাবু নিচে চলুন।

করালী। শালা! (চপেটাঘাত)

ভৃত্য। ওরে আমার বাবুরে! (করালীকে জাপটাইয়া ধরিল)

করালী। শালা—মদ খেয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছি—পিস্তলটাও সাথে নেই—নইলে—তোমায় আমি দেখে নোব বেটী! তোমার বাপকে খুন করবার ভার আমিই নোব—দাঁড়াও তুমি! কী আমার সতী সাধ্বীরে! বলে "হোঁচট খেলেন কচিখুকী পথে যেতে যেতে! খুনীর সাথে মালাবদল অন্ধকার রেতে!" শালা অশনিদার মাথায় মারি পয়জার—খুন ডাকাতি করবার বেলা করালী—আর মেয়ে মানুষ নিয়ে মজা লুটবার বেলায় অশনি লাল!

(ভৃত্য করালীকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল।)

নেপথ্যে করালী। খুন করব তোর বাপকে—বেটী—তবে আমার নাম—

নীলা। একি হল! বাবা— (ছুটিয়া পলাইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শঙ্কর প্রসাদের বাটী—বাগান।

(নকুড় ও সুধাকর)

সুধা। পায়ের দাগ বলতে কিছু নেই—এ ইট পাথরের রাজ্যে বদমাস ধরার চেষ্টা ঝকমারী ছাড়া আর কি ?

নকুড়। কিছু নয়—কিছু নয়! বদমাস যারা—তারা ধরা পড়বান না—ধরা পড়বান—জ্যাল খাটবান সব সাধু সন্নিসীরা! (নিজের বুকে হাত দিল)

সুধা। চায়ের পেয়ালাটায় একটুও চা ছিলনা—তাতে বেশ বোঝা যায় যে বেশ ধীরে সুস্থে ব'সে ব'সে চা খেয়েছে তারা। মোটেই ক্রিমিন্যালের লক্ষণ নয়!

নকুড়। মোটেই নয়—ক্যাতাবে যখন কয়না—তখন লক্ষণ হইবান ক্যামনে ? তারা সব সাধু সন্নিসী মনিষ্যি! ফুলুশ হয়ত তাগোরে ধরবান—জ্যাল দেবান—সব কিছুই করবান—কিন্তুন তারা সব সাধু সন্নিসী এই নকুড় চন্দ্রের লাহান!

সুধা। সেই জন্যই আমি আরও বিশেষ চেষ্টা করছি—আগে থেকে যাতে তাদের খোঁজ পেতে পারি—তাদের সাবধান করে দিয়ে চট করে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে—

নকুড়। ফুলুশের বাবাও পারবান না যে তাগোরে জ্যাল দেবান!

সুধা। ক্রিমিন্যালদের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে যে—যেখানে তারা ক্রাইম করে—সেইখানে পরে ফিরে আসতে চায়। আমি ত

আজ তিন রাত সমানে পাহারা দিচ্ছি—কই—নীলা কি অশনি ত ফিরে এলো না। কাজেই—তারা ক্রিমিন্যাল নয়।

নকুড়। হেঃ হেঃ হেঃ—

সুধা। কি—তুই হাসছিস যে?

নকুড়। ওই যে কি কইলান—কীরমির নাল—নকুড়চন্দ্র তা যে লন—এডা ডাহা সইত্য! চুরি করলান—গাট কাটলান—কিন্তুন আবার সে হানে ফিরিয়া যাইবান—এমন গান্ধা নকুড়চন্দ্র লন!

সুধা। তুই চুরি করেছিস?

নকুড়। অঁ্যা—ওয়া—না—তা কি হইবার পারে? আপনার ক্যাতাবে কি তাই কয় বাবু মোশা?

সুধা। না।

নকুড়। না যদি কয়—তবে আবার পুছ করবান ক্যান? ক্যাতাবে কি ঝুটা কইবান?

সুধা। তাইত বলি! কথাবার্তা অমন বেফাঁস বলিসনি—লোকে মনে করবে কি?—তুই কলেজ ষ্ট্রীটের বইএর দোকান থেকে একখানা ক্রিমিনলজির বই কিনে আনতে পারবি? নাম লিখে দিচ্ছি—দাম টাকা পাঁচেকের বেশী হবেনা—এই দশটাকার নোটটা নিয়ে যা—(ব্যাগ বাহির করিয়া) কই—টাকা হল কি! অঁ্যা—কাল তিনখানা দশ টাকার নোট রেখেছি—নাঃ—চপলার ক্রিমিন্যাল ইনষ্টিঙ্কট ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখছি—একটা যা হক ষ্টেপ নেওয়া দরকার!

(প্রস্থান)।

নকুড়। হেঃ হেঃ হেঃ—কীরমির নাল লাই বা হইলান—টাহা লইবান না ক্যান? (কাপড়ের খুঁট হইতে নোট লইয়া গণনা) রাম—দুই—তিন—তিরিশ টাহা—

(সমরনাথের প্রবেশ)

সমর। হাঁরে নিধি—শঙ্করদা কোথায়?

নকুড়। হুই বাবু—

সমর। অঁ্যা—নকুড়! (লম্ফ দিয়া চুল ধরিল) তুই এখানে কেনরে ব্যাটা?

নকুড়। খামোকা বেইজ্জৎ করবান না মোশা! ক্যাভাবে কইলান—নকুড়চন্দ্র কীরমির নাল লহান!

সমর। ব্যাটা—তোর হাতে কি? (টাকা কাড়িয়া লইয়া) তিন খানা দশ টাকার নোট! মোটে দিন চেরেক হোল বেরিয়েছ জেল থেকে—এরি মাঝে—

(চপলার প্রবেশ)

চপলা। একি সমরবাবু! আমাদের নন-ক্রিমিন্যাল চাকরটীর ওপর অত্যাচার করছেন কেন সমরবাবু?

সমর। নন-ক্রিমিন্যাল বলছেন? এই দেখুন—তিরিশ টাকা! আপনি কি বলতে চান—শঙ্করদার ঘর থেকে এ টাকা খোয়া যায়নি?

চপলা। না—কাকার ঘর থেকেও খোয়া যায়নি—আমাদের ঘর থেকেও খোয়া যায়নি! এ বাড়ীতে খোয়া যা কিছু যায়—তা চুরি করি আমি—কারণ আমি হচ্ছি ক্রিমিনলজির

কেতাবের সূত্র অনুসারে পাকা ক্রিমিন্যাল—এবং নকুড়চন্দ্র হচ্ছেন সাধু ব্যক্তি!

সমর। বুঝলাম না! তবে বুঝি আর না বুঝি—এই যে দাগী চোর—এতগুলো টাকা ও কোথা হতে পেলে—তা সন্তোষজনক ভাবে বুঝিয়ে দিতে না পারলে আমি ওকে আবার জেলে পাঠাতে বাধ্য!

(সুধাকরের প্রবেশ)

সুধা। কত টাকা?

চপলা। যে ত্রিশ টাকার জন্য এতক্ষণ আমার উপর তম্বি হচ্ছিল—সেই ত্রিশ টাকাই!

নকুড়। বাবুমোশা—আপনার ক্যাভাব কি ঝুটা কইবান!

সুধা। ইয়ে—না—ওটা—বুঝছেন সমরবাবু—টাকাটা আমিই ওকে কাল রাখতে দিয়েছিলাম—হেঃ হেঃ হেঃ—ভুলে গিয়ে—

সমর। বুঝেছি—misplaced charity! অপাত্রে দয়া করছেন সুধাকরবাবু! শঙ্করদা কোথায়? (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) সাবধানে থাকবেন—"সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ"—লোকটা সাপের চেয়েও সাংঘাতিক।

(প্রস্থান)

নকুড়। বাবুমোশা! (ক্রন্দন)

সুধা। কাল—কখন তোকে টাকা দিয়েছিলেম রে? রাত্তিরে বুঝি—না? তখন আমার খুব বোধ হয় ঘুম পাচ্ছিল—না?

নকুড়। একেবারে নেতাইয়া পড়লান—কইলান—নকুড়চন্দ্র—ধর ত বাপধন—এই তিরিশ টাহা রাখ্খ ত! কাল ক্যাতাব কিনবার হইবান!—আমি রাখলাম।

সুধা। আর আজ টাকার জন্য ত্রিভুবন খুঁজে মরছি! চপলা—In this instance I owe you an apology!—নকুড়! বইটা কলেজ ষ্ট্রীট থেকে নিয়ে আয়—আমি বইয়ের নাম লিখে দিচ্ছি—আয় আমার সাথে! উঃ—আমার সমস্ত পড়াশোনার মান যেতে বসেছিল। (নকুড়কে লইয়া প্রস্থান)

চপলা। গলায় দড়ি দেব ভেবেছিলাম! তার আর দরকার হবেনা—ঐ নকুড়ই আমার গলায় ছুরি দেবে দু' চার দিনের ভেতর! আত্মহত্যার পাতক আর করি কেন!

(শঙ্করপ্রসাদের প্রবেশ)

চপলা। কাকাবাবু!

শঙ্কর। কে—বৌমা! একা একা কি করছ মা? ঘরে যাও—

চপলা। নীলা—

শঙ্কর। কোন খবর পাইনি মা—

চপলা। আমার মনে হচ্ছে কি জানেন কাকাবাবু—ওই নকুড়টা এ বাড়ীতে আসার পরই নীলা চলে গেল। ওই কোন রকম কিছু ঘটালে না ত!

শঙ্কর। না মা—অশনি যে নীলাকে নিয়ে গেছে—তার কোন সন্দেহ নেই। অশনির খোঁজ পেলেই নীলাকেও পাওয়া যাবে! নিধেকে দেখছিনে—আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—তুমি তাকে

বলে দিও—আমি হয়ত রাত্রে না ফিরতে পারি—সে যেন না—ভাবে ।

চপলা। আপনার চা খাওয়া ত হয়নি বোধ হয় কাকা! আপনি একটু বসুন—আমি নিয়ে আসছি—

শঙ্কর। আবার কেন হাঙ্গামা ক'রবে মা ?

চপলা। কাকাবাবু—আপনি অমন করবেন না! নীলা বিয়ে করতে গেছে—শ্বশুরবাড়ীতে একদিন মেয়েকে ত পাঠাতেই হ'ত! তখন আপনাকে দেখাশোনার ভার ত আমারই! নীলা এসে যখন দেখবে তার বাবার শরীর অযত্নে আধখানা হয়ে গেছে—তখন আমায় সে কি বলবে? (অর্দ্ধোক্তি) পোড়ারমুখী এমন বাপকেও কাঁদালে— (প্রস্থান)

শঙ্কর। উঃ—মা নীলা—

(ভীতত্রস্ত নীলার প্রবেশ)

নীলা। বাবা—

শঙ্কর। আঁ্যা—কে ? ওরে নীলি—মা আমার—

নীলা। বাবা—আমি--

শঙ্কর। নীলা মা—

নীলা। আমি সর্ব্বনাশ করেছি বাবা—

শঙ্কর। বুঝতে পেরেছিস্ ? এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছিস্ ? ওরে নীলী—এরি মধ্যে—এরই মধ্যে ?

নীলা। তারা খুনে—বাবা—খুনে!

শঙ্কর। ওঃ—ওঃ! আয় নীলা—ঘরে আয়—সব শুন্‌ব—ঘরে আয়!

নীলা। ঘরে আর আমি যাব না বাবা! তোমার মেয়ে মরেছে! তারা খুনে—তোমায় খুন করবে—করালী তোমায় খুন করবে—তুমি পালাও বাবা—পালাও—

(প্রস্থানোদ্যতা)

শঙ্কর। নীলা—নীলা—যাসনে—

নীলা। তোমার নীলা মরেছে বাবা—নীলা মরেছে!

(ছুটিয়া প্রস্থান)

শঙ্কর। নীলা—নীলা—

(পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইতে ছিলেন—সমরনাথের প্রবেশ)

সমর। শঙ্কর দা—নীলা কখন এসেছে? নীলা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায়ই বা কোথায়?

শঙ্কর। কোথায় যায়—সেইটেই তোমায় জেনে আসতে হবে সমর! পেছু নাও!

সমর। শঙ্কর দা!

শঙ্কর। অশনির আড্ডা— (সমরের দ্রুত প্রস্থান)

(সুধাকরের ছুটিয়া প্রবেশ)

সুধা। নীলা গেল না কাকা? এসেছিল? অঁ্যা—এসেছিল? হাঃ হাঃ হাঃ—থিওরি কি মিথ্যে হয়?

শঙ্কর। কি থিওরি সুধাকর?

সুধা। যদিচ ডিটেকটিভ হিসেবে নাম করেছেন—তবু—তবু Criminologyর Science সম্বন্ধে তেমন কিছু পড়া-শোনা নেইত আপনার! থাকলে জানতেন যে Crimimalরা প্রায়ই spot of the crime—অর্থাৎ অকুস্থানে Crimeয়ের পরেও দু' একবার ফিরে আসে—

শঙ্কর। (ক্রোধে) সুধাকর—

সুধা। ওঃ—নীলা যে আপনার মেয়ে—সেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম! In this instance I owe you an apology!

———

তৃতীয় দৃশ্য

অশনির বাটীর বসিবার ঘর

অশনি ও করালী।

করালী। আমাকে ধমকাবার জন্যেই ডেকেছ তাহলে?

অশনি। কাজটা করেছ ছেলে মানুষীর চরম!

করালী। মদ খেয়ে—

অশনি। নীলার কথা ছেড়েই দাও—একটা চাকর—তার জাত কুল জানিনে—পুলিসের স্পাই কিনা তারই বা ঠিক কি—তার সুমুখে নিজেকে খুনে বলে জাহির করা—ছিঃ ছিঃ—করালী! ভদ্র লোকের ছেলে—মদ পেটে গেলে একেবারে জানোয়ার ব'নে যাও?

করালী। চাকরটাই বলেছে—না হার হাইনেস?

অশনি। বলেছে চাকরটাই! সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে—আজই মাইনে কড়ি চুকিয়ে নিয়ে স'রে পড়তে চায়! কি করি বল দেখি! তাকে রাখাও দায়—ছাড়াও মারাত্মক!

করালী। এক ডোজ আর্শেনিক—

অশনি। নাহক গো হত্যে ত!

করালী। আত্মানং সততং রক্ষেৎ!

অশনি। কোথায় আশা করে বসে আছি দুদিন বাদে আমার এত বড় দলটার ভার ষোল আনাই তুমি ঘাড় পেতে

নেবে—তা নয়—ছিঃ ছিঃ—এত দিন শিক্ষা পেয়েও এক পা এগুতে পারলে না করালী ?

করালী। উঁহুঁ—অনেক দূর এগিয়েছি! বিড়ীটীও খেতাম না—এখন নিত্যি দু' বেলা ব্রাণ্ডি চাই। মশা মারতে হাত কাঁপত—এখন বেপরোয়া ছোরা চালাই! আগে মেয়ে মানুষের মুখের দিকে মুখ তুলে কখন চাইনি—তোমার শিক্ষার গুণে এখন ভদ্র লোকের ছেলে—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—নীলার চেহারাটী বেশ অশনিদা!

অশনি। সোজা কথা বলছি—নীলার কাছ থেকে এখন দু' দিন তফাতে থাক! তাকে জিনিষটা হজম করবার একটু সময় দেবে তো ?

করালী। কেনই বা দেব ? তার বাপ আমাদের সময় দিলে কি ? আড্ডা নেই—চাল চুলো নেই—দলকে দল সব পথে পথে ঘুরছি!

অশনি। তাকে এখন দিন কতক ঘাটিও না বলছি! সে যদি তার বাপকে আমার ঠিকানা বলে দেয়—

করালী। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা ?

অশনি। খুন করে ফেলতে পারি! তাতে লাভ হবে কি ? শঙ্কর প্রসাদকে জব্দ রাখবার জন্যই ত নীলাকে খেলিয়ে তোলা!

করালী। খেলিয়ে তুলেছ—খেলতে থাক! মোদ্দা অমন খেলার সাথীর সাথে এক আধটা গেম খেলবার সাধ আমাদেরও হয়।

অশনি। কাল সারারাত একলা ছিল—বল্লে অসুখ করেছে! তখন ত তোমার বেকুবির ইতিহাস শুনিনি! শুনলে—যা হক ক'রে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম।

করালী। আজ দেখছি না যে বড় হার হাইনেস্‌কে? এ পাপিষ্ঠের সামনে আর বেরুবেন না নাকি?

অশনি। সকালে আমি ছিলাম না—এসে দেখি বেড়াতে বেরিয়েছে।

করালী। একেবারে বেরিয়ে না পড়ে—

অশনি। সে ভয় নেই—সে আমার জন্য পাগল।

করালী। ভাগ্যবান তুমি দাদা—হিংসে হয়।

অশনি। হওয়ার কারণ নেই!

করালী। তা নেই—কারণ তুমি উদার!

অশনি। যদিও বিয়ে একটা করতে হয়েছে—ওকে বোঝাবার জন্যে—

করালী। সেটা শ্রেফ ওকে বোঝাবার জন্যেই—তা বুঝতে পেরেছি। (হাস্য)

অশনি। (দ্বারের দিকে চাহিয়া) চুপ—আসছে—

(নীলার প্রবেশ ও করালীকে দেখিয়া প্রস্থানোদ্যতা)

অশনি। নীলা! করালী তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছে। মদ খেয়ে কাল নাকি কি বাঁদরামো করেছে তোমার কাছে—

করালী। বৌদি! আমি অশনিদার পা ছুঁয়ে শপথ করেছি—আর ও সর্ব্বনেশে জিনিষ মুখে তুলব না! আমি খারাপ ছিলাম না বৌদি! মা মারা গিয়ে কেমন পাগলের মত হোয়ে

গেলাম, এক বন্ধু বল্লে—"মদ একটু একটু খা—শোক তাপ ভুলে যাবি!" সেই একটু একটু খেতে খেতেই কাল হয়েছে। আমায় মাফ করতে হবে বৌদি!

(জোড় হাত করিল)

অশনি। করালীকে কি আমরা মাফ না করে পারি নীলা? সেবারে আমার কলেরা হল—নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সে কি দিন রাত সেবা ওর! ও আর মদ ছোঁবেনা—তুমি দেখে নিও!

নীলা। তা—তা আমি— (মুখ নত করিল)

অশনি। (উচ্চ হাস্য) করালী করবে খুন? সেবারে খদ্দর ফিরি করতে গেছি ওতে আমাতে—একটা ভিখিরী দেখি রাস্তায় পড়ে গেছে আছাড় খেয়ে! কপালটা কেটে রক্ত পড়ছিল—দেখে ত ভায়া আমার কেঁপে অস্থির—

করালী। রক্ত দেখলে আমার কেমন মাথা ঘুরে ওঠে বৌদি! আমার মা বলতেন—ওটা মেয়ে মানুষ—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

নীলা। তাইত—আমি বড্ডই অন্যায় করে ফেললাম—

অশনি। কিছু না—কিছু না—করালীকে পেট ভ'রে খাইয়ে দাও—দুজনে ভাব হয়ে যাবে এখন!

নীলা। আমি যে—আমি যে—ওগো! তুমি আমায় মাফ করতে পারবে তো?

অশনি। কি নীলা!

করালী। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) অশনি দা—পুলিশ!

অশনি। অ্যাঁ— (লাফাইয়া উঠিল)

নীলা। আমি বুঝিয়ে বলব—বাবাকে বুঝিয়ে বলব—আমার ভুল—

(শঙ্কর প্রসাদ ও পুলিশ কর্ম্মচারীগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। ভুল নয় নীলা! বাংলার সেরা ডাকাত এই অশনিলাল ওরফে বাংলার বোমা!

করালী। এই হারামজাদীই খবর দিয়েছে বটে!

(করালী নীলাকে আক্রমণ করিয়া ধরা পড়িল—ওদিকে অশনি খোলা জানালার দিকে ছুটিল।)

শঙ্কর। সাবধান অশনি! জানালায় উঠছ কি গুলি করেছি! (পিস্তল উঠাইলেন)

নীলা। বাবা! আমার স্বামী—আমার স্বামী—(শঙ্কর প্রসাদের হাত ধরিল)

অশনি জানালার উপর উঠিল—শঙ্কর প্রসাদ গুলি করিলেন—কিন্তু নীলার টানাটানিতে তাঁহার লক্ষ্য স্থির রহিল না—গুলি জানালায় লাগিল—অশনি জানালা দিয়া নীচে লম্ফ দিল।)

সমর। এঃ—পালাল!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীলার বাড়ী—বসিবার ঘর

(নীলা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে বসিয়াছিল)

(শঙ্করপ্রসাদের প্রবেশ)

শঙ্কর। নীলা! (নীলা শুনিতে পাইল না) নীলা মা!

নীলা। (মাথা তুলিয়া) বাবা!

শঙ্কর। কাঁদছিস বুঝি?

নীলা। না—বাবা—

শঙ্কর। বাড়ী যাবিনে মা? (নীলা নীরব) আমার প্রাণটা কী যে করে মা! একবারও কি বাবার কথা ভাবতে নেই?

নীলা। কি করে যাব বাবা? তিনি যে আমায় এখানে রেখে গেছেন!

শঙ্কর। সে তো এখানে আসবে না নীলা! এলে যে আমার হাতেই সে ধরা পড়বে।

নীলা। তাঁকে ইচ্ছা করলে তুমি বাঁচাতে পার বাবা!

শঙ্কর। তাকে বাঁচানো ভগবানেরও বুঝি অসাধ্য!

নীলা। তুমি পার বাবা! (কাছে আসিয়া হাত ধরিল) বাবা!—

শঙ্কর। ওরে—ওরে—নীলা—তাকে বাঁচাবার হ'লে কি অমন করে তোকে কাঁদতে হয়? তোর চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য আমি যে—(দাঁতে ঠোট চাপিয়া ধরিলেন)

নীলা। আমায় সত্যি বল বাবা—এ সব কি সত্যি?

শঙ্কর। যা শুনেছিস?—একবর্ণও মিছে নয়!

নীলা। ওঃ—

শঙ্কর। সে না করেছে এমন পাপ নেই। আজ দশ বছর ধ'রে ক'লকেতা সহরে যত স্বদেশী ডাকাতি—দেশ সেবার নামে যত খুন জখম—এর বারো আনার মূলে আছে ঐ অগ্নিচক্র—আর তার পাণ্ডা ঐ বাংলার বোমা অশনি! এত পাপ কি মানুষে হজম করতে পারে? ভগবানের রাজ্যে?

নীলা। ওঃ—(কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আমি সাবিত্রী ব্রত ক'রব বাবা!

শঙ্কর। সে কি?

নীলা। সাবিত্রী—যমের মুখ থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে ছিলেন—

শঙ্কর। ভুলে যাচ্ছ মা—সত্যবান পাপী ছিলেন না!

নীলা। পাপ যদি তিনি করে থাকেন, তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করব! (আর্ত্তস্বরে) বাবা! বাবা!

শঙ্কর। তা ত হয়না মা! যার পাপ—তাকেই সাজা নিতে হয় নীলা!

নীলা। বাবা! আমায় একটু আশা দাও—বাবা!

শঙ্কর। আমি নিষ্ঠুর মা! তাকে ভুলে যা!

নীলা। তা কি ভোলা যায়? মা ম'রে গেছেন কবে—তাঁকে যে তুমি এখনো ভোলনি!

শঙ্কর। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! একটা খুনী—

নীলা। সে— যার যেমন বরাত বাবা! কিন্তু—বাঁধন একই যে।

শঙ্কর। (কিয়ৎকাল সবিস্ময়ে নীলার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) তুই অত কথা শিখলি কোথায়?

নীলা। হিন্দুর মেয়ে যে মায়ের পেট থেকেই এ সব শেখে বাবা!

(সমরনাথের প্রবেশ)

সমর। শঙ্কর দা!

শঙ্কর। এস সমর—তোর সমর কাকাকে একটু চা খাওয়া না নীলা—আমায় ত খাওয়াবি নে জানি।

নীলা। কেন খাওয়াবো না বাবা? (ম্লান হাসি)

শঙ্কর। খাওয়াবি? দে না মা—কত দিন যে তোর হাতের চা খাইনি!

নীলা। আমি নিয়ে আসছি—বসো কাকা— (প্রস্থান)

সমর। এর শেষ কোথায় শঙ্কর দা?

শঙ্কর। ভগবান জানেন।

সমর। আমরা এখন করি কি?

শঙ্কর। যা আমাদের কাজ— তাই করব!

সমর। তাত ক'রব— কিন্তু মেয়েটা ডুবল!

শঙ্কর। কপাল—সমর! জন্মে জন্মে কত মেয়েকে না জানি স্বামী—ছাড়া করেছি—তারই এই সাজা!

সমর। অশনিলাল যদি ধরা না পড়ে—আমি অখুসী হবনা!

শঙ্কর। সমর!

সমর। কি ক'রব শঙ্করদা—মানুষ ত!

শঙ্কর। এতকাল ধরে কি আমার কাছে এই শিক্ষা পেলে?

সমর। তোমার কঠিন প্রাণ—শঙ্করদা!

শঙ্কর। তা বটে—(করুণ হাস্য)

(চা ও খাবার লইয়া নীলার প্রবেশ)

শঙ্কর। মোটে দুটো বাটী যে? তুই খাবিনে?

নীলা। আমি খাব এখন—

শঙ্কর। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে—আয়—এই ডিসটাতে তুই খা—(ঢালিয়া দিতে গেলেন)

নীলা। আমি ত এখন খাবনা বাবা! আমার যে শিবপূজা হয়নি!

শঙ্কর। (দীর্ঘনিশ্বাস) নাও সমর—চা খাও—(এক ঢোঁক চা খাইলেন)

সমর। বায়স্কোপ দেখতে যাবে নীলা? ক'টা ভাল ছবি এসেছে শুনেছি!

নীলা। যাব একদিন কাকা! ওকি বাবা—তোমার খাওয়া হয়ে গেল?

শঙ্কর। উঠি—কাজ রয়েছে—

নীলা। তোমার খাওয়া হ'লনা যে বাবা!

শঙ্কর। তুই পূজো সেরে নে!—সমর! আমি একবার উল্টোডিঙ্গির দিকে যাব। (প্রস্থান)

সমর। এমন বাপকেও কষ্ট দিতে হয় নীলা?

নীলা। তুমি খাও কাকা—পালিওনা যেন বাবার মত! আমি পুজোর কাপড় পরে আসি! (প্রস্থান)

(দাসীর প্রবেশ)

(দাসী গঙ্গাজল ছড়াইয়া পূজার আসন পাতিল)

সমর। পূজো কি এখানেই হবে নাকি—আঁ্যা?

দাসী। হ্যাঁ বাবু! পূজো ত এই ঘরেই হয়! তা—আপনি উঠছেন কেন? চান করে এসেছেন ত—

সমর। এই সব চায়ের এঁটো বাসন কোসন--

দাসী। আমি সরিয়ে নিচ্ছি—আর ওই—আপনার জুতো জোড়াটা—

সমর। ঠিক—ঠিক—জুতো জোড়াটা—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া জুতা বাহিরে রাখিয়া আসিল)

(দাসী চায়ের বাসনাদি বাহিরে লইয়া গেল)

(ফুল, বেলপাতা ও মাটির শিব লইয়া নীলার প্রবেশ ও পূজায় উপবেশন)

নীলা। ঠাকুর! আমার স্বামীকে ভাল ক'রে দাও—আমার স্বামীকে ভাল রাখ—আমার স্বামীকে বাঁচাও—

সমর। ভগবান! (ধীরে ধীরে বাহিরে প্রস্থান)

(কিয়ৎক্ষণ পরে পূজা-অন্তে নীলা উঠিয়া দাঁড়াইল—শঙ্কর প্রসাদের অনুরূপ ছদ্মবেশে অশনিলালের প্রবেশ)

নীলা। একি বাবা—তুমি এরি মধ্যে ফিরে এলে যে? উল্টোডিঙ্গি যাওনি?

অশনি। নীলা—চেয়ে দেখ!

নীলা। অ্যাঁ—কি? তুমি—কে তুমি? কে তুমি?

(অশনি গোঁফ খুলিয়া ফেলিল—নীলা তাহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল)

নীলা। তুমি? ওগো—তুমি?

অশনি। তোমার বাবা আর আমি মাথায় প্রায় সমান—তাই ভোল বদলানো সোজা হয়ে গেছে।

নীলা। তুমি-তুমি কেন এখানে এলে? ওরা যে চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে রয়েছে! যদি দেখে—

অশনি। দেখেছেই ত! মোড়ের মাথায়—সামনের বাড়ীর নীচের ঘরটায়—সব গোয়েন্দা চোখ পাকিয়ে বসে আছে।

নীলা। তুমি তাদের সামনে দিয়ে এলে?

অশনি। শুধু—এলাম? তাদের সেলাম নিয়ে এলাম! তুমিই ধরতে পারনি—তার তারা আছে কোথায়? হাঃ হাঃ হাঃ—

নীলা। কিন্তু বাবাই যদি এসে পড়েন!

অশনি। ঘণ্টা খানিক ত নয়! লালবাজার থেকে তিনি টেলিফোন পেয়েছেন—উল্টোডিঙ্গীতে একটা পোড়ো বাড়ী দখল

ক'রে ভূতনাথ গড়গড়ি নামে যে লোকটী দিনরাত ছেঁড়া মাদুরে গড়াগড়ি দিচ্ছে—সে অশনিলাল ভিন্ন আর কেউ নয়!—তিনি ভূতনাথের ভূত ছাড়াবার জন্য বেরিয়েছেন যখন—তখন হঠাৎ ফিরবেন কেমন করে?

নীলা। তুমি এত কথা জানলে কি করে—অ্যাঁ!

অশনি। খুব সহজে নীলা! টেলিফোনটা তিনি পেয়েছেন—লালবাজার থেকে নয়—আমার কাছ থেকে। পেয়ে—দেখলাম —তিনি ধড়াচূড়ো পরে এখানে এলেন—তারপর আবার হনহন্ করে বেরিয়ে গেলেন। সুতরাং—

নীলা। তুমি সব দেখলে? কী ভয়ানক!

অশনি। দেখলাম না? হাঃ হাঃ হাঃ! আজ দুইদিন ধ'রে ঐ ধারের ফুটপাতে বসে বসে কাণা সেজে এ বাড়ীতে কত কি দে'খছি—(সুরে) অন্ধকে দয়া করে একটী পয়সা দাও বাবা! হাঃ হাঃ হাঃ—

নীলা। তুমি? তুমি অত চীৎকার করেছ এই দুটো দিন ধ'রে?

অশনি। বাঘের গুহায় ঢুকবার আগে আটঘাট বেঁধে নিতে হয়—বেরুবার পথ খোলসা রাখতে হয়! আমি ত আর অভিমন্যুর মত ছেলে মানুষ নই—কিছু বয়স হয়েছে। এখন বল—কেমন ছিলে? রোগা হয়ে গেছ যে নীলা!

নীলা। (হাসিয়া) রোগা!

অশনি। তুমি আমায় অত ভালবাস কেন বলত? একটা বয়াটে হতভাগা—

নীলা। থা'ক—থা'ক—(মুখে হাত চাপা দিল)

অশনি। থা'ক তবে—তুমি চট করে তৈরী হয়ে নাও লক্ষ্মীটি— এখুনি বেরুতে হবে !

নীলা। কোথায় ? অ্যাঁ ?

অশনি। আমার সাথে ! আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে নীলা—তোমায় ছেড়ে থাকতে ! আমি তোমার জন্য নতুন বাড়ী বন্দোবস্ত করে এসেছি।

নীলা। এখুনি যেতে হবে ?

অশনি। এখুনি নয় ? একবার দেখা করতে কত বেগ পেতে হয়েছে —বলত ? আর যদি দেখা করতে না পারি ?

নীলা। এ রকম দেখা ক'রেও দরকার নেই—কি জানি কখন কি হয় ! আমি ভাবছি বাবার কথা !

অশনি। তা তুমি ভাবতে পার—ভাবাই উচিত—থা'ক তবে ! (গোঁফ পরিল)

নীলা। কী ভয়ানক ! দেখতে দেখতে চেহারা এতখানি বদল ! (হাসিল)

অশনি। আমি দেরী করবনা নীলা ! বোঝই ত হাড়কাঠে মাথা দিয়েছি—এক কোপের ওয়াস্তা ! তারা জানে—আমি খুনে ডাকাত—কত কি ! তাদেরই দোষ কি—আমার স্ত্রীই যখন আমায় নির্দ্দোষ ব'লে বিশ্বাস করে না !

নীলা। তুমি নির্দ্দোষ ? আমায় সত্যি করে বল—ওগো সত্যি করে বলনা !

অশনি। বললে কি হবে ?

নীলা। বলই না! তোমার দোষ নেই জানলে আমি যে ভগবানের কাছে দাবী ক'রবার জোর পাই।

অশনি। আর যদি বলি—আমার দোষ আছে?

নীলা। (নত মুখে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে) তা হলে দাবী আর করব না—ভিক্ষা চাইব!

অশনি। তবু চাইবে? দোষী জানলেও?

নীলা। চাইব না? তুমি যে স্বামী! (অশনির কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

অশনি। আমার দোষ—ঐ করালীরা কে কোথায় কি ক'রে বেড়িয়েছে—অথচ সব সময়ে তাদের অশনিদার কাছে আড্ডা কিনা! কাজেই—আমি নিজে কখনো কিছু করিনি নীলা—ওরা যে রকমটা ব'লছে—

(সমরনাথের প্রবেশ—পশ্চাৎ দিক হইতে)

সমর। নীলা - একটা কথা—একি শঙ্কর দা! তুমি এরি মধ্যে ফিরলে?

(নীলা চমকিয়া উঠিল—অশনি তাহার কাণে, কাণে বলিল—'চুপ—নড়োনা।' অশনি পশ্চাৎ দিকে হাত নাড়িয়া সমরনাথকে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল ও অন্য হাত নীলার মাথায় বুলাইয়া তাহাকে যেন সান্ত্বনা দিতে লাগিল)

সমর। আচ্ছা—আমি কিছু পরে আসছি শঙ্কর দা! জরুরী কথা আছে। (প্রস্থান)

অশনি। (শুষ্ক হাস্যে) তুমি বড্ড ভয় পেয়েছ নীলা।

নীলা। আর এক মিনিটও দেরী নয়! ভগবান বাঁচিয়েছেন।

অশনি। ভগবানের কাছে যে উকিল খাড়া করেছি -না বাঁচিয়ে তিনি করেন কি ?

নীলা। বেরিয়ে যেতে—যদি সমর কাকা কি আর কেউ দেখে ?

অশনি। দেখবে বই কি—কিন্তু ভরসা করে কেউ শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করতে আসবে না যে সে তার মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে !

নীলা। ছিঃ ছিঃ—কি যে বল ! (অশনির হাস্য)

নীলা। এক মিনিটের মধ্যে আসছি—

অশনি। কাপড় চোপড় বুঝি ?

নীলা। ছাই কাপড় চোপড়—

ছুটিয়া ভিতরে গেল—পরক্ষণেই একটা ফটো লইয়া ফিরিয়া আসিল। নীলার অনুপস্থিতির সুযোগে অশনি পকেট হইতে খড়ি বাহির করিয়া দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে কি লিখিল।

অশনি। বাবার ফটো ?

নীলা। বাবা—এই কাল দিয়ে গেছেন। চল এই বারে !

অশনি। বাবার জন্য যদি বড্ড কষ্ট হয়, না হয়—থা'ক নীলা—

নীলা। এ কষ্ট সব মেয়েরই হয়—কিন্তু স্বামীর সাথে আবার না যায় কে ? (অশনির হাত ধরিয়া প্রস্থান)

ক্ষণপরে নেপথ্যে মোটরের হর্ণ—মোটর চলিয়া যাওয়ার শব্দ)

(সমরনাথ ও ঝির প্রবেশ)

সমর। শঙ্করদা কি নীলাকে নিয়ে বেড়াতে গেল নাকি—ঝি ?

ঝি। কই—আমি ত দেখিনি !

সমর। আমি দেখে ছুটে আসতে আসতে মোটর হাওয়া দিলে— অথচ জরুরী কথা রয়েছে—

(শঙ্করপ্রসাদের প্রবেশ)

সমর। এইযে—শঙ্করদা ফিরে এসেছ? একা যে? নীলাকে রেখে এলে কোথায়? এক মিনিটের ভেতর।

শঙ্কর। নীলাকে! এক মিনিটের ভেতর!

সমর। অ্যাঁ? তুমি যে এই মাত্র মোটর করে নীলাকে নিয়ে—

শঙ্কর। আমি? (বসিয়া পড়িলেন) আমি ত ভূতনাথ গড়গড়ির—

সমর। তবে? তবে?—

শঙ্কর। সমর—সমর! দেয়ালে কি লেখা?

সমর। (ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন) 'পিছু ছাড়—নইলে নীলা মরবে!'

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাঞ্চনী গ্রামে বাসুদেবের বাটী।

দালানে ইজি চেয়ারে—বাসুদেব ।

বাসু। কেষ্টা—ওরে—তামাক দিয়ে যা!

(কেষ্টা গড়গড়ায় তামাক দিয়া গেল—
বাসুদেবের তামাকুসেবন)

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। ব'লে গেলাম—শরীরটে ভাল নয়—একটু শুয়ে থাক গিয়ে—তা অত আকাশ পাতাল ভাবনা হচ্ছে কি?

বাসু। কই না—ভাবনা আবার কি?

মহা। আমার মাথা—আর মুণ্ডু—আর কি! কাল স্কুলের মীটিং আছে—তারই কথা ভাবছ নিশ্চয়! নাও—ঘরে গিয়ে শোও! সবে বেলা বারোটা—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর—এখন আর বেরুতে পাবে না!

বাসু। স্কুলের জন্যও ততটা নয়—আসচে হপ্তায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কটার সালিয়ানা মীটিং আছে—হিসেব পত্তর গুলো—দেখা দরকার।

মহা। সে ত তারুই রয়েছে! তুমি না গেলে বুঝি আর হিসেব হবে না?

বাসু। না—তা হবে না কেন! তাহ'লে শুই গিয়ে আর কি!

(খবরের কাগজ লইয়া কেষ্টলাল ভৃত্যের প্রবেশ)

কেষ্ট। কাগজ—

মহা। তোর যদি মগজ থাকত—তবে কাগজ আন্‌তিস্‌ আরও দু' ঘণ্টা পরে!

কেষ্ট। বাঃ—আমি বলে আরও হ'রে পিওনের কাণ মলতে বাকী রেখেছি—কাগজ আনতে দেরী করেছে ব'লে—

বাসু। বেশ করেছিস্‌—যা! তোমার মতলব আর হাসিল হয় না গিন্নী! বরাতে যা নেই—তা মাপানো শক্ত! দিনে ঘুমুব আমি?

কেষ্ট। মা ঠা'ন— তুমি আজ খাবে দাবে না? বেলা কি আছে?

বাসু। ও হো—হো! তুমি না খেয়ে এসে আমায় ঘুমোবার উপদেশ দিচ্ছ? জান—উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তের জোর বেশী? তুমি খেয়ে এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও—দেখবে দেখাদেখি আমারও চোখ জড়িয়ে আসছে—বাঃ—(কাগজ খুলিয়া) দেড়গজী হরফে হেডিং দিয়েছে দেখছি—'দস্যুপতি এখনো ফেরার—করালী প্রভৃতি দস্যুগণের বিচার আরম্ভ!'

মহা। ওই—সেদিন যারা কলকেতায় ধরা পড়ল?

বাসু। তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ! যাও—যাও— খেয়ে নিয়ে বামুন মেয়েকে রেহাই দিয়ে এসো! আমি ততক্ষণ কাগজ প'ড়ে নি—তোমায় গল্প বলব'খন তারপর!

মহা। ওঃ—কচি খুকী পেয়েছেন কিনা—উনি আমায় গল্প বলবেন!

বাসু। তা যদি বললে গিন্নী—(সোজা হইয়া বসিলেন) কচি খুকী যদিও তুমি ঠিক নও—তবু সত্যি কথা বলতে হবে বইকি—

মহা। থা'ক—থা'ক—আর দুপুর বেলায় সত্যি কথার বস্তা খুলে বসো না—(প্রস্থান)

(বাসুদেব হাসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিলেন)

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত। দাদামশায়!

বাসু। কে—অজু? সেই ডাকাতগুলোর বিচার আরম্ভ হয়েছে!

অজিত। কোন ডাকাত—দাদামশায়?

বাসু। তুই কাগজ পড়িসনে বুঝি? ওই যে—সেই কলকেতায় করালীরা! তারা খুন করেছিল—ডাকাতি করেছিল—কি যে না করেছিল—তা জানিনে!

অজিত। এইবার জেলে যাবে—দ্বীপান্তরে যাবে—ফাঁসী যাবে—কোথায় যে না যাবে—তাও জানিনে! বদমাস—ছোটলোক—

বাসু। সবাই যে তারা ছোটলোক—তা নয়! ভদ্রলোকও আছে! ঐ করালী—কামাখ্যা—

অজিত। ভদ্রলোক! পরের টাকা চুরি—দেশের মধ্যে ডাকাতি—

বাসু। তারা বলে—দেশের কাজ!

অজিত। ছাই দেশের কাজ! আমরা দেশের কাজ করিনে?

দেশের লোকের গলায় ছুরি মেরে আবার কিসের দেশের কাজ?

বাসু। কে জানে? হয়ত—লোভ ভয়ানক জিনিষ—অজু!

অজিত। লোভের জন্য বড় জোর পরের গাছের পেয়ারা খেতে পারা যায়—তা বলে পরের টাকা—

বাসু। হাঃ হাঃ হাঃ—তুই ঠিক বলেছিস অজু! দেখিস—পরের টাকার উপর তুই কখনো যেন নজর দিসনি!

(দীর্ঘনিশ্বাস)

অজিত। দাদামশায়!

বাসু। রাগ করিসনে অজু! কিন্তু—পরের টাকা—পরের বউ—এ সবের উপরও নজর দেয় লোকে! ঐ ভদ্রলোকের ছেলেরাই!

অজিত। কক্ষনো দেয় না—আপনি বললেই শুনব? (প্রস্থান)

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি গো! তুমি এখনও—

বাসু। গিন্নি! অজিত বললে কি জান—বললে—পরের টাকা—পরের বউ—এ সবের ওপর ভদ্রলোকের ছেলেরা কখনো নজর দেয় না!

মহা। সব কথাই ঘুরে গিয়ে সেই এক জায়গায় ওঠে! বলি—অজু দুধের ছেলে—তার মাথায়—এ কথা এল কোথা থেকে? তুমিই কথা তুলেছ—তুমিই কথার জবাব খুঁচিয়ে বা'র করে নিয়ে এখন তাই নিয়ে ভেবে ভেবে—

আকাশ পাতাল তোল পাড় ক'রছ! তোমায় নিয়ে আমি করি কি—বল ত?

বাসু। পাগলা গারদে পাঠিয়ে দাও—আর কি করবে?

মহা। নিজের ছেলে হ'লেও বুঝতাম—ভা'গ্নে একটা মানুষ করেছিলে মাত্র! পরগাছার জন্য অত কেন?

বাসু। নিজের ছেলে হোক—আর বোনের ছেলে হোক—আমার ত নিজের একটা নেই—তাকেই আপনার ব'লে মানুষ করেছিলাম। তুমি ত বুকে করে তাকে অত বড়টা করে তুলেছিলে!

মহা। সে কথা আর ভেবে কি হবে—আচ্ছা, অত বড় পাপটা সে করলে কি করে?—মালতী বৌমার দিকে কুদৃষ্টি—

বাসু। এতগুলো বছর—তার ভেতর একবার খোঁজ নিলে না—বুড়োবুড়ী আছে না মরে গেছে! বুকে করে মানুষ করার কি কোন দাম নেই?—নাঃ—খোঁজ নেয়নি ভালই করেছে গিন্নী! যদি নিত—যদি ফিরে আসতে চাইত—আমি কি ক'রতাম?

মহা। কি ক'রতাম—তার মানে?

বাসু। তাকে বুকে তুলে না নিয়েই বা পা'রতাম কি করে—আর তাকে মালতীর সাথে এক গাঁয়ে ঠাঁই বা দিতাম কি করে?

মহা। কী যে পাগলামি তোমার! মালতী যে এখন আধবুড়ো! কবে পনেরো বছর আগে বয়সের দোষে ছেলের কি একটা খেয়াল হয়েছিল—

বাসু। যা'কগে—যেতে দাও ও কথা—(কাগজ তুলিয়া লইয়া) ডাকাতের সর্দার—অশনি কুমার ধরা পড়েনি গিন্নী !

মহা। অশনি ?

বাসু। নাম শুনেই চমকে গেলে যে ! ভয় নেই—অশনি আর অসীমে এক 'অ' ছাড়া সবই যে আলাদা !

মহা। না—না—অসীমের কথা এর ভেতর কেন ? আমি কি তাই বলছি ?

(কেষ্টর পুনঃ প্রবেশ)

মহা। কি রে কেষ্টা !

কেষ্ট। তার একটা—

বাসু। তার ? তার আবার কি ? (তার লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন) গিন্নী ! গিন্নী !

মহা। ওকি—ওকি—তুমি অমন ক'রে উঠলে কেন ? কেষ্টা—

(উভয়ে বাসুদেবকে ধরিলেন)

বাসু। তার—তার করেছে গিন্নী—তার করেছে অসীম !

মহা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অসীম !

বাসু। জাপান—জাপান থেকে ফিরে এসেছে—অসীম জাপান থেকে ফিরে এসেছে—

মহা। বাবারে আমার—(কাঁদিয়া ফেলিলেন)

বাসু। কেষ্টা—একবার তারণকে ডাক—মালতী বৌমাকে ডাক—আমার অসীম যে ফিরে আসতে চায় ! পনেরো বছর পরে—সে যে আজ আমার কাছে ফিরে আসতে চায়—ওরে—সে যে ফিরে আসতে চায় !

তৃতীয় দৃশ্য

সুধাকরের বাটী—একটী কক্ষ।

হীরেমন ও নকুড়

হীরে। মাইরি?

নকুড়। হুই—হুই—আমি কি মস্করা করবান? পাগলা বাবুডা ত জ্যালের দরোজা থনে লইয়া আইল—ক্যাত আদর—ক্যাত যত্তন—একদিন বকশিষ করবান তিরিশ টাহা, একদিন দিবান বউয়ের ঝলমলিয়া শাড়ী হান!

হীরে। শাড়ী? বেচে ফেললে বুঝি?

নকুড়। ফুরসৎ পাইলাম না! তেখনেই ট্যারাম ধরলাম কি না—তোমারে লইয়া আসবার লাইগ্যা! তোমারে মানাইবান ভাল! ভাহোনা—(ক্যাম্বিশের ব্যাগ খুলিয়া শাড়ী বাহির করিল)

হীরে। বাঃ—বাঃ—এ যে বেনারসী! (শাড়ীর ওপরেই শাড়ী পরিল)

নকুড়। খোলবান না—মাথার কিরিয়া—খোলবান না!

হীরে। তুমি যদি দাও ভাই—তবে আর খুলব কেন? কেই বা আমার আছে? দলকে দল ছত্তর ভাঙ্গা—কেউ জেলে—কেউ কোথায় তার হদিশ পাবার জো নেই!

নকুড়। তা তুমি—হেঃ হেঃ হেঃ—আমার সাথে—হেঃ হেঃ হেঃ—

আমার সাথে যদি—কি আর কইবান—নকুড় চন্দ্র কীরমির নাল নহান—ভদ্দর নোক !

হীরে। তা—তুমি যদি খেতে পরতে দাও আর আদর যত্ন কর—

নকুড়। আদর করবান না আবার? কলিজার লাহান আদর করবান ! (দুইজনে গলাগলি করিয়া চলিয়া গেল)

(সুধাকরের প্রবেশ)

সুধা। কী সর্ব্বনাশ ! চপলা আর নকুড় না? গলাগলি ! চাকরের সাথে প্রেম ! এঁ্যা—এও কি সম্ভব? চপলা ! আমার স্ত্রী হয়ে? চপলা? কিন্তু—না হবে কেন ! ওহো হো হো—ক্রিমিনলজি ! তুমি যে এমন মর্ম্মান্তিক ভাবে আমার জীবনে ফলবে—তা আমি কি জানতাম? চপলা ! আমার অদৃষ্টে আমার স্ত্রীই হ'ল—ওই যে ব্যাটা নকুড় আসছে—

(নকুড়ের প্রবেশ)

সুধা। ব্যাটা পাজি ! আমারি বুকে বসে আমারি দাড়ি ওপড়ানো? আমারি খেয়ে আমারি স্ত্রীর সাথে—

(প্রহার)

নকুড়। আপনের স্ত্রী ! ভুল দেখলান বাবু ভুল দেখলান। হীরেমন—আমার হীরেমন—

সুধা। ব্যাটা মিথ্যুক ! মুখ দেখিনি বটে—কিন্তু জলজ্যান্ত সেই কমলা রংয়ের বেনারসী—যা মোটে দু'হপ্তা আগে

নিজের হাতে কিনে দিয়েছি ! সে কি ভুল হবার জো আছে ব্যাটা ?

নকুড়। শাড়ী দেংলান আর অমনেই ইস্ত্রি ঠাওরাইলান ? ও শাড়ী এই বেগডার মইধ্যে আছিলান—হাত্তোর শালা বেগ—(ব্যাগে লাথি) তোরে ভুলিয়াই আমার হাড়ির হাল—তোরে লইতে যদি ফিরিয়া না আইবান ত বাবু মোশা আমার নাগাল পাইবান ক্যামনে ?

সুধা। ব্যাগ ? তোর ব্যাগের মধ্যে চপলার শাড়ী ? তুই চুরি করেছিস্ ?

নকুড়। অ—ইয়া—না—আমারে কি কীরমির নাল কইবান আপনের ক্যাতাবে ? ও শাড়ীহান আপনেই আমারে বক্‌শিষ করলান !

সুধা। আমি বকশিষ করলাম—ব্যাটা—চপলার বেনারসী ? আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই !

নকুড়। মনে থাকবান ক্যামনে ? আপনের ঘুমে দুই চক্ষু জুড়িয়া যাইবান—কইলান—'বাপধন নকুড়চন্দ্র ! চপলা কীরমির নাল হইবান ! বেনারসীডা উয়ারে দিবান না ! তুমি রাগ্‌খ—বিয়া করলে তারে দিবান।' আমি ত বিয়া করবান—ঠিক করলান। তাই শাড়ীডা তারে দিলান—বউডারে দ্যাখবান বাবুমোশা ? ও হীরেমন—হীরেমন—বাবুমোশা ! দেখবান—কি খাপসুরৎ বউ মিলবান নকুড় চন্দ্রের কপালে !

(হীরেমনের প্রবেশ ও প্রণাম)

সুধা। এঁ্যা—একেই দেখেছিলাম নাকি তা হ'লে? চপলা নয়? আঃ—বাঁচলাম!

হীরে। বাবু মোশা—

সুধা। নকুড়—তুমি যাও—আর আমার সামনে এস না—

নকুড়। সে কি কন বাবু মোশা? আমি আপনারে ছাড়তে পারি?

সুধা। না—না—তুমি যাও—তুমি আমার ক্রিমিনলজি মিথ্যা করে দিয়েছ! ওহো হো হো—আমার আজন্মের সাধনা!

নকুড়। আপনের ক্রীরমির নালের শোকডাই বেশী অইল—আর স্ত্রীরে ফির‍্যা পাইলান—

সুধা। তুই বেরো—তুই কি বুঝবি?

নকুড়। আচ্ছা—তা যাইবান এহন—কিন্তু হীরেমনরে দ্যাশে রাইখা চট করিয়া ফিরবান বাবু মোশা!

হীরে। দেশে গিয়ে ঘর গেরস্থালী করতে হবে—কিছু বক্‌শিষ কর্ত্তে আজ্ঞা হয় বাবুমোশা!

সুধা। আচ্ছা এই—যা আছে এই নিয়ে যা— (টাকা দিলেন)

নকুড়। আরে—বকশিষের জইন্য ভাবনা কি! বাবু মোশার যা আছে সবই তো আমাগোর! না দিয়া যাইবান কোথা! একবার করিয়া আসবান—লইয়া লইয়া যাইবান—

সুধা। ওরে ব্যাটা—(তাড়া করিল—হীরেমন ও নকুড়ের প্রস্থান)

নাঃ—এখন চপলকে মুখ দেখাই কি করে? ওই যে—এই দিকেই আসছে! কি বলি?

(চপলার প্রবেশ)

হ্যাঁ চপল! আমার এ স্মরণশক্তি নিয়ে ত আর পারি না। কাকে কি দিই—মনে রাখতে পারি না মোটেই!

চপলা। ওগো শুনছ! আমার নতুন বেনারসীখানা খুঁজে পাচ্ছি না!

সুধা। তা—তা—কোথাও ভুলে ফেলে এসে থাকবে।

চপলা। এ নিশ্চয় তোমার ওই নকুড় চন্দ্রের কীর্ত্তি—ঢের খুঁজেছি চারদিকে—কোথাও নেই! নিশ্চয়ই চুরি করেছে ঐ নকুড়চন্দ্র তোমার—থুড়ি—নিশ্চয় তুমি বকশিষ করেছ তাকে!

সুধা। তা—তা বটেই ত! বকশিষ করে থাকতেও পারি বই কি!

চপলা। যদি করে থাক—তবে বলতে হয়—একটু সামান্য ভুল করেছ!

সুধা। অর্থাৎ?

চপলা। নকুড়চন্দ্র পুরুষ—বেনারসী তার অঙ্গে মানাবে না—

সুধা। যার অঙ্গে মানাবে—তেমন লোকও তো সে জুটিয়ে নিতে পারে! সে বিয়েও তো কর্ত্তে পারে? অথবা বেনারসী পরবার লোভে সে স্ত্রীলোকও ব'নে যেতে পারে ত!

চপলা। তা বেশ—তুমি সেই স্ত্রীলোকটীকে নিয়েই ঘর কর! আমি আজই এই—বাপের বাড়ী চল্লাম! তোমার নকুড়চন্দ্র

আর আমি—একজনকে শ্মশানের চিতায় না তুলে আর এক জনকে ঘরে তুলতে পারবে না তুমি! (প্রস্থানোদ্যতা)

সুধা। চপলা—শোন—শোন—Perhaps in this instance I owe you an apology—অর্থাৎ শাড়ীটা অর্থাৎ criminologyর থিওরিগুলো—সব নকুড়চন্দ্রের সঙ্গে আজ থেকে বিদেয় দিলাম চপল!

চপল। অ্যাঁ!—

———

চতুর্থ দৃশ্য

(বরানগরের এক প্রান্তে ভাঙ্গা বাড়ী—সম্মুখে জঙ্গল।

বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অশনি ও নীলা)

অশনি। নীলা!

নীলা। অ্যাঁ!

অশনি। নীলা!

নীলা। কিগো—

অশনি: কাছে এস!

নীলা। বাঃ! খুব অনেক—অনেক দূরে রয়েছি—নয়?

অশনি। নাঃ—তুমি দূরে আছ তা বলতে পারি না! তুমি কাছেই এসেছ—এসেছ বলেই তোমায় পেয়েছি—যেমন সূর্য্যের আলো কাছে আসে বলেই—পৃথিবী তাকে পায়! নইলে—পাবার যোগ্যতা—তার কিছুই নেই!

নীলা। তুমি হেঁয়ালী কইতে সুরু করলে যে!

অশনি। হেঁয়ালীর মতই একটা জিনিষ ঠেকছে নীলা—তোমায় পাওয়া যদি ভাগ্যেই ছিল—দুদিন আগে পেলাম না কেন?

নীলা। পেলে কি হ'ত?

অশনি। পেলে আমি আর এক রকম হতাম বোধ হয়।

নীলা। আর এক রকম? এখনও সময় আছে ত!

অশনি। আছে?—হাঁ—যখন তোমায় শিবপুজো করতে দেখি—তখন যেন মনে হয়—আছে! একবার চেষ্টা করব নাকি?

নীলা। কর না! কর না! তুমি ত খুব মন্দ নও—চেষ্টা করলে ভাল হবে না কেন?

অশনি। খুব মন্দ নই? (হাস্য) তোমার কাছে এই কয়দিন চব্বিশ ঘণ্টা থেকে থেকে—আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বটে—যে আমি সত্যই খুব মন্দ নই! তবে—স্বপ্ন দেখার মত—সে মনে হওয়ারও মূলে ভিত্তি বিশেষ কিছু নেই!

নীলা। তুমি সত্যি সত্যি কতখানি মন্দ তা আমি জানতে চাইনে! বাবার মুখে যতখানি শুনেছি—সবই যদি সত্যি হয়—তাতেও আমি ভয় পাইনে! তোমায় আমি ভাল করব—আমায় তুমি শুধু সেই সুযোগটুকু দাও!

অশনি। সুযোগ?

নীলা। আর কিছু নয়—আমায় কেবল তোমার কাছে থাকতে দিও! আমায় ফেলে কোথাও যেও না—আমায় ছেড়ে কোথাও থেকোনা—এইটুকু শুধু! আমি তোমায় ভাল করবো—আমি পারব তোমায় ভাল করতে! দেবে ত? আমায় এ ভিক্ষাটুকু দেবে ত?

অশনি। দেব নীলা! তবে কর্ম্মফল বলে একটা জিনিষ আছে—আমি তোমায় ছাড়তে না চাইলেও হয়তো ছাড়াছাড়ি ঘটিয়ে দেবে—

নীলা। না—না—না—

অশনি। অমনি ধারা—'না—না—না' বললেই কি যমকে ঠেকিয়ে রাখা যায় নীলা?

নীলা। যায় বই কি! সাবিত্রীর 'না' শুনে যমকে ফিরেই যেতে হয়েছিল—জান না?

অশনি। অঁ্যা—(মুগ্ধ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নীলাকে দেখিতে লাগিল)

নীলা। আমি সাবিত্রী ব্রত করব—শিবপূজো করব—তুমি শুধু আমার কাছে থেকো—আমায় কাছে থাকতে দিও!

দেব—চল—আজই তোমায় নিয়ে চলে যাই—

নীলা। কোথায়? এখানে ত বেশ আছি—শুধু তুমি আর আমি—

অশনি। এখানে বেশী দিন ত তুমি আর আমি—একলা থাকতে পারব না নীলা! পুলিশও আসবে—আমার কুকর্ম্মের সঙ্গী যারা ধরা পড়েনি—তারাও আসবে।

নীলা। আসবে?

অশনি। কয়েদীরা পুলিশের চাপে পড়ে অনেক কথাই বলেছে—এ লুকুনো আড্ডার কথাও নিশ্চয় বলেছে! বাঁচোয়া—যে এ আড্ডার গল্পই তারা আমার মুখে শুনেছে—কেউ কখন চোখে দেখেনি! বরানগরের আড্ডা—না বরানগরের আড্ডা!

নীলা। কেউ দেখেনি ত?

অশনি। একজন—হাঁ—একজন দেখেছে—সে ধরা পড়েনি—সে ঐ তড়িতা!

নীলা। তড়িতা! সেই—সেই—

অশনি। হাঁ—সেই মেয়েটী! পুলিশের চেয়ে তাকে এখন আমি বেশী এড়িয়ে চলতে চাই! তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি ঘটাবার জন্য সে আগুনে ঝাঁপ দিতেও রাজী!

নীলা। তবে চল যাই—কোথায় যাবে? এমন একটা জায়গা—যেখানে—

অশনি। আছে একটা জায়গা—সেখানে কিছুদিন অন্ততঃ আমরা নিরাপদেই থাকব—আমার বাড়ী!

নীলা। বাড়ী!

অশনি। আমার মানে—আমার মামার বাড়ী! কলকেতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া চটপট দরকার হতে পারে ভেবে আমি মামাকে একটা তারও করেছিলাম—তার জবাবও পেয়েছি! এই যে—সকালে ডাকঘরে গিয়েছিলাম—ঐ তারেরই আশায়—(পকেট হইতে টেলিগ্রাম বাহির করিল ও নীলাকে দিল)

নীলা। 'Come at once—Basudeb'—বাসুদেব তোমার মামার নাম বুঝি? (উদ্দেশে প্রণাম)

অশনি। হাঁ—

নীলা। নাম শুনেই মনে হচ্ছে যেন আমার কতই আপনার! গাঁয়ের নাম কাঞ্চনী বুঝি? কি মিষ্টি নাম!

অশনি। গাঁয়ের নামও মিষ্টি—মামামামীর স্নেহটুকুও মিষ্টি—চল সেই খানেই যাই—

নীলা। নিশ্চয়ই—আজই!

অশনি। একটা অপরাধ করেই সেখান থেকে বেরিয়েছিলাম অবিশ্যি—তা এতদিনে সবাই তা ভুলে গেছে! আর তুমি সঙ্গে রয়েছ—

নীলা। তারটা রাখবে—না ছিঁড়ে ফেলবে?

অশনি। ছিঁড়ব না—টুকরোগুলো কেউ দেখলেও বিপদ! আগুনে পুড়িয়ে ফেল! কাঞ্চনীর ঠিকানা যদি কেউ জানে—আমাদের আশ্রয়টুকুন গেল!

(দূরে তড়িতাকে দেখিয়া)

অশনি। নীলা!

নীলা। ওকি—অ্যাঁ—কি হ'ল?

অশনি। যা ভেবেছি—তাই! এসেছে!

নীলা। কে—পুলিশ?

অশনি। না—তড়িতা! আমি ওকে এখান থেকেই বিদেয় করবার চেষ্টা দেখি! আর দু ঘণ্টা বাদে যদি আসত! বিভ্রাট ঘটালে—

নীলা। তোমার জামার পকেটে দেশলাই নেই? আমি এ কাগজ গুলো পুড়িয়ে ফেলি—

অশনি। এখুনি পোড়াও!

(হতাশা সূচক শব্দ করিয়া দেশলাই নীলার হাতে দিল—নীলা দ্রুত চলিয়া গেল। তড়িতার প্রবেশ)

অশনি। তড়িতা যে!

তড়িতা। কপোত কপোতীর কুশল ত?

অশনি। তুমি ঠিক আঁচ করেছ দেখছি!

তড়িতা। আঁচ ঠিক করেছি ব'লে তোমার বাঁচবার এখনো আশা আছে!

অশনি। মানে?

তড়িতা। মানে—ঠিক আঁচ শুধু আমি করিনি - শঙ্কর প্রসাদও করেছে!

অশনি। অ্যাঁ!—

তড়িতা। মোটর থেকে নেমেছে এক সাপুড়ে! এই মিনিট পাঁচেকের পথও নয়—মাঠটার ওধারেই! ভাগ্যিস্ আমায় দেখতে পায়নি—মোটরের আওয়াজ পেয়ে—ঝোপের মাঝে লুকিয়েছিলাম!

অশনি। শঙ্করপ্রসাদ?

তড়িতা। ওরফে সাপুড়ে!

অশনি। শঙ্করপ্রসাদ নাও হতে পারে—

তড়িতা। তা না হতে পারে—কিন্তু পুলিশ তার ভুল নেই!

অশনি। তা বোধ হয় নেই—কারণ সাপুড়েতে মোটর চড়ে না!

তড়িতা। কি করবে?—

অশনি। কি করব? দিনের বেলা—গাড়ীর বন্দোবস্ত নেই—পুলিশের সামনে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করা পাগলামী! বিশেষ—সঙ্গে রয়েছে নীলা!

তড়িতা। নীলাকে সঙ্গে র খতেই হবে—কেমন? তুমি ধরা পড়ে ফাঁসীই যাও—আমার বয়ে গেছে! (প্রস্থানোন্মতা)

(নেপথ্যে বংশী ধ্বনি)

অশনি। সাপুড়ের বাঁশী—

তড়িতা। সাপ ধরতে বেরিয়েছে—সাপ হয়ে যদি ছোবল মারতে পারতাম—

অশনি। তুমি একটু পাহারা দাও—আমি নীলাকে লুকোতে বলি—

তড়িতা। পাহারা উপর থেকেই ভাল দেওয়া যাবে ; আমার নীলাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে—

অশনি। হচ্ছে নাকি ?— (তড়িতার হাত ধরিল)

তড়িতা। ওকি ?—

অশনি। (তড়িতার কটি-বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া) এইবার তাহলে এস নীলাকে দেখতে !

তড়িতা। আমি কি নীলাকে খুন করতে এসেছিলাম ?

অশনি। কি জানি—সাবধানের বিনাশ নাই ! (ভিতরে ঢুকিল)

তড়িতা। এত প্রেম—অ্যাঁ ! (ভিতরে ঢুকিল)

———

পঞ্চম দৃশ্য

বরানগরের ভাঙ্গা বাড়ীর কক্ষ

(নীলা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়া টেলিগ্রাম পোড়াইতেছিল—কাগজখানা পুড়িয়া গেল—খামখানা হাতে লইয়া আর একটা কাঠি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে—এমন সময়ে সাপুড়ের বাঁশী শোনা গেল। উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে শুনিতে—দেশলাই কাঠি নিবিয়া গেল। আবার একটী কাঠি জ্বালিয়া খাম আগুনে ধরিতেই দেখিল—বাগানের প্রান্তে সাপুড়ের প্রবেশ—কৌতূহল ভরে সেইদিকে চাহিতেই—কাঠি বাতাসে নিবিয়া গেল। আর একটি কাঠি জ্বালিতে গিয়া দেখিল বাক্সে আর কাঠি নাই—হতাশ আক্ষেপের শব্দ করিয়া বাক্স মেজেতে ফেলিয়া খাম হাতে নীলা উঠিয়া দাঁড়াইল)

নীলা। একটা বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না! হাঁ—তাইত! সাপুড়ের বাঁশী—এই দিকেই ত আসছে! কেন?—আমার যে খাম খানা এখোনো পোড়ান হল না! আর ত কাঠি নেই! কি করি! আওয়াজ খুব কাছে! দেখতে হল! ওকি! সাপুড়ের মাথা থেকে পরচুল খসে পড়ল—

(বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বাগানের প্রান্তে সাপুড়ে-বেশী শঙ্কর প্রসাদ মাঝে মাঝে বিকৃত স্বরে সাপের মন্ত্র পড়িতেছিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে একটা গাছের ডালে খোঁচা লাগিয়া শঙ্কর প্রসাদের পরচুল

খসিয়া পড়িল—পিতাকে দেখিতে পাইয়া নীলা আত্মবিস্মৃত হইয়া সকাতরে চীৎকার করিয়া উঠিল।)

নীলা। বাবা—

শঙ্করপ্রসাদ 'বাবা' ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া পরচুল ঠিক করিয়া পরিয়া একটা ঝোপের আড়ালে সরিয়া গেলেন।)

নেপথ্যে অশনি। (সিঁড়িতে কঠোর স্বরে ডাকিল) নীলা !

নেপথ্যে তড়িতা। (তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া) কেমন ! চমৎকার সহধর্ম্মিণী বটে !

(হাসি শুনিয়া তাড়াতাড়ি নীলা হাতের খাম খানা পাকাইয়া মুঠির ভিতর লুকাইয়া ফেলিল।

(অশনি ও তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। তোমার উপর নীলার যতখানি টান—বাপের উপর তার চেয়ে বড় কম নয় ! নীলাকে নিয়ে ঘরকরণা—মানে হচ্ছে ডিনামাইটের উপর বসে থাকা !

অশনি। নীলা !

নীলা। আমি হঠাৎ বাবাকে দেখে—

তড়িতা। তার অপরাধ কি ? সে বাপকে ভালবাসে—সেটা ত দোষের কথা নয় ! বাপকে সকলেরই ভাল বাসা উচিত—এবং খুনে ডাকাতকে ভাল বাসা উচিত নয় কারুই !

অশনি। নীলা—বাবার কাছে যাবে ?

নীলা। না—না—আমি তোমার কাছে থাকব—

অশনি। রাখা উচিত কিনা—ঠিক বুঝতে পারছিনে ! বাপের উপর তোমার যে রকম টান—তাতে—আর উচিত

হলেও তোমায় কাছে রাখা সম্ভব হবে কিনা—খুবই সন্দেহ! তোমার ডাক শুনে গেছেন তোমার বাবা—সাথে যদি তাঁর বেশী লোক থাকে—এখুনি আমরা ঘেরাও হব।

তড়িতা। ও এখানে থা'ক--আমরা পালাই চল—

নীলা। না—না—আমি যাব—আমি যাব—তোমার সাথে!

অশনি। ওকে এখানে রেখে যেতে পারিনে তড়িতা—কারণ আমার একমাত্র আশ্রয়—কাঞ্চনীর ঠিকানা—ও জানে!

তড়িতা। কাছে রাখা বা ফেলে যাওয়া—দুই মারাত্মক—তাহলে—

নীলা। তুমি আমায় কাছে থাকতে দেবে বললে যে—আমি শিব পূজো করব—সাবিত্রী ব্রত করব—আমায় কাছে থাকতে দেবে বললে যে?

অশনি। কাছে থাকতে দেব বই কি—এস কাছে এস—কাছে এস!

(নীলাকে কাছে টানিয়া আনিল—তড়িতার মুখে ফুটিল শাণিত বিদ্রূপের হাসি—পরক্ষণেই গুপ্তদ্বার পথে নীলা ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল)

তড়িতা। সর্ব্বনাশ!

অশনি। কিসের সর্ব্বনাশ!

তড়িতা। কি করলে?

অশনি। ঠিকই করেছি—কি দরকার অনর্থক রক্তপাতে—নারী-হত্যায়! যেখানে গেল—সেখান থেকে ও আর কখনও উঠবে না! সেখানেই ওর চির সমাধি!

তড়িতা। হুঁ—তোমায় আমি বুঝেছি! নীলাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও—যে করেই হোক! ভাবছ—এর পর একদিন এসে ঐ পাতালের গহ্বর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে! তা হবে না—আমি তা হতে দেব না! মনে রেখো আমিও তড়িতা! ঐ গহ্বরেই যাতে ওর চির সমাধি হয়—তার ব্যবস্থা আমি না করে ছাড়ছি না!

অশনি। তোমার খালি সন্দেহ!

তড়িতা। কিন্তু মিথ্যা নয়!—সাবধান! পুলিশ!

অশনি। শুয়ে পড়!

(শঙ্করপ্রসাদের প্রবেশ)

শঙ্কর। কোথায় পালাবি? ওঃ—

অশনি বোমা নিক্ষেপ করিল—গৃহপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া শঙ্করপ্রসাদের উপর পতিত হইল—অশনি ও তড়িতা পলায়ন করিল)

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাঞ্চনী গ্রাম—বাসুদেবের বাড়ীর দালান।

বাসুদেব, মহামায়া, তারণ, মালতী ও অজিত।

মালতী। কাকীমা! আমি এখন যাই না কেন? আমার বড্ড কেমন—কেমন লাগছে!

মহামায়া। বোঝ না মা—একটা অন্যায় হয়ে গিয়েছিল—লজ্জাটা প্রথম চোটেই ভেঙ্গে যাওয়া ভাল!

তারণ। আমরা ত তা মনে করে বসে নেই কাকীমা!

মহামায়া। সেও নেই! তবু—শুনছো—বাইরে পাল্কীর আওয়াজ যেন?

বাসুদেব। অ্যাঁ—দেখ ত—দেখ ত বাবা তারণ—(তারণের প্রস্থান)

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত। অষ্টারলিজ জয় করে নেপোলিয়ন যখন দেশে ফিরে আসেন—

বাসু। থাম ত ফাজিল—

অজিত। কাউকে খবর না দিয়ে এসেছিলেন। দেশের লোকে বললে—

বাসু। দেশের লোক বললে কলির শেষে বাংলা দেশের ছোকরারা সব ফাজিল হবে।

(তারণকৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ)

তারণ। কই—না ত!

বাসু। বুড়ো হলে মানুষ কাণে খাটো হয়—তোমার কাকীমার কাণ দিন দিন লম্বা হচ্ছে!

তারণ। (হাসি চাপিয়া) ষ্টেসনে হরিশ গেছে, অনন্ত গেছে—অসুবিধে কিছু হবে না অসীমের!

বাসু। অসুবিধে আবার কি? অচেনা পথ ত আর নয়?

তারণ। অজু সাইকেলটা নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে যাক্ না কেন?

বাসু। তা—যাক!

অজিত। কলির শেষে ছোকরারা যে ফাজিলই হয়েছে শুধু—তা নয়! তারা কাজের লোকও হয়েছে— (প্রস্থান)

বাসু। অজু নেই—এই বেলা বলে নিই বৌমা—(মালতী অগ্রসর হইয়া আসিল) আমায় লজ্জার দায় থেকে বাঁচিও মা! তুমি বুদ্ধিমতী—বেশী কি বলব!

তারণ। বড় কাকা! এক যুগ আগে—ছেলেমানুষের কি একটা খেয়াল হয়েছিল—তা কি আমরা মনে করে বসে আছি?

বাসু। ছেলেটা ঘরে ফিরছে গিন্নী—খাবার দাবার—

মহামায়া। ভাগ্যিস মনে করে দিলে—নইলে ছেলে কি খেতে পেত?

বাসু। ভেবেছিলাম গাঁয়ের সবাইকে আজ বাড়ীতে ডাকি—সবাইকে পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দি!

মহামায়া। কেউ ত নিষেধ করে নি।

বাসু। তারপর ভাবলাম—আজকের দিনটা যাক—পরে হবে'খন!

তারণ। সেই ভাল হয়েছে! এতদিন পরে এল, বেশী ভিড়টে আজকার দিন না হয়—সেই ভাল। এই যে অজু—

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত। The conquering hero comes!

তারণ। তোর কি মাথা খারাপ হ'ল—অ্যাঁ!—তোর কাকা যে!

অজিত। তাই ত তাঁর গৌরবে নিজেও ফুলে উঠ্‌ছি! জাপান দিগ্বিজয় করে বাঙ্গালীর ছেলে ঘরে ফিরছে—

বাসু। এসেছে—অ্যাঁ? কতদূরে—অ্যাঁ?

অজিত। ষোল বেহারার পাল্কী—উড়ে আসছে—ওই দেখা যায়-

বাসু। দেখা যায়—অ্যাঁ? (তাড়াতাড়িতে উঠিতে যাইয়া কোঁচা খুলিয়া গেল) অসীম—

তারণ। ব্যস্ত কেন বড় কাকা—এখনো আসেনি!

বাসু। ঐযে--ঐযে—গিন্নী—(ছুটিয়া বাহির হইলেন)

মহামায়া। তারণ—দেখ দেখ—পড়ে টড়ে না যান—

(তারণ ও মহামায়া বাহির হইয়া গেলেন)

মালতী। অজু তুই এখানে থাক!

অজিত। বাঃ-রে—

মালতী। না—বাবা! তুই থাক না—　　　　(হাত ধরিলেন)

অজিত। তুমি কাঁপছ? অ্যাঁ! (হাস্য) আরে—তোমার দেওর যে! জাপানে গেছল বলে ত আর ভাসুর হয়ে আসেনি! আমি ত কোনদিন দেখিনি—আমার ত একটুও ভয় করছে না!

মহামায়া। (নেপথ্যে) অ্যাঁ—ওমা একি! বৌ! ওরে—ও মালতী! বৌ এয়েছে—বৌ!

মালতী। অ্যাঁ—বৌ! (ছুটিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত)

অজিত। একা রামে রক্ষে নেই—সুগ্রীব দোসর!—ছেলের সঙ্গে বৌ! ওমা—মা—আমি আসব না থাকব? To be or not to be?

মালতী। আসবি আয়—তার কি—

(অশনি ও বাসুদেবের প্রবেশ)

অশনি। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ মামা!

বাসু। তুই কিন্তু সেই রকমটাই আছিস্ প্রায়!

অশনি। না-না—(হাসিয়া) অনেকটা ভারিক্কি হয়ে গেছি—মুরুব্বি—মুরুব্বি গোছের—

(তারণকৃষ্ণের প্রবেশ)

কি বল তারণ দা?

তারণ মুরুব্বিয়ানা ভাব একটু চাই বই কি ভাই! বড়কাকা বুড়ো হয়েছেন—গাঁয়ের মুরুব্বি ত তোমাকেই হতে হবে এখন! ভাগ্যিস্ ফিরে এলে!

বাসু। অজু—তোর কাকা যে! প্রণাম করলি নে?

(অজিত প্রণাম করিল)

অশনি। থাক—থাক বাবা! কে ছেলেটী মামা? আমি ত—

বাসু। তুই যেমন আচমকা বৌ এনে তাজ্জব বানিয়ে দিলি—এও তেমনি দেখনা—আমিও তোকে তাজ্জব বানিয়ে দিই! কে বল দেখি!

অশনি। কে বুঝতে পারছিনে— কিন্তু—এক টুকরো হীরে যে—তা দেখেই বুঝতে পারছি! এরাই ত দেশের আশাভরসা মামা!

অজিত। কাকাবাবু! আমার বাবা শ্রীতারণকৃষ্ণ চৌধুরী—এই সন্মুখে!

অশনি। তারুদা! অ্যাঁ? আরে—তুমি তারুদার ছেলে? অ্যাঁ! এখন মনে হচ্ছে বটে যে আমি বহুদিন দেশে ছিলাম না! তোমায় দেখে গেছি—ওহো! তুমি সেই অজু বটে—যে কাঁথায় শুয়ে সারাদিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাত—পাড়া শুদ্ধু জ্বালাতন! আরে তারুদা! বাহাদুর লোক ত তুমি—তোমার এমন ছেলে!

বাসু। আরে—তুই ক্ষেপে গেলি যে!

অশনি। সত্যি মামা—অজুকে দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল—আমিও যেন (হাসিয়া) ঐ—ওরই মতন অনেকটা ছিলাম— নয়?

বাসু। (মাথা নাড়িয়া) তা আর বলতে? অজুকে দেখে কতদিন আচমকা তোর কথা মনে পড়েছে—তোর মামী জানে!

তাইতে ত জোর করে অজুকে গাঁয়ে ধরে রেখেছি—বুড়োর অন্ধের নড়ী !

অজিত। তা এখন নয়নের মণি ফিরে এল যখন—অন্ধের নড়ির তাহলে ত ছুটী ! আমি তাহলে সহরে গিয়ে মেশো-মশাইয়ের অন্ন ধ্বংস করতে লেগে যাই—কালেজটা দিন কতক বেড়িয়ে আসি !

বাসু। কাণ মলে দেব অজু !

অশনি। কালেজ তোমাকে কি শেখাবে বাবা অজু ? লজিক আর কেমিষ্ট্রী ? কিছু দরকার নেই ! তার চেয়ে ভাল জিনিষ আমি তোমায় শেখাব—

অজিত। শেখাবেন—অ্যাঁ ? জাপানে আপনি কত কি কল কব্জার কাজ শিখে এয়েছেন—

অশনি। কল—হ্যাঁ—কল অনেক রকম—তা হলে মামা—অজুর মা কই ? তাঁকে একটা প্রণাম করা চাই যে !

অজিত। আনব নাকি--আনব নাকি ডেকে ? দাদামশায়—হেঃ হেঃ হেঃ--মায়ের যা কাঁপুনি—এই একটু আগে—কাকাবাবুর পাল্কী যখন এসে নামল !

বাসু। যা ত জেঠা ছেলে—বেশী বকিসনে—

(অজিতের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

তারণ। তারপর অসীম ভায়া—হঠাৎ এত বড় চমক লাগিয়ে দিলে—ব্যাপারখানা কি ?

অশনি। কি ? ফিরে আসা ?

তারণ। আরে না পাগল ! ঘরের ছেলে ঘরে ত ফিরবেই—তার

আর চমক কি! দূরদেশে গিয়ে পড়েছিলে—তাইত এত দেরী! নইলে কবেই ত ফিরতে!

বাসু। একটা চিঠিও দিতে নেই অসীম?

অশনি। আজ ফিরি—কাল ফিরি করে ভাবতাম—চিঠি দিয়ে কেন আর ব্যস্ত করি?

বাসু। চিঠি দিয়ে ব্যস্ত? আগে ছেলের বাপ হ'—তারপর বুঝবি!

অশনি। তবে আর কোন চমকের কথা বলছিলে—তারুদা?

তারণ। আরে বিয়ে—বিয়ে! এমন লক্ষ্মী বৌটী জাপানের কোন বন্দরে যোগাড় করলে বলত?

অশনি। ভেসে যাচ্ছিল তারুদা—দরিয়ার বুকের উপর দিয়ে! বঙ্কিমবাবুর ভাষায়—'ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে—মাণিক তুলিনু হেলে—'

বাসু। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—কিন্তু—ব্যাপারটা কি খুলেই বল না!

অশনি। এক বৃদ্ধ ডাক্তার—বাঙ্গালী—দেশ বিদেশ বেড়াবার সখ প্রচণ্ড—মেয়ে সাথে নিয়ে জাপানে বেড়াতে গিয়েছিলেন! সেইখানেই পরিচয়—সেইখানেই বিয়ে—এই বেশী দিনের কথা নয়!

তারণ। সে দেশে পুরুত পেলে কোথা?

অশনি। পুরুত? পুরুত—কত বাঙ্গালীর ছেলে কত কি পড়াশুনো করছে! খুঁজে পেতে একটা বামুণের বাচ্চা যোগাড় করা গেল আর কি!

বাসু। মন্তর টন্তর জা'ন্‌ত? অ্যাঁ?

অশনি। কাজ চালিয়ে দিলে ত !

তারণ। হাঃ হাঃ হাঃ—

বাসু। শ্বশুর কোথায় ?

অশনি। তিনি বিয়ে দিয়েই সাগর পেরিয়ে কালিফোর্নিয়ায়—এখন কানাডায় কি ব্রেজিলে—ঠিক খবর পাইনি !

তারণ। বাপ ! বুড়ো বয়সে !

বাসু। বুড়ো হলেই যে তোরা মানুষকে কাজের বা'র বলে বাতিল করতে চাস—দেখ—হাতে হাতে—

(মালতী, মহামায়া ও তড়িতাকে লইয়া অজিতের প্রবেশ)

বাসু। দেখ—দেখ—আনতে গেল বিশল্যকরণী—নিয়ে এল গন্ধ-মাদন [illegible]

অজিত। মাকে নি[illegible] এসেছি কাকাবাবুর সাথে কথা কইবার জন্য—কা[illegible]মাকে নিয়ে এসেছি আমার সাথে কথা কইবার জন্য—আর ঠাকুমাকে নিয়ে এসেছি সকলের কথা শোনবার জন্য !

বাসু। [illegible] টরণ—ও গিন্নী ?

মহামায়া। এক র[illegible] কাজ চালিয়ে নিয়েছি—তড়িৎ ঘড়িৎ !

অশনি। দেখলে তারুদা ? তুমি হাসলে কি হবে—আজ কাল কাজ চালিয়ে নেওয়াই হল গিয়ে রেওয়াজ—সর্ব্ব ক্ষেত্রেই !

মহামায়া। একবার শোন এদিকে—(বাসুদেবকে ইসারা) অজু ! তুইও আয় !

(বাসুদেব, অজিত ও মহামায়ার অন্য দিকে প্রস্থান)

অশনি। বৌদি! পাপিষ্ঠ দেবর ফিরে এসেছে—কি আজ্ঞা হয়?
(প্রণাম)

মালতী। যে উকীল সাথে করে এনেছ ভাই—তোমার জয় সর্ব্বত্র! তড়িতা বৌয়ের সাথে আমার ভাব হয়ে গেছে!

অশনি। তুমি যে ভাশুর মানুষ বড় নতুন বৌয়ের সামনেটীতে নন্দদুলালের মত এসে খাড়া রইলে?

তারণ। ভাশুর? বের কর কুষ্টী! ও সব ধাপ্পা চলবে না! জানলে নতুন বৌ—আমার বয়স অসীমের চেয়ে নয় মাস নয় দিন কম—এ আমার মা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে তুমি শুন্‌তে পেতে! তোমার চেহারাটী বেশ দিদি—তবে একটু কেমন যেন আগুন—আগুন ভাব! আর তা ত হবেই! জাপান-বেড়ানো মেয়ে! ভূগোলে পড়েছিলাম ছেলে বেলায়—জাপানে বহুৎ আগ্নেয়গিরি! (তড়িতার হাস্য) অসীম! আমি এখন একটু স'রে পড়ি ভাই—ব্যাঙ্কের মীটিং পরশু—হিসেবগুলো আর এক বার দেখতে হবে! বৌদি—এই পাড়াগাঁয়ের বেণুকুঞ্জেই অসীমকে নিয়ে খাঁটি হয়ে থেকে যাও—এইটি তোমার কাছে আমাদের মিনতি! বুড়োবুড়ী এই পনেরোটা বছর বড্ডই কেঁদেছে! (প্রস্থান)

মালতী। তোমরা ভাই ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর—আমি তোমাদের জলটল খাওয়ার ব্যবস্থা করি! কাকীমা এখন ক'দিনের জন্য এ বাড়ীর খাওয়া দাওয়ার চার্জ্জো আমার হাতে দিয়েছেন—কাল থেকে নিত্যি মচ্ছব! (প্রস্থান)

অশনি। কি ভাবছ তড়িতা ?

তড়িতা। ভাবছি (দীর্ঘনিশ্বাস)—এ সব যদি সত্যি হত !

অশনি। 'একি বাণী শুনি আজি মন্থরার মুখে !'

তড়িতা। বাঃ —

অশনি। (হাসিয়া) ঐযে—কি কি পাখী আছে না ?—আকাশে যতই উড়ুক—তাকিয়ে থাকে মাটীর দিকে ?

তড়িতা। আমিও তেমনি ? (থামিয়া) মাটিতে বাসা যারা বাঁধে—তারা সুখেই থাকে !

অশনি। যথা মালতী ?

তড়িতা। মালতী কিন্তু বুড়ো হয়নি ! আবার মুণ্ডু ঘুরে যাবে না ত ?

অশনি। রাধে মাধব ! যার অত বড় ছেলে !

তড়িতা। ঐ যে—ছেলের কথা মুখে আনতেই ছেলে উদয় !

অশনি। শোন তড়িতা !

তড়িতা। কা ?

অশনি। হাতে একটী পয়সা নেই—

তড়িতা। তাতে হয়েছে কি ? এখানে এদের ত দেদার পয়সা !

অশনি। তা ত আর বুড়ো না ম'লে হাতে পা'চ্ছ না ! এদিকে কখন পুলিশ এসে গুঁতো মারে—ঠিক নেই !

তড়িতা। খবর পাবে কি ?

অশনি। না যাতে পায়—তার ব্যবস্থার ত্রুটি ত রাখি নি ! তবু বলা যায় না !—যদিই পুলিশ আসে—নেংটি প'রে বেরিয়ে যেতে হবে যে !

তড়িতা। শুধু হাতে পথে বেরুনো সব সময়েই অসুবিধে—তার উপর যখন পুলিশে তাড়া করে—তখন সেটা মারাত্মক !

অশনি। অতএব পয়সা কিছু চাই

তড়িতা। আবার চুরি ডাকাতি নাকি ?

অশনি। যে মাটীতে পড়ে লোক—ওঠে তাই ধ'রে !—একটু খানি দল—

তড়িতা। ঐ অজুকে দিয়ে পত্তন করবে নাকি ?

অশনি। ইসারায় কথা বুঝতে পার এই জন্যেই আমি তোমার গোলাম ! অজুকে খেলিয়ে তুলতে হবে—তোমাকেই !

তড়িতা। আমায় ! কেন তুমি ?

অশনি। আমি বোঝাবার সুযোগ পাব না ! বুড়ো আমায় চোখে চোখে রাখবে—সন্দেহ নয়—স্নেহে ! কাজ হাসিল করতে হবে তোমায়—আড়ালে।

তড়িতা। (বিষণ্ণভাবে) আবার ! অনাদি বিলাস—কল্যাণী—

অশনি। মালতী যা বলছিল—কথাটা তোমার পক্ষে সত্যই খাটে—তোমার জয় সর্ব্বত্র !

তড়িতা। এ আবার একেবারে কচি ছেলে একটা—

অশনি। অরুচি ? (ব্যঙ্গহাস্য)—অজু

(অজিতের প্রবেশ)

অজু। ওপরে যাবেন না ? আপনাদের ঘরগুলো আমি সাজিয়েছি—দেখবেন চলুন !

অশনি। সে ত দেখবই ! তাড়া কি ? এস—কাকীমার সাথে আলাপ কর !

অজু। জাপান ফেরৎ কাকীমা—আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত—

তড়িতা। তোমার নাম অজিত? আমি কিন্তু সম্পর্কটা উল্টে দেব অজিত!

অজিত। সে কি?

তড়িতা। বাইরে যা ইচ্ছে ব'লো—কিন্তু নিরিবিলিতে তুমি আমায় দিদি বলে ডেকো!

অজিত। অ্যাঁ—না—না—সে যে বড় বিশ্রী হবে!

তড়িতা। আমার একটী ছোট ভাই ছিল—তোমারই মতন বয়েস—চেহারাতেও খানিকটা আদল আসে—নামটিও ছিল তার অজু!— (দীর্ঘ নিশ্বাস)

অজিত। অ্যাঁ—তারপর?

তড়িতা। আবিসিনিয়ায় গেল—ভলাণ্টিয়ার হয়ে! আর ফিরল না!

অজিত। লড়াইয়ে—বুঝি?

তড়িতা। সেই জন্যই বলছি—

অজিত। আমি দিদিই বলব—আপনাকে—

(অশনি মুখ ফিরাইয়া হাসিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাঞ্চনী—বাসুদেবের বাটীর একাংশ—কক্ষ

হারমোনিয়াম—টেবিলের উপর খাতা পত্র ছড়ানো।
মহামায়া, তড়িতা ও বৈষ্ণবী উপবিষ্ট।

বৈষ্ণবী গাহিতেছিল—

— গান —

ওমা নন্দরাণী—আজ কানাই কি তোর ফিরল ঘরে ?
ধড়া চুড়ো কোথায় মা তার - বাঁশী কেন নাইকো করে ?
কোন দেশে তার কাটল পরবাস—
কোন অজানা সখা সখীর পাশ—
মিটল ক্ষুধা কোন অচেনা মায়ের দেওয়া ক্ষীর সরে ?
বৃন্দাবনের পিকবধূ সব নীরব ছিল গো !
চোখের জলে ধেনুকুলের বইতো নদী গো—
মধুপুরের রাজ্য ছেড়ে আজ
ফি'রল ব্রজে যদিই মহারাজ—
ওমা—বল মা তারে সাজুক সে আজ তেমনি বনফুল প'রে।

তড়িতা : কী সুন্দর গান ! এই নাও—আর একদিন এসে গান শুনিয়ে যেও—(টাকা দিল)

বৈষ্ণবী। জয় হোক—মা ঠাকরুন—আসি তবে—অনেক রা'ত হ'য়ে গেল—সেই বিকেল বেলা এসেছি—

মহামায়া। চল মা—চল—তোমার পেলে যে ছাড়তে ইচ্ছে করে না—গান ত নয়—মধু! (বৈষ্ণবী ও মহামায়ার প্রস্থান)

(বাসুদেব ও অসীমের প্রবেশ)

বাসু। গাঁয়ে এসে ভাল লাগছে ত মা?

তড়িতা। আগে আপনি বলুন—আমায় আপনার ভাল লাগছে কি না!

বাসু। 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়!' মা কখনো খারাপ হ'তে পারে?

তড়িতা। আপনি বড় বেশী বকছেন! একটা গান গেয়ে—আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি—

(হারমোনিয়মের কাছে গেল)

বাসু। তোকে যা বলেছিলাম অসীম—

অসীম। খাতা পত্তর দেখছি! ব্যাঙ্কটা ঢের লোককে টাকা দিয়েছে ত! (খাতা খুলিয়া বসিল)

বাসু। ব্যাঙ্কটা হয়ে চাষা ভদ্দর সবাই বেঁচে গেছে! আমি হিসেব করে দেখেছি ওই বোসেদের তেজারতির খপ্পরে প'ড়ে—গড়ে ফি বছর গাঁয়ের দু ঘর গেরস্ত উৎখাত হয়ে যেত!

তড়িতা। আমি চলে যাব কিন্তু—

বাসু। হেঃ—হেঃ—হেঃ—বেটীর অভিমান হ'ল! অসীম—চুপ

রহো! ওসব খাতা পত্তরের কথা এখন নয়! আর কথারই বা দরকার কি! তারণ রয়েছে—তুই রয়েছিস—দেখে শুনে যা হয় কর! আমি দিন কতক মায়ের কোলে শুয়ে গান শুনি!

(তড়িতার গীত)

মায়ের কোলে এলে যাদু কোন গগনের আলো মেখে!
কোন কোকিলের গান শোনা'লে আধ আধ "মা-মা" ডেকে!
সোনার স্বপন দেখে দেখে সারা সকাল সারা দিন—
সোনার ছবি আঁকতে ব'সে মনের পটেই হল লীন!
যখন ঘুমিয়েছিনু কেঁদে কেঁদে—
কার কোমল বাহু ধরলে ছেঁদে—
দেখি—পরাণ পেয়ে কখন ছবি এল বুকে স্বপন থেকে!

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। বেশ হয়েছে! খাওয়া দাওয়া ভুলে—হ্যাঁ গা—গান শুনলে পেট ভরবে?

বাসু। এঃ—সব মাটী!

মহা। সব মাটী? আমি এয়েছি বলেই সব মাটী? চিরকাল দেখেছি—বৌ পেয়ে মানুষে মা ভোলে—এমন ধারা মা পেয়ে বৌ ভুলে যাওয়া—

বাসু। আরে—আরে—ছেলে মেয়ের সামনে একেবারে জিভ আলগা করে দিলে!—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—ভীমরতি ধরল—অ্যাঁ?

তড়িতা। চলুন মামাবাবু—রাত বেড়ে চলল—খাবেন চলুন !

বাসু। তা চল—গিন্নীর কিন্তু বড় হিংসুটে মন! আমি যে একটু মায়ের কাছটীতে নিরিবিলি বসব—তা ও'র সয় না!

(তড়িতা ও বাসুদেবের প্রস্থান)

মহা। অসীম—তুইও খাবি চল!

অসীম। আমার দেরী আছে মামীমা! জান না ত—আমার একটু রাত বেশী না হ'লে ক্ষিধে হয়না! (মহামায়ার প্রস্থান)

(অজিতের প্রবেশ)

আরে কেও? অজিত! এস বাবা! খবর কি তারপর?

অজিত। হারাধন মুখুজ্যে মশায়ের কলেরা—এতক্ষণ সেখানেই ছিলাম!

অসীম। কলেরা?

অজিত। এই এখন হরিশ আর কানুকাকা সেখানে গেল—আমি আর বেন্দা দু'জনে ছুটী পেলাম! বাড়ী এসে কাপড় ছেড়েই দাদামশায়কে খবর দিতে এলাম!

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। বড় কাজ করলে! এখন আবার এই রাত্তিরে উনি ক্ষেপে উঠলেন—হারাধনকে দেখতে যাবেন বলে—

বাসু। (নেপথ্যে) কেষ্টা—

মহা। অসীম—তুই সকাল সকাল খেয়ে নিস—

অসীম। তুমিও যাবে নাকি?

মহা। যাই দেখি! মুখুজ্যের ঘরে যেটা আছে—সেটা না মানুষ—না গরু! কি দিয়ে কি করছে কে জানে!

অসীম। আমিও আসি তা হলে—

মহা। তা বই কি—আর বৌটা একা ভয় পেয়ে মরুক!

বাসু। (নেপথ্যে) গিন্নী—

মহা। কেষ্টা—আলো আর একটা লাঠি! খাতাপত্তর বন্ধ কর অসীম! তুই না খেয়ে নিলে—বৌমা খায় কি করে!

(প্রস্থান) (অসীম হাসিয়া ফেলিল)

অজিত। ওকি—কাকা যে হাসছেন?

অসীম। হাসছি—তড়িতার খাওয়া—না—এই বলছিলাম এত মোটা মোটা খাতা ব্যাঙ্কের—হাজার পনেরো টাকা আমাকে ধার দেবার সঙ্গতি কিন্তু নেই!

অজিত। আপনাকে?—

অসীম। হ্যাঁ—হাজার পঞ্চাশেক টাকা দু এক দিনের ভেতরই জোটা'তে হবে বাবা! জাপান থেকে আসবার সময় কিছু কলকব্জার অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম—দেশে বসে কিছু একটা করব বলে! তা মালগুলো পৌঁছে গেছে!

অজিত। গ্রামেই কল বসাবেন বুঝি? কিসের কল হবে কাকা?

অসীম। পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই—হাজার পঁয়ত্রিশ আমার আছে। বাকী পনেরো হাজার কি করে জোটাই বল ত অজু?

অজিত। তার আর কি—দাদামশাইকে বললেই—

অসীম। সে আমি বলব না! জীবনে কারও সাহায্য নিইনি

অজু! নিজের চেষ্টায় যা পারি করব! এই যে—তোমার কাকিমা—খুড়ি—তোমার দিদি এসেছেন!

(তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। অজু ভাই—সারাদিন ছিলে কোথায় ?

অসীম। একটু আড়ালে—কারণ—

তড়িতা। কারণ—

অসীম। কারণ—বিরহের পর মিলন—ডবল মিষ্টি!

তড়িতা। তাই নাকি অজু? তুমি ত কম নও!

অজিত। যান—ওকি কথা!

অসীম। অজু—সিঁড়ির দোরটা বন্ধ করে এসে বসো না—একেবারে!

অজিত। আমি এখন যাই—

অসীম। আরে না না—এখুনি যাবে কি? সবে রাত দশটা! তা ছাড়া আমার দু এক খানা জরুরী চিঠি লিখতে হবে আজ রাত্রেই—ঐ কলকব্জাগুলোর সম্বন্ধে অজু! তুমি দোরটা বন্ধ করে এসে তোমার দিদির সাথে গল্প কর—আমি চিঠিগুলো লিখে ফেলি—তারপর সবাই মিলে এক সাথে খাব এখন!

অজিত। আমি খেয়েছি—

অসীম। খেলেই বা? তোমার তড়িতা দিদির ভাঁড়ারে কি কি খাবার সঞ্চয় আছে—একবার চেখে দেখই না! আচ্ছা—তড়িতাকে দিদি বলা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না বোধ হয়

তোমার! তড়িতা কি তোমার চেয়ে বড় হবে? তোমার বয়স কত? আঠারো না উনিশ?

অজিত। উনিশ-ই হবে বোধ হয়!

তড়িতা। ওমা—আমারও যে তাই—আমার যে উনিশ এখনো পোরে নি—

অসীম। তবেই দেখ না! আমার মতে ও তড়িতাকে তড়িতা ব'লে ডাকাই ভাল! দিদি—টিদি বড্ড সেকেলে!

অজিত। দোরটা বন্ধ করে আসি! (প্রস্থান)

তড়িতা। বড় তাড়াতাড়ি হচ্ছে!

অসীম। রয়ে বসে কাজ করবার সময় আছে কি? পুলিশ যদি কাল সকালেই এসে হাজির হয়—

তড়িতা। কি করে খোঁজ পাবে?—নীলা—

অসীম। নীলা? না—তা সম্ভব নয়! সে এতক্ষণ বেঁচে নেই! লাশ পেলেও তাতে আমাদের খোঁজ পাবে কিসে! অন্ত ভাবে—

তড়িতা। কিছুই বাড়াবাড়ি ভাল নয়—

অসীম। তার মানে?—

তড়িতা। বাড়াবাড়ি প্রেম না হলে মেয়েটাকে কাঞ্চনীর ঠিকানা বলতে হত না—আর তা না বলে বসলে—তাকে খুন করারও দরকার ছিল না!

অসীম। মন্দ কি হ'ল? ভগবান আমায় ফাঁকি দিয়েছিলেন—আমিও তাঁকে ইটের বদলে পাটকেল দিয়েছি!

তড়িতা। বুঝলাম না!

অসীম। জীবনের গোড়ায় মালতীকে না দেখে নীলাকে দেখলাম না কেন? ভগবান তা দেখান নি—কৃপণের মত দামী জিনিষটি লুকিয়ে রেখেছিলেন! আমি শোধ নিয়েছি তাঁর সে দামী জিনিষটা চুরমার করে—

তড়িতা। দামী জিনিষ হল—নীলা?

অসীম। হিংসে করে ফল নেই—সে নীলা—তুমি তড়িতা! আমার মত অগ্নিগর্ভের কাছে তড়িতেরই দরকার বেশী হয় জীবনে—কিন্তু স্নিগ্ধ নীলাম্বরের কদর বুঝব না—এমন বেকুব ত আমি নই!

তড়িতা। নাঃ—বেকুব তুমি হবে কেন—বেকুব আমি!

অসীম। তুমিও কদর বুঝবার চেষ্টা কর না! ওই অজু—

তড়িতা। ছিঃ—

অসীম। ছিঃ কেন? খেলতে দোষ কি?

তড়িতা। আমি বলি—অজু থাক—

অসীম। মানে?

তড়িতা। আমার ভাল লাগছে না!

অসীম। হুঁ—বড্ড ছেলে মানুষ!—অনাদিকে পারলে—করালীকে পারলে—বিলাসকে পারলে—আর—

তড়িতা। একে দেখলে মায়া হয়!

অসীম। আজকার কাগজে পড়নি? করালীর দ্বীপান্তর—কারও দশ বছর—কারও সাত বছর! তোমায় আমায় ধরতে পারলে ফাঁসী দেবে!

তড়িতা! উঃ—

অসীম। পালাতে যদি হয়—শুধু হাতে কতদূর পালাবে?

তড়িতা। বুড়োর কাছে চাও না—

অসীম। চেয়ে? চেয়ে কত পাবে? তার চেয়ে ওই মনসুর-গঞ্জের হাটটা যদি লুটতে পারি—কি নিজেদের এই বাড়ীরই লোহার সিন্দুকগুলো যদি ভাঙ্গতে পারি—

তড়িতা। তা মোটে ত দুটো ম'রচে-পড়া বন্দুক এ বাড়ীতে—গোটা দশেক ছোকরা হলেই—বোধ হয়—

অসীম। তাইত বলছি—অজুকে ডাঙ্গায় তোল—তারপর ঐ হরিশ আছে—বৃন্দাবন আছে—

তড়িতা। ভাল লাগছে না কিন্তু—

অসীম। ভাল লাগতে বলছে কে? অভিনয় কর—বুড়োর মা সেজে তো বেশ অভিনয় করছিলে—

তড়িতা। অভিনয়ই বটে—কিন্তু অভিনয় করতে করতে কেমন ভাব এল—

অসীম। আসতে দিও না—ভাব জিনিষ মারাত্মক—

তড়িতা। তা বটে—নীগার ওপর তোমার ভাব এসেছিল বলেই—

অসীম। চুপ! অজু এসে পড়বে যে!

তড়িতা। (দরজার দিকে দেখিয়া) আমায় তুমি রেহাই দাও! আমি এ পারব না—পারব না! দুধের ছেলে—

অসীম। তা হলে শোন তড়িৎ! এই পত্র দেখছো!

তড়িতা। এ কি? (পত্র পড়িল)

অসীম। হাঁ—এনার্কিষ্ট দলের পত্র! বাংলার বৈপ্লবী—যারা এখনো ধরা পড়েনি বা আমাদের মত দেশের কাজকে

স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে নি—সেই অগ্নিব্রতধারীদের পত্র। দেখেছো? তোমার আমার নির্ব্বাসন দণ্ড—

তড়িতা। অবিলম্বে আমাদের ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হবে! আমরা দেশের শত্রু! দেশবাসীর চো'খে বিপ্লব-বাদকেই হেয় করে তুলেছি—আমাদের ষড়যন্ত্র কার্য্য কলাপ দিয়ে! উঃ—

অশনি। তাইত ব'লছি—

তড়িতা। কি কর্ত্তে চাও তুমি?

অসীম। আর সময় নেই—এখনো পটাও অজুকে! টাকা চাই!

তড়িতা। বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে—

অসীম। সময় নেই—

তড়িতা। যদি সব ভেস্তে যায়—

অসীম। চিন্তা করবার সময় কই?

(অজিতের প্রবেশ)

অসীম। চুপ—এই যে অজু! কি অজু? একটা দোর বন্ধ করতে যুগ পালটে গেল!

অজিতা। নীচে পর্য্যন্ত গেছলাম—রহিম চাচাকে বলে এলাম—দেউড়ী বন্ধ—সে যেন আবার ঘুমিয়ে না পড়ে! শেষ কালে বুড়ো বুড়ীকে রাত দুপুরে বাইরে দাঁড়িয়ে না চ্যাচাতে হয়!

অসীম। তা বেশ করেছ! দেউড়ী বন্ধ থাকাই ভাল। তা হলে তুমি এখন তোমার দিদির সঙ্গেই পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসো—আমি চিঠিগুলো লিখে ফেলি! (প্রস্থান)

(তড়িতা দরজা বন্ধ করিল)

অজিতা। ওকি—দোর বন্ধ করলে কেন ?

তড়িতা। জাপানে কেউ কখন রাত্তিরে দোর খুলে রাখে না—এক-মিনিটের জন্যেও ! অভ্যেস হয়ে গেছে !—

অজিত। বেশ অভ্যেস তো ! (হাস্য)

তড়িতা। (গান) ওরে—পাখী—পিয়াসী চাতক পাখী !

অজিত। তুমি কি গান গাইবে নাকি দিদি ?

তড়িতা। যদি ফের দিদি বল—তবে আর গাইব না।

অজিত। তবে কি বলব ? না—না—নাম ধরে ডাকা—সে আমি পারব না !

তড়িতা। বেশ পেরো না ! তোমার সঙ্গে আড়ি— (মুখ ফিরাইল)

অজিত। বড্ড অন্যায় হচ্ছে ! কাকী থেকে দিদি—দিদি থেকে একেবারে—

তড়িতা। ডেকো না—কেন ডাকবে ? আমার নামটা লক্ষ্মীছাড়া নাম—কেনই বা ডাকবে !

অজিত। বাঃ—সে কি কথা ! এমন মিষ্টি নাম—ত—ড়ি—তা—

তড়িতা। কিগো !—

অজিত। (জিভ কাটিয়া) ওকি ! আমি ত ডাকি নি !

তড়িতা। ওঃ—ডাক নি ? যাক্—একই কথা ! আমি ভেবেছি যে তুমি ডেকেছ !

(গান)

ওরে পাখী—পিয়াসী চাতক পাখী—

জল তারে মেঘ ভেঙ্গে পড়ে পড়ে—তিল আধ নাহি বাকী !

(গানের মধ্যে তড়িতা অজিতের হাত ধরিল)

(অজিত চমকাইল)

তড়িতা। ওকি ! চমকালে কেন ?—

অজিত। কেউ যদি দেখে ?

তড়িতা। দেখলেই বা ! (নাড়ি দেখিয়া) উঃ—

অজিত। কী ?—

তড়িতা। নাড়ী এমন লাফাচ্ছে তোমার !

অজিত। আমি—আমি—

তড়িতা। 'আমি' কি অজু ?

অজিত। না—না—ছেড়ে দাও আমায়—

তড়িতা। পাগল !—

(অসীম পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিল—যেন সে কিছুই দেখিতে পায় নাই—এইরূপ অন্য মনস্ক ভাবে)

অসীম। আমি ভাবছিলাম তড়িতা—গ্রামের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পনেরো হাজার টাকা ধার অবশ্য আমায় দিতে পারবে না—তবে ব্যাঙ্কের বাড়তি টাকাটা হু'চার দিনের জন্যে আমি যদি হাতে পাই—আমি অবিশ্যি দুদিনেই অন্য জায়গা থেকে টাকা এনে পূরণ করে দেব ! অজু কি কোন উপায়ে—ব্যাঙ্কের টাকা ত ওর বাবার কাছেই থাকে—

তড়িতা। অজু ? অজুর দ্বারা তোমার যা উপকার দরকার হবে—অজু তা করবে—কি বল অজু ?—

(অজিত ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তড়িতার দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল)

— —

তৃতীয় দৃশ্য

[বরানগরের ভাঙ্গা বাড়ী—বাগানে কতকগুলি কনেষ্টবল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বারান্দায় সমরনাথ ও শঙ্কর প্রসাদ]

সমর। আজ দু'দিন ধরে ত খুঁজে খুঁজে তছনছ করে দেখলাম—শঙ্কর দা—

শঙ্কর। হ্যাঁ—(দীর্ঘনিশ্বাস) কিছুই কিনারা হ'ল না!

সমর। এখানে আর—কিছু নেই—কি বল ?—

শঙ্কর। সেই বুঝেই ত কাল খোঁজার দফায় ইতি দিয়ে গিয়েছিলাম—

সমর। তবে আবার আজ—

শঙ্কর। আজ আসার—কোন হেতু ছিল না—আর! (দীর্ঘনিশ্বাস) খুব সত্যি কথা।—

সমর। দাদা—আমি বুঝতে পারছি—

শঙ্কর। পারছ সমর ? এ বাড়ীটা আমায় টানছে! ঠিক এইখানটায় যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি—দাঁড়িয়েছিল নীলা—এক হাতে ছিল এক খানা চিঠির খামের মত কাগজ—আর এক হাতে—

সমর। আর এক হাতে—

শঙ্কর। কিছুই ছিল না! শুধু হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে—আর চেঁচিয়ে উঠেছিল—বাবা বলে!

সমর। থামের মত কাগজ? চিঠি পোড়ানোর ছাই ত এই বারান্দায় আমরা এসেই দেখতে পাই!

শঙ্কর। চিঠি বা ঐ রকম একটা কিছু সে পুড়িয়েছিল—এইখানে ব'সেই—খামটা পোড়ানোর দরকার মনে করে নি—বা সময় পায় নি!

সমর। খামখানা পাওয়া গেলে—বুঝতে পারতাম যে!

(আক্ষেপের শব্দ)

(সুধাকরের প্রবেশ)

সুধা। কাকা—মাটীর নীচে একটা ঘর আছে নিশ্চয়—আমার মনে হয় নীলাকে তারা সেইখানেই ফেলে গেছে—

শঙ্কর। সুধাকর!—

সুধা। অবিশ্যি—ঘরের সন্ধান আমি এখনো পাই নি! কিন্তু আমার ক্রিমিনলজী বিদ্যার বলে—

সমর। দূর তোর—ক্রিমিনলজী!

সুধা। কিন্তু এরকম ঘর নিশ্চয়ই আছে! থাকতেই হবে! এরকম ক্ষেত্রে—

সমর। সুধাকর—ফের যদি তুমি তোমার ক্রিমিনলজীর পাগলামো সুরু কর—তবে তোমাকেই আমি Arrest করে লালবাজারে চালান দেব! আহাম্মক কোথাকার! সময় অসময় বোঝ না—শঙ্করদা'র এই অবস্থা!

সুধা। আমি আহাম্মক? বেশ! আর এই ক্রিমিনলজীর বইগুলো—

শঙ্কর। আঃ—যেতে দাও সমর! বলছিলাম না? এ বাড়ীটা আমায় টানছে! সারা রাত কেবলই দেখেছি—চোখ মেলে' চোখ বুজে কেবলই দেখেছি সমর—মা আমার খামখানা হাতে করে—এইখানে দাঁড়িয়ে আছে— আর থেকে থেকে কেঁদে ককিয়ে উঠছে—"বাবা" বলে!

সমর। দাদা—শঙ্কর দা— (হাত ধরিলেন)

শঙ্কর। আমার নীলা—তাকে ডাকাতটা কোথায় নিয়ে গেল সমর? আর কি তাকে পাব?

সমর। দাদা—পুরুষ সিংহ তুমি—

শঙ্কর। সমর—আমার একমাত্র সন্তান—আমার একমাত্র সন্তান—

(আত্ম সংবরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ পিছন ফিরিয়া গৃহ প্রাচীরে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন।)

ওঃ—নীলা—নীলা—নীলা!

(মাথার আঘাত পাইয়া দেওয়ালের লুকায়িত গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল। শঙ্কর লাফাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।)

শঙ্কর। সমর!

সমর। দাদা— (ছুটিয়া আগাইয়া গেল)

শঙ্কর। সুড়ঙ্গ—

সমর। এরই মধ্যে তা হলে—

সুধা। অ্যাঁ—সুড়ঙ্গ! কই—কোথায়? আমি বলেছিলাম! হুঁ! আহাম্মক! ক্রিমিনলজী আহাম্মক!

সমর। কিছু দেখা যায় না—ঘুরঘুট্টি আঁধার—অনেকটা গর্ত্ত বোধ হয়!

শঙ্কর। সমর! রেস্পিরেটর—টর্চ্চ—লম্বা দড়ি!

সমর। (নিচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া) বীরবল সিং! হাওয়া-মুখোস—টর্চ্চ—দড়ি—জল্‌দি! আমি নামব শঙ্কর দা!

শঙ্কর। না সমর—আমি! নীলা—নীলা যদি ওখানে থাকে? সে তার বাবাকেই দেখতে চাইবে যে!

সমর। (পিছাইয়া) বিটকেল গন্ধ!

শঙ্কর। মা আমার বেঁচে নেই—সমর—

(সকলের অস্ফুট সভয়-কাতর আর্ত্তনাদ)

সমর। দাদা—

শঙ্কর। আমি ঠিকই শুনেছিলাম সমর—মা আমার এইখান থেকেই অবিরাম—"বাবা" "বাবা" ব'লে ডাকছিল। মা আমার নিশ্চয়ই বেঁচে নেই!

সমর। দাদা—

শঙ্কর। ভয় নেই—আমি পাগল হব না সমর! আমায় ডাকাত ধরতে হবে—ডাকাত ধরতে হবে! সমর! (অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন।)

সমর। দাদা—

শঙ্কর। মা যদি এখনও বেঁচে থাকে?

সমর। তা হলে তাকে—ভগবান করুন তাই হ'ক দাদা—তুমি স্থির হও!

শঙ্কর। আমি চল্লাম সমর মায়ের কাছে। তুমি যাও সমর—শীগগির ambulance আনার ব্যবস্থা কর! যদি—যদিই এখনও সে বেঁচে থাকে!

(শঙ্করপ্রসাদ গর্ত্তে নামিলেন—দুইজন পাহারাওয়ালা তাঁর কোমরে বাঁধা দড়ি ধরিয়া রহিল)

সমর। সে বেঁচে আছে দাদা—এ পচা গন্ধ নয়—গ্যাসের দুর্গন্ধ! সে সম্ভবতঃ মূর্চ্ছিত হয়ে আছে।

শঙ্কর। পেয়েছি—পেয়েছি সমর—

সমর। আমি যাই—ambulance ডাক্তার সব ব্যবস্থা করে আসি—তোমরা হুঁসিয়ার!

সুধা। চলুন—আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—বলেছিলেম মাটীর নীচে—

সমর। আঃ—আহাম্মক! (সমরের প্রস্থান)

সুধা। এখনও আহাম্মক! হায় রে বরাত! (প্রস্থান)

(একটু পরে নীচের ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালাদ্বয় প্রাণপণে দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল—ক্রমে নীলার মুচ্ছিত দেহ স্কন্ধে লইয়া শঙ্কর-প্রসাদ উঠিলেন—যেই পাহারাওয়ালারা তাঁহাদের উপরে উঠাইয়াছে—অমনি কোথা হইতে কালো আঙরাখায় সর্ব্বাঙ্গ-ঢাকা অশনি ছুটিয়া আসিয়া হাতের একটী ডাণ্ডাদ্বারা শঙ্করপ্রসাদের মাথায় আঘাত করিয়া নীলাকে কাঁধে তুলিয়া পলাইল। পাহারাওয়ালাগণ 'পাকড়ো পাকড়ো' বলিয়া দৌড়িয়া গেল।)

———

চতুর্থ দৃশ্য

কাঞ্চনী-তারণের বাটী

দাওয়ায় বসিয়া তারণ ও মালতী।

তারণ। এমন কাজের লোক কমই দেখেছি মালতী! এই ত সবে দু'টী দিন গাঁয়ে এসেছে—পনেরো বছর পরে! এরই মাঝে বড়কাকার কাজকর্ম্ম সব নখদর্পণ করে ফেলেছে।

মালতী। লেখাপড়া শিখেছে—তোমার মত ত আর 'ক' অক্ষর কী বলে—তাই নয়!

তারণ। আজ্ঞে না সতীলক্ষ্মী! কত লেখাপড়া শেখা ছোকরা দেখলাম—এই টেকো তারণের ক'ড়ে আঙুলের মুরোদও অনেকের নেই! কথাটা কি জান—দেশ বিদেশ বেড়িয়ে এলো—চোখকাণ ফুটেছে!

মালতী। চোখকাণ ফুটেছিল ওর পনেরো বছর আগে, না ফুটলে আচমকা দেশ বিদেশ বেড়াতে বেরুবেই বা কেন?

তারণ। হেঃ হেঃ হেঃ—ভোলনি দেখছি!

মালতী। ওসব জিনিষ মেয়ে মানুষে কখনো ভোলেনা।

তারণ। দিব্যি হেসে খেলে কথা কইতে দেখি!

মালতী। শুদ্ধু বড় কাকা আর কাকীমার জন্য! বুড়োবুড়ীকে আর কষ্ট দিই কেন?

তারণ। তা বটেই ত! আর অসীমও শুধরে গেছে নিশ্চয়! ঘরে অমন বৌ!

মালতী। সে যাকগে! এখন আর ভয়টাই বা কি?

তারণ। কেন? বুড়ো হয়েছ বলে?

মালতী। তা নয় ত কি?

তারণ। বুড়ো তুমি হওনি গো হওনি! বিশ বছর হ'ল বিয়ে করেছি—রূপ ত দেখছি দিন দিন বেড়েই চলেছে!

মালতী। রঙ্গীন চশমা পরলে সবই রঙ্গীন দেখায়!

তারণ। ক'লকেটা নিবে গেল—অ্যাঁ? (কলিকায় ফুঁ দিল)

মালতী। নিববে কেন? বিশ বছর আগে ক'লকেয় আগুন দিয়েছ—আগুন ত দিন দিন বেড়ে যাবারই কথা!

তারণ। (উচ্চহাস্য) ও বাবা! ব্যারিষ্টার হলে তোমার নামডাক বেরিয়ে যেত!

মালতী। রাঁধুনী বলেও নামডাক আমার কম বেরোয়নি!

তারণ। তা বটে—অমন এঁচোড়ের ডালনা কেলনারেও রাঁধতে পারে না!

মালতী। হিঃ হিঃ হিঃ—সায়েবরা বুঝি এঁচোড় খায়?

তারণ। পেলে আবার কে যে কী না খায়—তা ত জানিনে!

মালতী। পুরুষের তাই বটে—মেয়েদের তা নয়—

তারণ। নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্য ইভেরই লোভ ছিল বেশী—কোন কেতাবে যেন পড়েছি!

মালতী। ইভ আবার কে?

তারণ　　তোমার ঠানদি ! তাঁরই লোভের ফলে আজ আমাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে—ছুটো পেটের ভাতের জন্য ।

মালতী ।　　মাথা তোমার জীবনে কখন ঘেমেছে—এ তুমি তামা তুলসী হাতে দিব্যি করলেও আমি বিশ্বাস করবো না ।

তারণ ।　　হেতু ?

মালতী ।　　সকালে সন্ধ্যেয় চাকরী—রোদের সময়টা ত ঘরের দোর বন্ধ করে পড়ে থাক—পাখা টানতে টানতে আমার জান যায় ! গরম লাগলে ত ঘামবে !

তারণ ।　　আমার চাকরীটার ওপর ওই আফিংখোর রেমোটার জানতাম হিংসে আছে ! ঘরের লোক হয়ে তুমিও যখনই নজর দিতে সুরু করেছ—তখন ও আর টেঁকে না !

মালতী ।　　টিকবে না বলেই বোধ হয় আজকের মীটিংয়ে তোমায় এক মাসের মাইনে বক্‌শিশ করলে—নয় ?

তারণ ।　　সেই থেকে মনটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে ! কেরাণীর বরাতে অত সুখ কি সইবে ?

মালতী ।　　খেতে বসে রুটীর বদলে লুচি দেখলে আজ তুমি মুচ্ছো যাবে দেখছি !

তারণ ।　　লুচি—অ্যাঁ—লুচি ? (উঠিয়া বসিল)

মালতী ।　　থোক্ টাকাটা বাড়তি ঘরে এল—

তারণ ।　　কই—গন্ধ ত পাইনি !

মালতী ।　　হিঃ হিঃ হিঃ—ভাজা কি হয়েছে—যে গন্ধ পাবে ? অজু আসুক—গরম গরম ভেজে দেব এখন—

তারণ। অজাটা এমন দিনে শেষ কালে দেরী করে দেবে? আমার কিন্তু ক্ষিধে পাচ্ছে!

মালতী। জাপান ফেরতা কাকা যে পেয়ে বসেছে ছেলেকে! রাত দিন সেখানটায়ই রয়েছে—

তারণ। কাকায় পেয়ে গেছে! শোন কাণে কাণে একটা কথা!

মালতী। কাণে কাণে আবার কি? কে শুন্‌ছে তোমার বাড়ীর ভেতর কথা?

তারণ। শুনছে না ত? তবে বলি! বুঝেছ? ভূতে পায় মেয়ে ছেলেকে—পুরুষ ছেলেকে পায়—

মালতী। পেত্নীতে—

তারণ। এই—এই—জান দেখ্‌ছি! হেঃ হেঃ হেঃ—

মালতী। অমন জানার মুখে আগুন! আমার ছেলে তেমন নয়!

(উঠিল)

তারণ। চল্‌লে যে! চটিতং?

মালতী। চটিতং নয়—ডালটা বোধ হয় ওদিকে ধরিতং—পুড়িতং! চড়িয়ে এসেছি ঘণ্টা খানেক হ'ল—

(রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান)

তারণ। আমি বুঝি এখানে একা থাকিতং? আমিও রান্নাঘরে যাবিতং! (উঠিয়া অনুসরণোদ্যত)

মালতী। বাঃ—ঘরে বিশ হাজার পরের টাকা—

তারণ। কবে না থাকে? সদরটা বরং বন্ধ করে আসি!

(সদর বন্ধ করিয়া আসিল)

(দরজা বন্ধ করিতে করিতে) বিশ বছর আজ কাঞ্চনী গাঁয়ে চুরি নেই—তোমার যে কিসের জন্য এত ধুকপুকুনি—

(রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল)

(অজিত সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়াই এদিক ওদিক দেখিয়া দোর খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল)

মালতী। (নেপথ্যে) সদর খোলার শব্দ হল না ?

(মালতীর প্রবেশ)

সদর খুল্‌লে কে ?

(তারণের প্রবেশ)

তারণ। সদর খুল্‌লে ভূতে—বাড়ীতে সাতশো গণ্ডা মানুষ কিনা !

মালতী। ওগো—সত্যি সদর খোলা যে !

তারণ। খিলটা তাড়াতাড়িতে ঠিকমত পড়েনি বোধ হয়—হাওয়াতে খুলে গেছে ! বলি—তাতে চ্যাঁচাবার আছে কি ?

(মালতী সদরে খিল দিল)

মালতী। আমি সিন্দুকটা একবার দেখে আসি— (ঘরে ঢুকিল)

তারণ। ঘিটা ওদিকে জ্বলে যাক ! আজ আর বরাতে খাওয়া নেই দেখছি—

নেপথ্যে মালতী। আমি সিন্দুকটা খুলেছি—তুমি একবার ডালাটা তোল না এসে—

তারণ। কেন ? সিন্দুক খুলতে গেলে কেন ? যত ঝামেলা !—

নেপথ্যে মালতী। আমার মনটা ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছে—পরের টাকা—

তারণ। গেরো! চল দেখি—খুলেছই যখন! তোমায় রাঁচিতে পাঠাতে হবে দেখছি! (শয়ন কক্ষে ঢুকিল)

নেপথ্যে পরক্ষণেই মালতীর চীৎকার—অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ—ওগো—টাকা কি হল—

নেপথ্যে তারণ। মালতী—সিন্দুকেই রেখেছিলাম ত? অন্য কোথাও—তোরঙ্গে—আলমারীতে—কি খাটের খোপরে—

মালতী। না—না—না—ওই যে কে সদর খুললে—ওই আমাদের কপাল পুড়ল! দেখ--দেখ—লোকজন ডাক—এখনো খুঁজলে চোর পাওয়া যাবে হয়ত—

(উভয়ে বাহির হইয়া আসিল—তারণ সদর খুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

তারণ। হরি খুড়ো—অনাদি—রমেশ—

(নেপথ্যে দূরে ও অদূরে)—কী—কী—কী—

(নেপথ্যে) আরে—ও তারণ! কি—ব্যাপার কি—হল কি—

(এক একজন করিয়া প্রতিবেশী প্রবেশ করিতে লাগিল)

তারণ। হয়েছে সর্ব্বনাশ—টাকা চুরি—

১ম। টাকা চুরি?—কিসের টাকা?—

তারণ। ব্যাঙ্কের টাকা—২০০৬৭৷৶৬ পাই—

২য়। কোথায় ছিল?—কে নিলে? চুরি মানে কি?—

তারণ। চুরি মানে—সিন্দুকে ছিল—চুরি মানে—তা নেই! অনাদি ভাই—একবার বড় কাকাকে খবর দাওনা—ভাই! বল গিয়ে তারণের ঘর থেকে ব্যাঙ্কের টাকা—

৩য়। আরে সে ত বলব—আগে ব্যাপারটা কি—বুঝতে দাও!

সিঁধ দিয়েছে ত? কোথায়—কোন দিকে দেখি চল! থানায় খবর দিতে হয়—

সকলে। সর্ব্ব প্রথম!—

তারণ। সিঁধ ত দেয়নি!

২য়। সিঁধ দেয়নি? তবে পাচীল ট'পকে?

১ম। সন্ধ্যে রাত—সদর খোলাও থাকতে পারে—

তারণ। সদর বন্ধ ছিল—কি খোলা ছিল—

৩য়। যাক্—সিঁধ দেয়নি—সিন্দুক ভেঙ্গেছে ত? আওয়াজ পেলে না? ব্যাপার কি?

তারণ। সিন্দুক ভাঙ্গেনি ত!

১ম। ভাঙ্গেনি? তবে চাবি দিয়ে খুলেছে? চাবি চোরে পেলে কি করে?

তারণ। কি করে পেলে তাত জানিনে—যেখানকার চাবি সেইখেনে রয়েছে—তোমরা ভাই একটীবার বড় কাকাকে ডেকে আনো—

১ম। আরে সে না হয় ডাকব এখন! কিন্তু এ ব্যাপারটা কি বল দেখি! সন্ধ্যে রাত—চোরে সিঁদ দিলে না—সিন্দুক ভাঙ্গলে না—যেখানকার চাবি সেই থানে রইল—মাঝ খানে পড়ে টাকা উধাও—কত বল্লে—২০০৬৭।৶১৩ পাই—

২য়। ।৶১৩ পাই নয়—৷৶৩ পাই!

৩য়। তেরো পাই? আমাদের হরিখুড়োর বুদ্ধি—হিঃ হিঃ হিঃ—

তারণ। তোমরা না হয় এখানে থাক—আমি নিজেই বড় কাকাকে—

২য়। আরে রও না—আগে দেখি সিন্দুকটা কোথায় তোমার—তালাটা দিশি কি বিলিতি—

১ম। ভাল করে দেখে না গেলে বড় কাকাকে বোঝাব কি করে ?।

৩য়। হাঁগা বৌমা—তুমি একটু বুঝিয়ে দাও ত ব্যাপার খানা—সিঁধ নেই—সিন্দুক ভাঙ্গা নেই—কেমন ধারা চুরি ?

(রামকান্তর প্রবেশ)

রাম। বলি—তারুদার কলেরা টলেরা হ'ল নাকি ? এত লোক জন—এত আলো এত গোলমাল—যাচ্ছিলাম নিরঞ্জনের কাছে আফিয়ের একটু আরক আনতে—তা তারুদার যদি কলেরা হ'য়ে থাকে—

তারণ। (রামকান্তর হাত ধরিয়া) আমার কলেরা হয়নি রেমো—তুই একবার বড় কাকার কাছে—

রাম। কলেরা হয়নি ? তা কি আর হয় ? ব্যাঙ্কের চাকরীতে যে রকম কায়েম মৌরশ হ'য়ে বসেছ—

১ম। ওসব কি অলুক্ষণে কথা কইছিস্ রেমো ? কলেরা হবে কেন—তারণের সিন্দুক থেকে ব্যাঙ্কের টাকা চুরি গেছে—২০০৬৭।৴৭ পাই !

২য়। ।৴৭ পাই নয়—৸৶৬ পাই !

রাম। চুরি গেছে মানে ?

৩য়। চুরি গেছে মানে—সিঁধ নেই—সিন্দুক ভাঙ্গা নেই—টাকা বেমালুম উড়ে গেছে ফুস্‌মন্তরে !

রাম। ফুস্‌মন্তরে ? হাঃ হাঃ হাঃ—ও হরি খুড়ো ! তুমি আমি ও ফুসমন্তর কোন দিন শিখতে পারলাম না ভাই ! পারলে কাজে লাগত !

(সকলের মুখ চাওয়া চাওয়ি ও মুচকি হাস্য)

মালতী। (তারণকে এক পার্শ্বে টানিয়া) তুমি দৌড়িয়ে বড় কাকার কাছে যাও—অজুও সেখানে আছে হয়ত—তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।

তারণ। পাঠিয়ে দেব ?—

মালতী। হ্যাঁ—তুমি বড় কাকাকে নিয়ে আসবে একেবারে—

রাম। টাকা যা হাতিয়েছ টাকচন্দর—তা আর তোমায় ওগরাতে হবে না—এ আমি আফিংয়ের কৌটো ছুঁয়ে দিব্যি গালতে রাজী আছি—

১ম, ২য়, ৩য়। হাঃ হাঃ হাঃ—ঠোঁটকাটা রেমো কি কয় শোনো একবার—

১ম। ছিঃ রেমো—এসব তারণ দাকে কি বলছিস্ ?

রাম। কি আর বলব ? আরব্য উপন্যাসের চেয়ে আজগুবি ব্যাপার স্বচক্ষে দেখ ! চোরে সিঁধ দেয়নি—সিন্দুক পিটিয়ে ভাঙ্গেনি—

৩য়। যেথাকার চাবি নিঝঞ্ঝাটে সেখানে পড়ে আছে—

২য়। যেমনকার তালা তেমনি সিন্দুকের গায়ে ঝুলছে—

রাম। মাঝখান থেকে ফুসমন্তরে সিন্দুকের ২০০৬৭৷৴৩ পাই উধাও—

২য়। ৷৴৩ পাই নয়—৸৴৬ পাই!

রাম। আরে—রাখ না অনাদি—যে ৷৴৩ পাই সেই ৸৴৬ পাই! আমি ত আর একাউন্টেন্টো নই! মোদ্দা পই পই করে বলছি টাকচন্দোরকে—টাকাটা অন্ততঃ কতকটা ওগরাও—আমরা বলে কয়ে বড়কত্তাকে হাতে পায়ে ধরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যাপারটা চাপা দেব এখন! গাঁয়ের গরীব ব্যাঙ্ক—২০০৬৭৶৯ পাই লোকসান আচমকা বরদাস্ত করবে কি করে?

৩য় ঠিকই ত! নিয়েছিস আশা করে—ঐ ৬৭৲ সাতষট্টিটে টাকা না হয় রেখে দে—বাকী বিশ হাজার—

১ম। তা খুড়ো—টাকাটা যে তারুদাই নিয়েছে—এ তোমরা ভাবই বা কেন?

৩য় তবে কি ভাবব? যার সিন্দুকে ছিল সে নেয় নি—তবে কি বড়বাড়ীর অসীম নিলে? না—পশ্চিমপাড়ার রামকান্ত? (সকলের হাস্য)

তারণ। হরি ভাই—আমি টাকা নিইনি—তোমরা বড়কাকাকে—

রাম। তুমি যে নাওনি—এ আমি হলপ করে বলতে পারি আর কথার কথা ধর—যদি মনের ভুলে—হ্যাঁ—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম—মনের ভুলে যদি ধর গিয়ে নিয়েই থাক—তোমার তাতে এমন ভয়ই বা কি? টাকাটা দিয়ে দিলেই হবে, অথবা

বড়কাকার পা দু'খানা একবার চেপে ধরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

(সকলের উচ্চহাস্য)

৩য়। তুমি কিছু মনে কর না খুড়ো—কিন্তু ঠোঁটকাটা রেমো কথা যা কয় এক একটা—

মালতী। (তারণকে) তুমি যাও বড় কাকার কাছে—তাঁকে না নিয়ে এসো না!

তারণ। যাই— (ছুটিয়া যাইতে উদ্যত)

রাম। হ্যাঁ—গিয়ে তাঁকে বল—বড় কাকা—২০০৬৭ টাকাটা আমায় রাখতে দিন—৵৬ পাই না হয় আমি ফেরৎ দেব'খন! (সকলের উচ্চহাস্য)

(তারণ ছুটিয়া যাইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।)

তারণ। রেমো—তুই—তুই—

রাম। আমি আফিংখোর—কিন্তু চোর নই! বড় কাকার কাছে ছুটেছ—বলি বড় কাকাকে মুখ দেখাবে কেমন করে? বেইমান—জোচ্চোর!

তারণ। রেমো—আমি— (ছুটিয়া চলিয়া গেল)

১ম। না—না—এ রকম ভাবে কথা কওয়া কিন্তু তোর উচিত হয় নি রেমো! হাজার হোক একটা মানী লোক!

রাম। বলি তুমি কেমন ধারা পুরুষ-মানুষ—অ্যাঁ?—মানী লোক! চোরের আবার মান! দুত্তোর মানী লো ক!

মালতী। আপনারা যান—বেরোন এ বাড়ী থেকে! বাড়ী বয়ে

এসে আমাদের এ রকম অপমান আপনারা করতে পারেন না !

রাম। ইস্—টাকার ঝাঁঝ ফুটে বেরুচ্ছে—হজম হবে না—

মালতী। যাও—চলে যাও—তোমরা চলে যাও—একটা মানুষের বিপদের সময়—ওঃ—

(রান্নাঘরে প্রবেশ করিল)

২য়। লুচি ভাজার গন্ধ নয় !

রাম। মোটা ২০০৬৭/৬ পাই লাভ হ'ল—থ্যাটের বন্দোবস্ত হচ্ছে আর কি ! দেবে নাকি বৌঠান—দু'খানা গরম গরম লুচি এ ধারে ফেলে ? (সকলের হাস্য)

(বাসুদেবের প্রবেশ)

বাসু। তারু—

সকলে। এই যে আসুন—আসুন বড়কর্ত্তা—

বাসু। তারু কই ?

১ম। সে ত আপনার কাছেই গেছে—

বাসু। কোন পথে গেল ? আমার সাথে দেখা ত হয় নি ! আমায় মুখুজ্যেদের সন্তোষ ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিলে—তারু খুড়োর বাড়ী চুরী হয়েছে—মহা হুলস্থুল ! চুরি হয়েছে হোক—তা হুলস্থুলটা কি ? বৌমা কই ? মালতী—মা !—

(রান্নাঘর হইতে মালতী ছুটিয়া আসিয়া বাসুদেবের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল)

মালতী। কাকাবাবু! আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমরা টাকা নিইনি!

বাসু। কোন্ মামার ব'লেছে যে তোরা নিয়েছিস? যাও—যাও মা—ভেতরে যাও—ভেতরে যাও— (মালতীর প্রস্থান) (সগর্জ্জনে) রেমো! অনাদি!

১ম,২য়,৩য়। না—তা নয়—এই—না—

১ম। আমি এতক্ষণ এদের এই কথাই বলছি—

রাম। —যে একটা কিছু হ'য়েছেই—নইলে ২০০৫৭৸৶ পাই কি উড়ে যাবার বস্তু?

(একজন প্রতিবেশী ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল)

প্রতিবেশী। বড় কত্তা—বড় কত্তা—

বাসু। কিরে—কি?

প্রতি। আমি পুকুর পাড় দিয়ে আসছিলাম—দেখি তারণ খুড়ো—

বাসু। (সভয়ে) অ্যাঁ—

প্রতি। গলায় দড়ি দিয়েছে! (নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

বাসু। সে কি—চল—চল দেখি— (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

অসীমের কক্ষ

অজিত বসিয়া মদ খাইতেছে—পার্শে তড়িতা

তড়িতা। তুমি যে বেজায় মদ খেতে সুরু করলে অজু ?

অজিত। হুঁ !

তড়িতা। না, অত খেয়ো না ভাই—মাতাল দেখলে আমার কেমন যেন লাগে !

অজিত। চোর দেখলে কেমন লাগে না—কেবল মাতাল দেখলেই কেমন লাগে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

তড়িতা। অত জোরে হেসো না—লোকে শুনলে কি ভাববে ?

অজিত। ভাববে—বাপ গলায় দড়ি দিয়েছে-না—অজুর আপদ কেটেছে ! সত্যি—মা'টা অমনি গলায় দড়ি দেয় না ? না দেয় ত—দুই হাতে গলা টিপে ধরে শেষ করে দিয়ে আসি না ? (উঠিল)

তড়িতা। ওকি—যাও কোথায় ?

তার বাঁচবার দরকার কি ? যার ছেলে চোর—তার বাঁচবার দরকার কি ? বেঁচে থেকে সে মানুষকে মুখ দেখাবে কেমন করে ? বাবা মরেছে—না ভালই—করেছে ! বেঁচে গেছে ! যাও মরুক— (প্রস্থানোদ্যত)

তড়িতা। তুমি কোথাও যেতে পাবে না ! (হাত ধরিল)

অজিত। কে রুখবে? তুমি? হাঃ হাঃ হাঃ—যে বাপের গলায় দড়ি পরিয়েছে—সে রাখবে তোমার খাতির?

তড়িতা। না—যেও না—অজু—তুমি ওঘরে গিয়ে ঘুমোও—

(ধরিল)

অজিত। ঘুমোব? বলেছি ত—মা'টাকে শেষ করে দিয়ে আসি—তারপর এসে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোব! নাঃ—আর একটা কাজ বাকী আছে—একবার সে কাকা বেটার দেখা পেতাম! তবে তার ঋণটা শুধতে হ'লে চাই—একখানা ছোরা!

তড়িতা। ছোরার খোঁজ পরে করো—এখন ওঘরে গিয়ে ঘুমোও! কথা না শুনলে—

অজিত। কি করবে? মারবে? মার—মার—মার—না—তুমি মারবে না—তুমি শুধু আদর করবে—আদর করে রাক্ষুসী আমার মাথাটা চিবিয়ে খাবে—

তড়িতা। ওঘরে যাও—নইলে—(দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিল)

অজিত। কি? পিস্তল? তোমার হাতে পিস্তল?

তড়িতা। হ্যাঁ—

অজিত। বুঝেছি! শয়তানী! হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি শয়তানী—তোমার কাজ তুমি ঠিক করেছ—আমি গাড়োল—তাই শয়তানীর ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। বেশ হয়েছে—হা হা হা—

তড়িতা। অজু!—

অজিত। ওই পিস্তলটা দিয়ে আমায় মেরে ফেল—মেরে ফেল!

যা করেছো—করেছো—! এই উপকারটুকু শুধু আমার করো—আমায় শেষ করে দাও—আমায় শেষ করে দাও—আমি বাঁচি—আমি মরে বাঁচি— (কাঁদিতে লাগিল)

তড়িতা। অজু! এই পিস্তল নাও! (কাঁদিয়া ফেলিল) আমি তোমায় মারতে পারব না—তুমিই আমায় মার—মার ভাই—আমি আর বাঁচতে চাই না!—

অজিত। অ্যাঁ—বাহবা! তড়িৎলতার চোখে জল! হাঃ হাঃ হাঃ—এতো বড় নূতনতরো! হাঃ হাঃ হাঃ— (প্রস্থানোদ্যত)

তড়িতা। কোথায় যাও—অজু?—

অজিত। বাইরে যাব না—নতুন জিনিষটা দেখলাম—পরিপাক করি আগে! ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি! কাকা ব্যাটা এলে, একটী বার ডেকে দিও!—

(পার্শ্ব কক্ষে প্রবেশ করিল—তড়িতা দ্বার পর্য্যন্ত অজুর সঙ্গে সঙ্গে গেল—পরে ফিরিয়া আসিবে—এমন সময় বাইরে শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি পিস্তল দ্বারপার্শ্ববর্ত্তী আলমারির মাথায় রাখিল।)

(মহামায়ার প্রবেশ)

তড়িতা। কি মামীমা!—অজু ঘুমুচ্ছে—

মহা। ওঃ! তা—ইয়ে—অসীম কোথায়?—

তড়িতা। তা ত জানিনে—মামীমা! সেই কাল সকালে বেরিয়েছেন—আর আজ এই এত রাত হ'ল!

মহা। আমার যে একবার তাকে দরকার!—

তড়িতা। এলে পাঠিয়ে দেবখ'ন!

মহা। দিও! (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) হাঁ—বৌমা!—

তড়িতা। কী—মামীমা—

মহা। তোমায়ই বলি! পেটের মেয়ের মত—বলতে লজ্জা করে! কিন্তু তোমার জানা দরকার!—

তড়িতা। কী এমন কথা মামীমা?—

মহা। ব্যাটা ছেলের কত রকম খেয়াল থাকে—ওতে ভয় পেতে নেই। যে গরু যত মাঠমুখো হয়—তাকে তত শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয়! তুমি একটু শক্ত হয়ো—বাছা!—অসীমকে—অসীমের কথা—পনেরো বছর আগেকার কথা—কিছু শুনেছ—কারো কাছে?

তড়িতা। (ঢোক গিলিয়া) না!—

মহা। মামার সঙ্গে কেন রাগারাগি হল—কেন বাড়ী ছেড়ে চলে গেল—

তড়িতা। হ্যাঁ—শুনেছিলাম যেন—মালতী বৌঠানের সঙ্গে—

(বাসুদেবের প্রবেশ)

বাসু। শীগগির যাও গিন্নী! মালতী দস্তুর মত পাগলই বুঝি হল! লাফাচ্ছে—ঝাঁপাচ্ছে—হাসছে—কাঁদছে—আর অনর্গল কি যে সব কথা কইছে—তারুর শোকে বুঝি একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেল!—

মহা। বৌমা—আমি তোমার সাথে কথা কইব এখন!—

(প্রস্থান)

(বাসুদেব নীরবে পদ চারণ করিতে লাগিলেন)

তড়িতা। কাকা বাবু!

বাসু। অঁ্যা—

তড়িতা। মালতী দিদি অনর্গল কি সব কথা কইছে?

বাসু। সে—তো—তুমি—

তড়িতা। ওঁর কথা কি কিছু?—

বাসু। অঁ্যা—না—সে কি? তুমি গিন্নীর কাছে কিছু শুনেছ বুঝি?

তড়িতা। না—হঁ্যা—তা—

বাসু। তুমি আগের সে সব কথা জান?

তড়িতা। জানি বা না জানি—থাকগে! টাকা চুরির ব্যাপারে—কাউকে কি—সন্দেহ করেছেন?

বাসু। কাকে সন্দেহ কর্ব্ব মা? (বাসুদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তড়িতার দিকে তাকাইয়া প্রস্থানোদ্যত)

তড়িতা। একটা কথা মামাবাবু—

বাসু। বল—

তড়িতা। আবার যদি ওঁর কোন গর্হিত অপরাধ দেখেন—তবে—কি আপনি ওঁকে তাড়িয়ে দেবেন?

বাসু। এ কথা কেন তুলছ মা?

তড়িতা। না—'যদি'র কথা বলছি মামাবাবু!

বাসু। যদি সেরকম অপরাধ ও করে—তবে তাড়িয়ে দেবার আগেই ওর চলে যাওয়া উচিত!

তড়িতা। (হাসিয়া) তাড়িয়ে দিয়ে কাকে নিয়ে ঘর করবেন? অজু?

বাসু। অজু! অজু আমার কে?

তড়িতা। কেউ নয়—উপরন্তু সে চোর—

বাসু। চোর ? অজু টাকা চুরি করেছে ? তুমি জান ?

তড়িতা। ধরুন—জানি !

বাসু। জান ? (একবার কক্ষ ঘুরিয়া আসিলেন) কি ক'রে জানলে ? তুমি জান—অথচ আমায় বলনি—কারণ ?

তড়িতা। কারণ অবশ্য একটা আছে ! সেটা—(ভাবিয়া) কি ভাবে কথাটা বলা উচিত—ঠাহর পাচ্ছিনে !

বাসু। অজু চোর ! তার বাপের টাকা চুরি করল ! কিন্তু কেন ? কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছিনা ! বৌমা ! অজু চোর—অথচ তোমরা তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছ—এতে কি আমি বুঝব যে তোমরাও চোরের বখরাদার ?

তড়িতা। সংসারে কেউ ভাল নয় মামাবাবু ! কেউ চোর—কেউ ডাকাত—কেউ লম্পট ! আপনার মত সরল লোকের—চোর ডাকাতের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে—কাশীবাস করা উচিৎ !

বাসু। বৌমা ? অজু কোথায় ?

(তড়িতা পার্শ্বকক্ষ দেখাইয়া দিলে—বাসুদেবের দ্রুত পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ তড়িতার কুটিল হাস্য—বাসুদেবের স্খলিত চরণে পুনঃ প্রবেশ)

বাসু। শুধু চোর নয়—মাতাল !

তড়িতা। বলেছি ত মামাবাবু—কেউ চোর—কেউ লম্পট—কেউ মাতাল !

বাসু। তাকে মদ দিয়েছ তোমরা ?

তড়িতা। উঁহুঁ—মনসুর গঞ্জের হাটে গিয়ে—

বাসু। তাকে চুরি করতে শিখিয়েছ তোমরা? আমার কাছে চাইলে পেতে না—কয়েক হাজার টাকা?

তড়িতা। আমরা ত চাইলেই পেতাম মামাবাবু! কিন্তু চোর যে—সে চুরি কর্ব্বেই—

বাসু। তোমরা যাও—তোমরা যাও—

তড়িতা। যাব? নিতান্তই বের করে দেবেন? কিছু পয়সাকড়ি তাহলে অন্ততঃ আমাদের হাতে দিয়ে দিন! অজুর ২০০৬৭৮/৬ পাইয়ে আর কদিন চলবে আমাদের?

বাসু। ওঃ—রাক্ষসী! কি চমৎকার চোখে ধুলো দিয়েছিলে! যাও—আমি পনর বছর যে জ্বালা সহ্য করেছি—আরও যদি দু'চার বছর বাঁচি—আরও সইব! তোমরা যাও—আমার সোণার সংসার ছাই ক'রে দিলে—তোমরা যাও—যাও— (প্রস্থান)

(তড়িতা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

(অসীমের প্রবেশ)

অসীম। অত হাসছ যে? খুব কাতুকুতু দিয়েছে বুঝি অজু?

তড়িতা। উঁহুঁ—অজু ত ঐ পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে—কাতুকুতু দিলে মামা! জামা খুলো না! এক বস্ত্রে বেরিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে—

অসীম। অ্যাঁ—সে কি?—

তড়িতা। এই—প্রেম রোগের মামুলী মুষ্টিযোগ—অর্দ্ধচন্দ্র! আবার যেমন নীলার সন্ধানে পায়ের নাল ক্ষইয়ে ফেললে—

অসীম। নীলা ?—

তড়িতা। ভাবছ—কি করে টের পেলাম ! তোমায় চিনতে আমার বাকী নেই। মাত্র দুদিন বরানগর থেকে এসেছি—এরি মধ্যে—

অসীম। কলকাতায় মামা পাঠিয়েছিলেন ! তিনি উইল বদলাবেন বলে এটর্ণীর সঙ্গে আমায় একবার দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন—

তড়িতা। পাঠাবেন—তা আমি আগেই জানতাম। বরানগরের বাড়ীতে শেষ কথা কি বলে এসেছিলাম—তা বোধ হয় ভোলনি ! আমিও এর শোধ নেব ! আমি সব কথা ফাঁস করে দিয়েছি !

অসীম। সর্ব্বনাশ ! অজুর চুরির কথা—

তড়িতা। সব্বাই জেনেছে ! উল্টো হল—নয় ? যাও—এখন তোমার নীলা চন্দ্রাবলীকে নিয়ে রাসলীলা করগে !

অসীম। ঈর্ষা ক'রে কি করলে তড়িতা ? বিশ্বাস কর—নীলার দিকও আমি মাড়াই নি ! সেখানে তার বাপ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পুলিশ মোতায়েন—সেখানে কি আবার ফিরে যেতে পারি ? নীলা যে এত দিনে মরেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই !

তড়িতা। তা না থাক ! এখন তল্পীতল্পা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো—বুড়ো কিস্তীমাৎ হেঁকেছে—

অসীম। বেরিয়ে যেতে বললে ? একটু বাধল না ?

তড়িতা। বাধবে না কেন—কেঁদেছে পর্য্যন্ত! কিন্তু বলেছে ঠিক!

অসীম। কিস্তী কি সত্যই মাৎ হবে?

তড়িতা। হবে না? করালীরা সব গেল—নতুন দলের গোড়া পত্তনেই—তারু ব্যাটা মরে বাগড়া দিলে—

অসীম। যত আহাম্মক নিয়ে কারবার! তারুই বা মরতে গেল কেন—আর তুমিই বা সব কথা বলতে গেলে কেন? কীই বা এমন হয়েছিল?—

তড়িতা। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা আর কি? (হাস্য) মেয়েমানুষের চিরকালের প্রবৃত্তি!

অসীম। তুমি ঠাট্টা করছ?

তড়িতা। আমি বলেই ঠাট্টা করছি—অন্য মেয়ে হলে তোমায় গুলি করত!

অসীম। তড়িতা!

তড়িতা। তুমি আমার সঙ্গেও ধাপ্পাবাজী কর্ব্বে মনে করেছ?—

অসীম। তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি তড়িতা—নীলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এ ক'দিনে হয় নি—

তড়িতা। বেশ—বিশ্বাস করলাম—এখন দরোয়ানেরা লাঠির গুঁতো মারবার আগে বেরিয়ে পড়!—

অসীম। বেরিয়ে পড়ব? (বসিয়া ভাবিতে লাগিল) বাজে লোকে টের পায়নি বোধ হয় এখনো?

তড়িতা। কেন বল দেখি? হু'কান কাটার আর ভয় কি?

অসীম। না—তা হলে একটা চাকরকে ডেকে বলত—হু'কাপ চা

একটু কড়া মতন তৈরী করে আমুক—চটপট !

তড়িতা। চা ?—

অসীম। যেতেই যদি হয়—চা'টা খেয়ে যাই ! বলে এস !—

তড়িতা। চমৎকার ! তোমার তারিফ না করে পাচ্ছি না—তুমি শয়তানকেও হার মানিয়েছ—

(বাহিরে গিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল)

অসীম। তড়িতা !—

তড়িতা। কথায় যেন Extra dose গুড় মাখানো ? আদরের ত সময় নেই—

অসীম। একদিন বলেছিলাম—টুইন সোল ! মনে আছে ?—

তড়িতা। ও—টুইন সোল ! মরা হাড়েও তুমি ভেল্কি খেলবে দেখছি !—

অসীম। তোমায় ছাড়া আমার গতি নেই—আমায় ছাড়া তোমার গতি নেই !

তড়িতা। অত ভনিতে কেন ? কি বলবে বল না !

অসীম। প্রেমের বাঁধন আছে কি না—তর্ক নাও যদি তুলি—স্বার্থের বাঁধন যে আছে—তা অস্বীকার করতে পারনা !

তড়িতা। বলে যাও—

অসীম। তুমি আমি ছাড়াছাড়ি হলে দু' জনেই ধরা পড়ে যাব !

তড়িতা। আমি থোড়াই কেয়ার করি ! আন্দামানে যদি পাঠায়—করালীদের সাথে দেখা হবে !

অসীম। আমি ফাঁসী যাব শুনে খুসী হবে ?

তড়িতা। থাক না ও সব কথা ! বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে আলোচনা হবে !

অসীম। বেরিয়ে যেতে চাই না তড়িতা !

তড়িতা। জোর করে থাকবে নাকি ?

অসীম। আশ্রয় নেই কোথাও ! এই শেষ দাঁড়াবার জায়গাটুকু যাতে অন্ততঃ কিছুদিন নিরাপদ থাকে—সেই জন্য—জান ত —নিজের হাতে নীলাকে খুন করেছি !

তড়িতা। করেছ নাকি ? তা বেশ—আশ্রয় ত বেশ কিছুদিন নিরাপদই থাকত—পুলিশ নীলার লাশ খুঁজে পেলেও আর কিছু কাঞ্চনী গাঁয়ের খোঁজ পেত না—কিন্তু নিজের পায়ে কুড়ুল মারলে যে তুমি নিজে—নীলার মোহ না কাটাতে পেরে ! এখন আর কাঁদলে হবে কি ?

অসীম। চেঁচিও না—চমকে উঠো না—শোন—একটা উপায় আছে ! বেরিয়ে যেতে পারিনে—অন্ততঃ মোটা রকম কিছু টাকা না হাতড়ে ! বুড়ো যখন বেয়াড়া গেয়েছে—তখন ওকে পথ থেকে সরাতে হবে—

তড়িতা। অ্যাঁ—

অসীম। (মুখে হাত চাপা দিয়া) বলেছি—চেঁচিও না ! বুড়োকে সরাতে হবে—

তড়িতা। বুড়ো ?

অসীম। বুড়োবুড়ী ! সরিয়ে দিয়ে—বুড়োর অগাধ সম্পত্তির ভেতর অন্ততঃ দু'চার লাখ টাকা নগদ হাতিয়ে দুজনে সত্যি সত্যি কালিফোর্ণিয়া পাড়ি !

তড়িতা। সরিয়ে দেওয়া ত আর তিন তুড়ির কথা নয় !

অসীম। এক তুড়ির কথা ! একটা গুঁড়ো আছে—খাবারের সাথে

পেটে গেলেই দেখতে দেখতে হার্টফেল! খুব বেশী সময় লাগে ত আধঘণ্টার ভেতর কাবার!

তড়িতা। হার্টফেল?

অসীম। লোকে জানবে হার্টফেল!

তড়িতা। (সহসা দাঁড়াইয়া) আমি পারব না! কেন পারব? তোমার জন্য ঢের করেছি! আর পারব না!

অসীম। (সভয়ে দাঁড়াইয়া হাত ধরিল) তড়িতা—তড়িতা?

তড়িতা। (কাঁদিয়া) পারা যায়—যদি ভালবাসা থাকে! তুমি নীলাকে চাও—আর আমায় দাও দশজনাকে বিলিয়ে!

অসীম। টুইন্ সোল—বলেছি ত তড়িতা! ওরা সব প্রয়োজনের বস্তু! প্রয়োজন মিটলে মাটির ঢেলার মত লাথি মেরে পথ থেকে সরিয়ে দেব! যেমন তুমি করালীকে দিয়েছ—অজুকে দেবে!

তড়িতা। তোমায় বিশ্বাস নেই! সত্য করে বল—নীলা এখন কোথায়? কোথায় তাকে রেখে এসেছ?

অসীম। আমি শপথ করছি তড়িৎ—নীলা মরেছে—তুমি ছাড়া আর এ জীবনে কারও প্রয়োজন নেই—আমার টুইন্ সোল—শুধু তুমি আর আমি!

তড়িতা। তুমি—তুমি—

অসীম। কি তড়িৎ?

তড়িতা। ওঃ—কিন্তু—

অসীম। তড়িতা—(হাত ধরিল—মোড়ক হাতে গুঁজিয়া দিল)

তড়িতা। হাত কাঁপছে—আমার হাত কাঁপছে!

অসীম। নাঃ—কাঁপে না—কিন্তু কি জানি কেন—আজ কাঁপছে! স্থির হও - দৃঢ় হও তড়িতা—নাও—

তড়িতা। দাও—

(অসীম ভাগ করিয়া দিল—তড়িতার প্রস্থান)

অসীম। হাঃ হাঃ হাঃ! নীলা—এদিকে এস!

(অন্তরাল হইতে নীলার প্রবেশ)

এই ঘরটায় কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাক—তারপরে আজই দু'জনে—একসাথে এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি—লক্ষ্মীটি—

নীলা। তাই চল—ওগো তাই চল! এদেশ ছেড়ে গিয়ে তোমার অতীত জীবনকে একেবারে ভুলে যাও! ওগো নূতন করে আমরা যে ঘর বাঁধতে চাই—ভগবান যেন সে ঘরে আর ঝড় না তোলেন!

অসীম। তাই হবে—তোমার পুণ্যে—এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে! তুমি যাও—ঘরে গিয়ে খিল দাও— শিগ্‌গির—

(অসীম হাসিল—পরেই গম্ভীর হইয়া একখানা বই খুলিয়া লইয়া বসিল। ভৃত্য টি—পট ও চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ করিল।)

অসীম। কে—মাধা? রেখে যা—আমি ঢেলে নেব এখন!

[ভৃত্য সব গুছাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল, অসীম চা লইয়া খাইতে লাগিল। পরে টি পটের অবশিষ্ট চায়ে মোড়কের গুঁড়া মিশাইয়া দিল।

(তড়িতার দ্রুত প্রবেশ)

অসীম। (উঠিয়া) পেয়েছ?—

(তড়িতা বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল—পরে টি পট হইতে চা লইয়া চুমুক দিল।)

তড়িতা। বুড়ো বুড়ীর—আর আমাদের জন্যে দুধ তোলা ছিল—তাইতে মিশিয়ে দিয়েছি। তুমি আবার ভুল করে দুধ খেয়ে বসো না যেন? উঃ—এমন ভয় করছে—

অসীম। আর ভয় কি!—

তড়িতা। না—আর ভয় নেই! আজকের ভেতরই নিষ্কণ্টক! নরকেও আমাদের স্থান হবে ত?—

(মাধার প্রবেশ)

অসীম। চা এখনো খাওয়া হয় নি—অঞ্জুর মা কেমন আছেন রে?—

মাধা। চিকরুচ্ছে! বাবু আর গিন্নীমাকে খাবার জন্যে কতবার ডাকাডাকি করা হল—কেউ আসে না! দুজনেই তাকে নিয়ে বসে আছে!—

অসীম। নিতান্ত খেতে না চান—দুধটুকু জোর করে খাইয়ে আয়—

মাধা। আমিও বামন ঠাকরুণকে তাই বলেছি—দেখি—আর একবার তাগাদা দিই!—চায়ের বাসন পরে নেব এখন!—(প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) আপনাদের খাবার কি—

অসীম: পাঠিয়ে দে এখানে—আমরা সবে চা খাচ্ছি এখন!—

(মাধার প্রস্থান)

তড়িতা। আমার বুকের ভেতরটা এমন করছে কেন?

অসীম। (মৃদু হাসিয়া) দেখ তোমারও হার্টফেল হয় নাকি?—

তড়িতা। অ্যাঁ—(ভীত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিল)

(অসীম উঠিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল)

ওকি—তুমি—তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ ?—

(টি পটের ভেতর দৃষ্টিপাত)

এই যে—এই যে সাদা গুঁড়ো ভাসছে চায়ে! শয়তান!

(আর্ত্তনাদ)

[অসীম দ্বারে খিল দিয়া ছুটিয়া আসিয়া তড়িতার মুখ বাঁধিয়া দিল]

অসীম। মরবার এখনো ধর আধঘণ্টা দেরী অ'ছে—ততক্ষণ এই পাশের ঘরে পড়ে থাক—চ্যাচাতে পাবে না—

(তড়িতা মুক্ত হইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল)

অসীম। মরবার আগে একটা কৈফিয়ৎ তোমার পাওনা আছে! শোন—কেন তোমায় সরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি! নীলা মরেনি—তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে—তাকে বাঁচাতেই কলকাতায় গেছলাম। সাগর পাড়ি দেব বটে—তবে সে তাকে নিয়ে—তোমাকে নিয়ে নয়! কিন্তু তুমি বড় মরিয়া মেয়ে মানুষ—নীলাকে কখন তুমি প্রীতির চ'খে দেখবে না!—নীলাকে দেখলেই তুমি চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকবে আমায় ফাঁসিতে লটকাবার জন্য! তাই তোমাকে সরাতে বাধ্য হলাম। (একটু থামিয়া) দু'দিন পরে এ কাজ করা যেতে পা'রত—তুমি বোধ হয় এই কথা ভাবছ! সেটা ভাল বোধ হল না! বাড়ীতে হার্টফেলের এপিডেমিক সুরু হল যখন—মামা মামী—এবং তুমি এক সাথেই সরে পড়! পরে আবার কে সুযোগ খুঁজে বেড়াবে ?—চল--তোমায় পাশের ঘরে—

তড়িতা। মামাবাবু—মামীমা—দুধ খেওনা—তোমরা দুধ—

অসীম। চুপ্‌—কিন্তু না—প্রয়োজন কি! বাঁধন খুলেছ—আর বাঁধব না! তোমার ও ক্ষীণ স্বর বাইরে পৌছুবে না—হাঃ হাঃ হাঃ—

(নেপথ্যে)—এই ঘরই ছোট বাবুর—পুলিশ সায়েব!

অসীম। পিস্তল! একি—পিস্তল?—তড়িতা—পিস্তল?—

(দেরাজে পিস্তল আনিতে ছুটিল—না পাইয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল)।

(সঙ্গে সঙ্গে তড়িতা চীৎকার করিয়া উঠিল ও সশব্দে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শঙ্করপ্রসাদ ও পুলিশ কর্ম্মচারীগণের প্রবেশ।)

(অসীম ধৃত হইল)

তড়িতা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ধর—বাঁধো—ওকে ফাঁসিতে লট্‌কাও!

শঙ্কর। তুমিও রেহাই পাবে না—বাঁধো।

তড়িতা। আমায় বাঁধবে? আমি চলেছি! উনি আমায় বিষ দিয়েছেন—শুধু আমায় নয়—মামা মামীকেও!

(বাসুদেবের প্রবেশ)

বাসু। অসীম—অসীম! (থমকিয়া দাঁড়াইলেন)

তড়িতা। মামাবাবু—দুধ খেয়ো না—আমি দুধে বিষ দিয়েছি—এঁর কথামত! একে ফাঁসী দাও—

বাসু। সে কি কথা—বৌমা কি বলছে অসীম? ইন্‌স্পেক্টার—আমার নাম বাসুদেব চৌধুরী—এ গ্রামের জমীদার! যাকে আপনি ধরেছেন—সে আমার ভাগ্নে!

শঙ্কর। এবং সে আমার জামাই!

বাসু। অ্যাঁ!

শঙ্কর। সব চাইতে সেরা পরিচ হচ্ছে তার—সে কলকেতার বিখ্যাত ডাকাত—অগ্নিচক্রের পাণ্ডা—অশনি—যাকে বাংলার বোমা ব'লে আপনারা সবাই জানেন! অশনি—ভেবে পাচ্ছ না নিশ্চয়ই যে কি করে তোমার খোঁজ পেলাম! নীলাকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে—কিন্তু তার শিথিল মুঠোর থেকে ভেতর যে টেলিগ্রামের খামখানা পড়ে গিয়েছিল—সেটাই দিল কাঞ্চনীর সন্ধান!

অসীম। ইস্—

(হাত কড়ি বদ্ধ হাত দিয়া কপালে করাঘাত করিল)

শঙ্কর। টেলিগ্রামের খাম পেয়েই টেলিগ্রাম অফিস সার্চ করি! কাঞ্চনী থেকে বাসুদেব চৌধুরী বরানগরের পোষ্টমাষ্টারের কেয়ারে অসীম রায়কে যে জরুরী তার করেছিলেন—'Come at once' বলে—তা খুঁজে পেতে খুব দেরী হয় নি!

বাসু। (ভগ্ন কণ্ঠে) অসীম! অসীম! তুই!—

তড়িতা। যত ইচ্ছে কাঁদো মামা—কিন্তু কড়ার দুধটুকু খেয়োনা—তাতে বিষ আছে—

বাসু। (সভয়ে) অ্যাঁ—

তড়িতা। হ্যাঁ—আমিই তোমাদের বিষ দিয়েছি—ওই দুধের ভেতর—এঁরই পরামর্শে! আমিও বিষ খেয়েছি—আর সেও এরই হাত থেকে—হাঃ হাঃ হাঃ—

অসীম। তড়িতা— (আর্ত্তনাদ)

তড়িতা। কাঁদছো?—কাঁদো! নিজ হাতে বিষ দিয়েছ—এখন দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল—মানাবে ভাল! টুইন সোল!

অসীম। আমি তোমায় নিজের হাতে মেরেছি তড়িতা!—তুমিও পার যদি—নিজের হাতে মেরে ফেল আমায়—ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচাও! তুমি আমায় বড় ভাল বাসতে তড়িতা—আমায় ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচাও—

তড়িতা। তা যদি বল—টুইন সোল—এতে আমি রাজী আছি—

(পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তড়িতাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে—এমন সময় হাত বাড়াইয়া আলমারির মাথা হইতে পিস্তল লইয়া সে অশনিকে গুলি করিল। তড়িতা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল)

অসীম। তড়িতা—(পতন)

তড়িতা। আমার হাতে তুমি—তোমার হাতে আমি—হাঃ হাঃ হাঃ—টুইন সোল!

(নীলার দ্রুত প্রবেশ)

নীলা। কিসের শব্দ? বাবা? ও—কিসের শব্দ? ওঃ—রাক্ষসী! (আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িল)

শঙ্কর। নীলা!

নীলা। ওঃ বাবা—

শঙ্কর। নীলা—মা আমার!

—যবনিকা—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

অন্য পুস্তকাবলী

১। বিষ্ণুমায়া—(ভক্তিমূলক নাটক—মিনার্ভা) ১৲

২। বভ্রুবাহন—(পৌরাণিক নাটক—ক্যালকাটা থিয়েটার) ১৲

৩। মোগল মসনদ—(ঐতিহাসিক নাটক—ক্যালকাটা থিয়েটার) ১৲

৪। সন্ধ্যাতারা—(রঙ্গনাট্য—রঙমহল) ১।০

৫। শিবার্জুন—(পৌরাণিক নাটক—মিনার্ভা) ১৲

৬। বীর্যশুল্কা—(কাল্পনিক নাটক—মিনার্ভা) ১৲

৭। মারাঠা মোগল—(ঐতিহাসিক নাটক—মিনার্ভা) ১৲

৮। বিপ্লব—(রঙ্গনাট্য—নাট্য নিকেতন) অপ্রকাশিত

৯। গোপিনীরমণ শ্রীকৃষ্ণ—(রঙ্গনাট্য—মনোমোহন থিয়েটার) ।০

১০। মানসী—(রঙ্গনাট্য—পূর্ণ থিয়েটার) ।০

১১। সমুদ্রগুপ্ত—(ঐতিহাসিক নাটক—মনোমোহন থিয়েটার) ১।০

১২। মহারাষ্ট্র—(ঐতিহাসিক নাটক—আলফ্রেড থিয়েটার) ১।০

১৩। মিলন-প্রতীক্ষা—(উপন্যাস—২য় সংস্করণ) ॥০